উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

১৮ ভাদ্র ১৪৩১ বুধবার ৪.০০ টাকা 4 September 2024 Wednesday 12 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 108 JAL

বিল নিয়ে মমতাকে শ্লেষ শুভেন্দুর

▸▸ পাঁচের পাতায়

৪৪ বছরে ইতিহাস গড়লেন বোপান্না

▸▸ এগারোর পাতায়

শিরদাঁড়া নিয়ে লালবাজারে

মমতার বিলে পদ্মের সমর্থন

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায় ও অরূপ দত্ত

কলকাতা, ৩ সেপ্টেম্বর : বাদানুবাদ হল, প্রশ্নের মুখে পড়ল সরকার। বিরোধী পক্ষের সংশোধনী খারিজ হয়ে গেল। তবু বিরোধিতা হল না। ভোটাভুটি তো দূরের কথা। বিনা বাধায় গৃহীত হয়ে গেল ধর্ষণবিরোধী বিল- অপরাজিতা। রাজ্য বিধানসভার অধিবেশনে মুখ্যমন্ত্রী দাবি করলেন, ‘এই বিল একটা ইতিহাস। প্রধানমন্ত্রী পারেননি। আমরা পারলাম। করে দেখালাম।’

দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে ‘জাতীয় লজ্জা’ বলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কটাক্ষও নথিভুক্ত হল বিধানসভার কার্যবিবরণীতে। নথিভুক্ত হল প্রধানমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিও। মমতা বলেন, ‘দেশের বিভিন্ন রাজ্যে প্রতিদিন কোথাও না কোথাও ধর্ষণ, নারী-শিশু নির্যাতন ঘটছে। কিন্তু মোদি ও অমিত শা দেশের নারীদের সম্মান ও সুরক্ষায় কিছুই করতে পারেননি।’

বিলটিকে সমর্থন করা হবে বলে আগেই অবস্থান স্পষ্ট করেছিল বিজেপি। বিধানসভায় বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী আনুষ্ঠানিকভাবে বিলকে সমর্থনের ঘোষণা করলেনও। তবে একইসঙ্গে সংশয় প্রকাশ করলেন বিলটির কার্যকারিতা নিয়ে। শুভেন্দু বলেন, ‘আমি রেজাল্ট দেখতে চাই। বিলটা আগে আইনে পরিণত করুন।’ বিরোধী দলনেতার ছুড়ে দেওয়া বলটা তাঁর কোর্টেই ফেরত পাঠালেন মুখ্যমন্ত্রী।

পালটা তাঁর মন্তব্য ছিল, ‘বিরোধী দলনেতা রাজ্যপালকে গিয়ে বলুন বিলে সই করতে। তারপরই দেখবেন রুলস হয়ে গিয়েছে।’ তাঁর ভাষণের সময় বিরোধী দলনেতা চিৎকার করে আরজি কর প্রসঙ্গ তুললে কার্যত ধমক দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘চুপচাপ বসুন। আগে আমার কথা শুনুন। আপনাদের কথা অনেক শুনেছি।’ মঙ্গলবার বিধানসভায় বিলটি পেশ করেছিলেন আইনমন্ত্রী মলয় ঘটক।

বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ভাষণের শুরুতেই বলেন, ‘আলোচনার দাবি তুলে বিলকে সিলেক্ট কমিটিতে পাঠাতে পারতাম। কিন্তু আমরা তা বলছি না। আমরা চাই অবিলম্বে এই বিলকে কার্যকর করুক সরকার।’ বিল পাশের পর জবাব দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর ভাষায়, ‘আপনি রাজ্যপালকে বলুন যাতে উনি তাড়াতাড়ি বিলে সই করে দেন। রাজ্যপালের সইয়ের পর যাবে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর কাছে। রাষ্ট্রপতির অনুমোদন এলেই আইনে পরিণত হবে। তখন সেটা আমরা কার্যকর করি কি না, সেই দায়িত্ব আমাদের।’

মমতার কথায়, ‘ধর্ষণের মতো নিকৃষ্টতম অপরাধের সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড হওয়া উচিত। আমরা সেটাই করছি। উত্তরপ্রদেশে একাধিক ঘটনা ঘটেছে। এরপর দশের পাতায়

পুলিশ পিছু হটলেও অনড় জুনিয়ার ডাক্তাররা

নির্মল ঘোষ

কলকাতা, ৩ সেপ্টেম্বর : লৌহপ্রাচীর উঠল। মিছিল এগোল। আলোচনাও হল। প্রায় ২২ ঘণ্টা স্নায়ুযুদ্ধে জুনিয়ার ডাক্তারদের ‘নৈতিক’ জয় দাবি করা হল। কিন্তু সন্তুষ্ট হলেন না তাঁরা। দাবি মেনে ইস্তফার কোনও আভাস দেননি কলকাতার পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েল। আন্দোলনকারীদের দাবির সামনে পুলিশ পিছু হটে মিছিল এগিয়ে যেতে দিয়েছিল। জুনিয়ার ডাক্তাররাও লালবাজারের সামনের রাস্তা থেকে অবস্থান তুলে নিলেন। কিন্তু আন্দোলন প্রত্যাহার হল না।

লালবাজার থেকে বেরিয়ে জুনিয়ার ডাক্তাররা জানিয়ে দিলেন, তাঁদের কর্মবিরতি চলবে। মেডিকেল কলেজে ধর্নাও চলবে। তবে অবস্থান তুলে রাস্তা পরিষ্কার করে দিলেন নিজেরাই। পুলিশ কমিশনারের টেবিলে প্রতীকী শিরদাঁড়া রেখে তাঁর পদত্যাগের দাবির স্মারকলিপি তাঁকেই দেন জুনিয়ার ডাক্তাররা। প্রায় দেড় ঘণ্টা আলোচনা চলে। তাতে সমাধানসূত্র মেলেনি।

আন্দোলনকারীদের বয়ান অনুযায়ী নিজের কাজে তিনি সন্তুষ্ট বলে তাঁদের কাছে দাবি করেছেন পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েল। অথচ আরজি কর মেডিকেলে চিকিৎসককে ধর্ষণ-খুনে নৈতিক দায় মেনে তাঁর পদত্যাগ জুনিয়ার ডাক্তারদের অন্যতম প্রধান দাবি। ডাক্তাররা জানিয়েছেন, একমাত্র ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ তাঁকে অযোগ্য মনে করে সরিয়ে দিলে পুলিশ কমিশনার হাসিমুখে মেনে নেবেন বলে জানিয়েছেন।

রাস্তা থেকে লৌহপ্রাচীর উঠলেও পুলিশ কমিশনার নিজের সিদ্ধান্তে লৌহকঠিন অবস্থানে থাকায় জুনিয়ার ডাক্তাররা আন্দোলন থেকে না সরার সিদ্ধান্তে অনড় রইলেন। তবে নিশ্চিতভাবে ব্যারিকেড তুলে পুলিশ যেভাবে তাঁদের মিছিল এগিয়ে নিয়ে যেতে দিতে সম্মত হয়েছিল, তাকে নৈতিক জয় বলে মনে করছেন আন্দোলনকারীরা। সেজন্য ‘আমরা করব জয়’ গাইতে গাইতে লালবাজারে গিয়েছিলেন তাঁরা।

মিছিল ও জমায়েতের শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন ওই পড়ুয়া-চিকিৎসকরা। পুলিশি ব্যারিকেডে আপত্তি জানিয়ে অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে তাঁরা নিজেরা মানববন্ধন গড়ে এগিয়েছিলেন লালবাজারের দিকে। প্রায় ২২ ঘণ্টা অবস্থানে বসে থাকলেও পুলিশ অবশ্য কখনও বলপ্রয়োগের চেষ্টা করেনি। তবে ৯ ফুট উঁচু দুর্ভেদ্য লৌহপ্রাচীর গড়ে যাত্রাপথ আটকে রেখেছিল।

রাতভর খোলা আকাশের নীচে থেকে মঙ্গলবার সারাদিন কখনও রোদ, কখনও বৃষ্টিতে আন্দোলন চালিয়ে গিয়েছেন ওই ডাক্তাররা। শেষপর্যন্ত সেই স্নায়ুযুদ্ধে তাঁরা জয়ী হলেন মঙ্গলবার দুপুর তিনটে নাগাদ। তালা ও শিকলমুক্তির পর ওয়াঘা সীমান্তের গেটের ধরনে খুলে গেল অবরুদ্ধ রাস্তা। ডাক্তারদের দাবি মেনে বেন্টিঙ্ক স্ট্রিট পর্যন্ত এগোল মিছিল।

পরে আলোচনা নিষ্ফল হওয়ায় লালবাজার অভিযান তুলে নিয়ে হাসপাতালে কর্মবিরতির সিদ্ধান্তে অটল থাকলেও জুনিয়ার ডাক্তাররা ‘অভয়া ক্লিনিকে’ চিকিৎসা করে যাবেন বলে জানিয়েছেন। সোমবার কলেজ স্কোয়ার থেকে লালবাজারের পথে মিছিল করেছিল ‘ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়ার ডক্টর্স ফ্রন্ট’। লালবাজারের ৫০০ মিটার আগে ফিয়ার্স লেনে আটকে দেওয়া হয় তাঁদের।

কলকাতার পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েলের হাতে দাবিপত্র তুলে দিচ্ছেন আন্দোলনকারীরা। কমিশনারের টেবিলে রাখা রয়েছে প্রতিবাদ স্মারক ‘শিরদাঁড়া’। মঙ্গলবার লালবাজারে।

বিফল আলোচনা

- ব্যারিকেড সরিয়ে ডাক্তারদের মিছিলকে এগিয়ে যেতে দিল পুলিশ
- পুলিশ কমিশনারের সঙ্গে দেড়ঘণ্টা বৈঠক
- কমিশনার পদত্যাগে রাজি না হওয়ায় ডাক্তাররা আন্দোলন জারি রাখলেন
- লালবাজারের সামনে থেকে অবস্থান উঠল

সাসপেন্ড করল স্বাস্থ্য দপ্তর

সন্দীপকে সপাটে চড়

রিমি শীল

কলকাতা, ৩ সেপ্টেম্বর : তাঁর বিরুদ্ধে বাংলাজুড়ে জনরোষ কোন মাত্রায় পৌঁছেছে, তা স্পষ্ট হল পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর নিরাপত্তার ঘেরাটোপের মধ্যে সন্দীপ ঘোষকে নিগ্রহে। আলিপুরের বিশেষ আদালত চত্বরে আরজি কর মেডিকেল কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষকে উত্তেজিত ‘জনতার আদালতে’ টেনে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা হল। ভিড়ের মধ্যে তাঁর গালে সপাটে চড় পড়ে। নিরাপত্তার ঘেরাটোপের মধ্যে কার্যত তাঁর ওপর চড়াও জনতা।

জনরোষের বহিঃপ্রকাশ দেখা যায় মঙ্গলবার নিজাম প্যালেসের সিবিআই দপ্তর থেকে সন্দীপকে আদালতে নিয়ে যাওয়ার সময়। যে গাড়িতে আরজি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষকে তোলা হয়েছিল, সেই গাড়ি ঘিরে ধরে ‘চোর চোর’ স্লোগান ওঠে। দুই জায়গাতেই কেন্দ্রীয় বাহিনী তৎপরতার সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের সরিয়ে সন্দীপকে নিরাপদে নিয়ে যায়।

তাঁকে ও ধৃত আরও তিনজনকে বিশেষ আদালতের বিচারক সুজিতকুমার ঝা আটদিনের জন্য সিবিআই হেপাজতে পাঠিয়েছেন। এই নির্দেশের কিছুক্ষণের মধ্যে এই সরকারি চিকিৎসককে সাসপেন্ড ঘোষণা করে স্বাস্থ্য দপ্তর। তাঁকে সরানো হয় মেডিকেল কাউন্সিলের এথিক্স কমিটি থেকেও।

সন্দীপের সঙ্গে সিবিআই হেপাজতে গেলেন তাঁর প্রাক্তন দেহরক্ষী আফসার আলি খান এবং আরজি কর মেডিকেলে বিভিন্ন সরঞ্জাম সরবরাহের সঙ্গে যুক্ত বিপ্লব সিংহ ও সুমন হাজরা। সোমবার রাতে তাঁদের গ্রেপ্তার করেছিল সিবিআইয়ের দুর্নীতি দমন শাখা। আদালতে সিবিআইয়ের আইনজীবী বলেন, যে তথ্যপ্রমাণ রয়েছে, তা যাচাই করতে দীর্ঘ জেরার প্রয়োজন। হেপাজতে নিয়ে জেরা করলে মূল অপরাধের সূত্র পাওয়া যেতে পারে। সন্দীপ ও বাকিরা বৃহত্তর ষড়যন্ত্রের অংশীদার। তাঁদের জেরায় আরও অনেকের নাম উঠে আসতে পারে।

সন্দীপের আইনজীবী তাঁর মক্কেল তদন্তে সহযোগিতা করছেন বলে যুক্তি দেন। বাকিদের আইনজীবীরা একই বক্তব্য রাখেন। তবে সন্দীপের আইনজীবী জামিনের আবেদন করেননি। বাকিরা আবেদন করেছিলেন। বিচারকের প্রশ্ন ছিল, সন্দীপের প্রাক্তন দেহরক্ষী আফসার আলিকে কীভাবে নিয়োগ করা হয়েছিল? অভিযুক্তের আইনজীবী জবাব দেন, স্বাস্থ্য দপ্তর নিয়োগ করেছিল।

উত্তরবঙ্গ লবির রিং মাস্টার রণজিৎ

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

শিলিগুড়ি, ৩ সেপ্টেম্বর : কথায় আছে, জল সরলেই কাদার খোঁজ মেলে। চিকিৎসকদের উত্তরবঙ্গ লবির পর্দা যতই সরছে ততই সামনে আসছে চমকে দেওয়ার মতো একের পর এক নাম। সুশান্ত রায়ের ‘অনুগামী’ হিসাবে উত্তরবঙ্গ লবির অন্যতম রিং মাস্টার হিসাবে এবার সামনে এল দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালের সুপার রণজিৎ মণ্ডলের প্রতিপত্তির কাহিনী।

২০১১ সালের ঘটনা। নার্সিং হস্টেলে কুকীর্তির জেরে আসানসোল মহকুমা হাসপাতাল থেকে প্রায় সাড়ে ছ’শো কিলোমিটার দূরে দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে শাস্তিমূলক বদলি হয়েছিল রণজিতের। কিন্তু উত্তরবঙ্গ লবির দৌলতে সেই শাস্তি তাঁর জীবনে কার্যত আশীর্বাদ হয়ে ওঠে। স্বাস্থ্য ভবনে রণজিতের খুঁটি এতটাই পোক্ত হয় যে, গত ১৩ বছর ধরে দিনহাটা হাসপাতালের সুপার পদে কোনও বদল হয়নি। উত্তরবঙ্গ লবির প্রভাবশালী মাথা হিসাবে ছড়ি ঘোরানোর সুযোগ হাতছাড়া হতে পারে সেই আশঙ্কায় পদোন্নতির সুযোগ পেয়েও দিনহাটা ছাড়েননি রণজিৎ।

দিনহাটায় কি তাহলে তিনি কোনও মধুর ভাণ্ডারের হদিস পেয়েছেন? প্রশ্ন তুলেছে বিজেপি। দলের বিধানসভার চিফ হুইপ শংকর ঘোষের কথা, ‘দিনহাটা হাসপাতালের সুপার আদতে সুশান্ত রায়দের দোসর। এঁদের প্রত্যেকের বিরুদ্ধে তদন্ত হওয়া দরকার। ১৩ বছর ধরে একজন কীভাবে একই পদে থাকে তার তদন্ত করে রিপোর্ট জনসমক্ষে আনা দরকার।’ শাসকদলের নেতারা অবশ্য ‘প্রশাসনিক বিষয়’ বলে ব্যাপারটি এড়িয়ে গিয়েছেন। তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা নানা অভিযোগ নিয়ে রণজিৎ কোনও সাফাই দিতে চাননি। তাঁর কথা, ‘যাঁরা নানা কথা বলছেন তাঁরাই সবটা বলুন। সরকারি আইন মেনে যা করার করেছি।’

স্বাস্থ্য দপ্তরের নানা কেচ্ছা বাইরে আসতেই রণজিৎকে নিয়ে কলকাতা থেকে কোচবিহার সর্বত্রই চিকিৎসক মহলে আলোচনা শুরু হয়েছে। এরপর দশের পাতায়

জলপাইগুড়িতে বাড়ির চেম্বারে ডাঃ সুশান্ত রায়। মঙ্গলবার।

ষড়যন্ত্রের তত্ত্ব খাড়া করছেন বিতর্কিত সুশান্ত

সৌরভ দেব

জলপাইগুড়ি, ৩ সেপ্টেম্বর : তাঁর বাড়ি ঘেরাওয়ের পরিকল্পনা হয়েছে। তিনি জলপাইগুড়িতে নেই বলেও খবর রটেছে। তার জবাব দিতে ষড়যন্ত্রের তত্ত্ব খাড়া করছেন তথাকথিত ‘উত্তরবঙ্গ লবি’র অন্যতম মাথা ডাঃ সুশান্ত রায়। তাঁর বক্তব্য, ‘ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন (আইএমএ)-এর বেঙ্গল শাখার নির্বাচনে আমাদের অংশগ্রহণ করতে হয়তো দেওয়া হবে না। তারজন্যই হয়তো ষড়যন্ত্র চলছে।’

সুশান্তর দাবি, পুজোর আগেই আইএমএ’র বেঙ্গল শাখার নির্বাচন হতে চলেছে। কিন্তু আইএমএ জলপাইগুড়ি শাখার সম্পাদক হিসেবে তাঁকে কিছুই জানানো হয়নি। তিনি মনে করেন, বর্তমানে রাজ্যের যে পরিস্থিতি তাতে এই মুহূর্তে নির্বাচন করা ঠিক নয়।’

আরজি কর কাণ্ডে তোলপাড় সারা দেশ। ইতিমধ্যে দুর্নীতির মামলায় গ্রেপ্তার হয়েছেন আরজি কর মেডিকেল কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ডাঃ সন্দীপ ঘোষ। সন্দীপের পাশাপাশি আরও একটি নাম লোকমুখে ঘুরছে। সেটা হল জলপাইগুড়ি আইএমএ সম্পাদক ডাঃ সুশান্ত রায়ের। তরুণী চিকিৎসক খুন হওয়ার পর তিনি কেন ঘটনাস্থলে গিয়েছিলেন, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। সুশান্তর সাফাই, আইএমএ নির্বাচনের আগে তাঁর ভাবমূর্তি নষ্ট করতেই তাঁকে জড়ানো হচ্ছে।

মঙ্গলবার সকালে সুশান্তর জলপাইগুড়ি বাড়িতে গিয়ে দেখা গেল, রোগী দেখা শেষ করে চেম্বারেই রয়েছেন তিনি। সুশান্ত বলেন, ‘ডাক্তারদের নিয়ে এই মুহূর্তে রাজ্যে ডামাডোল পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে এখন আইএমএ’র নির্বাচন ঘোষণা করা কোনও অবস্থাতেই উচিত নয়। ডাক্তারদের সংগঠনের নির্বাচনে দুই বছরের জন্য সম্পাদক হিসেবে একজন দায়িত্ব পান। সেই জায়গায় এখন আমরা বা আমাদের সঙ্গে থাকা চিকিৎসকরা রয়েছেন। বর্তমানে যাঁরা আইএমএ-তে আমাদের বিরোধী গোষ্ঠী রয়েছেন, তাঁরা বুঝতে পেরেছেন আমরা যদি নির্বাচনে জয়ী হয়ে আসি তাহলে আইএমএ দখল করা যাবে না।

> ডাক্তারদের নিয়ে এই মুহূর্তে রাজ্যে ডামাডোল পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে এখন আইএমএ’র নির্বাচন ঘোষণা করা কোনও অবস্থাতেই উচিত নয়।
>
> **ডাঃ সুশান্ত রায়**

তাঁরা ভয় পেয়েছেন। তাই আমাদের ভাবমূর্তি নষ্ট করা, ভয় দেখানো, এভাবে আমাদের ব্যতিব্যস্ত করে রাখতেই ভুল প্রচার করা হচ্ছে।’

সুশান্ত বলেন, ‘নির্বাচন প্রক্রিয়া শুরু হলেও আমাকে এখনও পর্যন্ত কিছুই জানানো হয়নি। আমি কলকাতার একটা জায়গা থেকে নির্বাচনের বিষয়ে জানতে পেরেছি। আমি উত্তরবঙ্গে কিছু শাখাকে জিজ্ঞাসা করেছি তাদেরও নির্বাচনের বিষয়ে কিছুই জানানো হয়নি।’

এরপর দশের পাতায়

ঘরে তরুণীর দেহ, নদীতে ঝাঁপ দিতে গেলেন পিসি

অভিরূপ দে

ময়নাগুড়ি, ৩ সেপ্টেম্বর : এক তরুণীর রহস্যমৃত্যুকে কেন্দ্র করে ময়নাগুড়ি ব্লকের খাগড়াবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের টেকাটুলি ঘোষপাড়া এলাকায় রহস্য দানা বেঁধেছে। মঙ্গলবার বাড়ির একটি ঘরে মেঝেতে পায়ে গামছা বাঁধা অবস্থায় অঙ্কিতা ঘোষ (২৫) নামে ওই তরুণীর মৃতদেহ উদ্ধার হয়। ওই তরুণীর মৃতদেহ উদ্ধারের কিছু সময় পর তাঁর পিসি সাধনা ঘোষ বোসকে উদ্ধার করা হয়। নিজের হাত কেটে তিনি তিস্তা সেতু সংলগ্ন এলাকায় তিস্তায় ঝাঁপ দিতে গিয়েছিলেন বলে অভিযোগ। স্বপন কবিরাজ নামে এক তরুণ তাঁকে আটকান। মৃতের আত্মীয় ও প্রতিবেশীদের দাবি, ওই তরুণীকে খুন করা হয়েছে। মৃতের জ্যাঠতুতো দাদা পরিতোষ ঘোষ সন্ধ্যায় ময়নাগুড়ি থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। ময়নাগুড়ি থানার আইসি সুবল ঘোষের নেতৃত্বে পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। জলপাইগুড়ির পুলিশ সুপার খান্ডবাহালে উমেশ গণপত বলেন, ‘ওই তরুণী মানসিকভাবে অসুস্থ ছিলেন। মনোরোগ বিশেষজ্ঞের অধীনে তিনি চিকিৎসাধীন ছিলেন। পুলিশ ঘটনার তদন্ত করছে।’

১৪ বছর আগে অঙ্কিতার মা মারা যান। অঙ্কিতার বাবা পেশায় অবসরপ্রাপ্ত হোমগার্ড কর্মী অরবিন্দ ঘোষ আরেকজনকে বিয়ে করেন। ময়নাগুড়ি শহরের দেবীনগরপাড়া এলাকায় এক ভাড়াবাড়িতে পিসেমশাই সুনীল বোস ও পেশায় এমএসকে শিক্ষিকা পিসি সাধনা ঘোষ বোস অঙ্কিতাকে নিজেদের কাছে রেখে বড় করে তোলেন। দিনদশেক আগে পিসির সঙ্গে অঙ্কিতা টেকাটুলি এলাকায় নিজের বাড়িতে এসেছিলেন। সোমবার রাতে অঙ্কিতা পিসির সঙ্গে এক ঘরে ঘুমিয়েছিলেন। অঙ্কিতার সৎমা মণিকা সরকার ঘোষ বলেন, ‘ঘুম থেকে উঠে দেখতে পাই সাধনা ঘর থেকে বেরিয়ে গেট বাইরে থেকে ছিটকিনি লাগিয়ে রাস্তায় চলে যান। এরপর ঘরে গিয়ে অঙ্কিতার মৃতদেহ দেখতে পেয়ে বাড়ির অন্যদিকের গেট দিয়ে বাইরে বেরিয়ে সবাইকে জানাই।’

খবর ছড়াতেই এলাকায় ভিড় জমে যায়। পুলিশ এসে মৃতদেহটি উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠায়।

এরপর দশের পাতায়

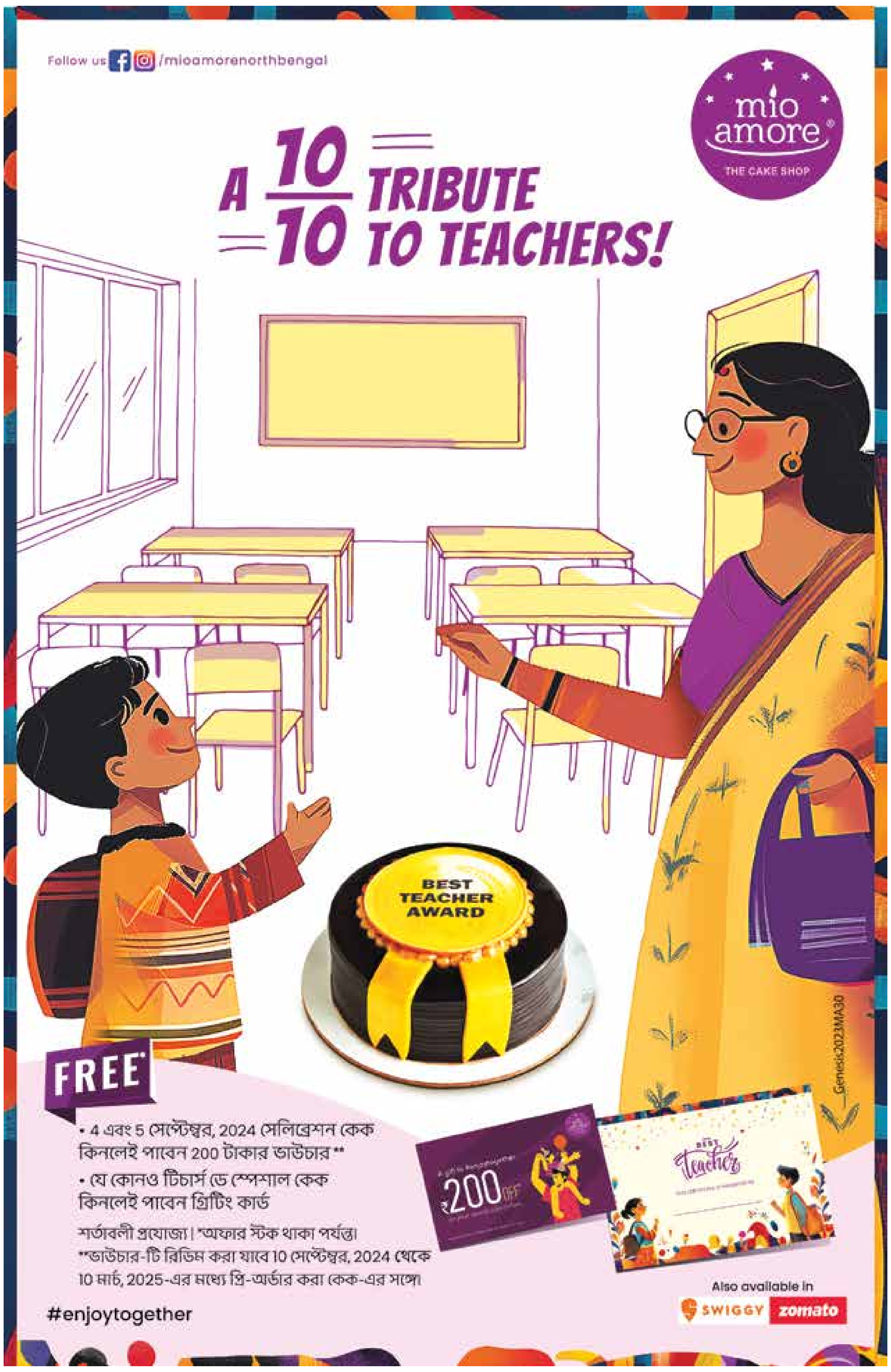

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ
বিজ্ঞাপন গ্রহণকেন্দ্র
আপনি কি প্রতি মাসে ন্যূনতমপক্ষে ১০০০০ টাকা উপার্জন করতে চান?
আপনার কি নিজস্ব দোকানঘর/অফিসরুম আছে? আপনি কি উত্তরবঙ্গের সর্বাধিক প্রচারিত দৈনিক উত্তরবঙ্গ সংবাদ পরিবারের একজন সদস্য হতে চান? তাহলে আর দেরি কেন?
আজই আপনার শিক্ষাগত যোগ্যতা, বয়স এবং ঠিকানা উল্লেখ করে আবেদন করুন ই-মেল অথবা হোয়াটসঅ্যাপে
jobs.uttarbanga@gmail.com
হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর ৯০৬৪৮-৪৯০৯৬
আবেদন করার শেষ তারিখ : ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৪

অডিও ভিজুয়াল মাধ্যমে কর্মীদের ট্রেনিং। সোমবার আলিপুরদুয়ারে।

রেলকর্মীদের প্রশিক্ষণ উত্তরে

কোচবিহার, ৩ সেপ্টেম্বর : ঘনঘন রেল দুর্ঘটনায় কর্তৃপক্ষের পরিচালনা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। এই পরিস্থিতিতে রেলকর্মীদের আধুনিক প্রশিক্ষণে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল কর্তৃপক্ষ জোর দিয়েছে। সম্প্রতি রেলকর্মীদের ভার্চুয়াল ও মিক্সড রিয়েলিটির প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। যার মাধ্যমে তাঁরা ট্রেনের ইঞ্জিন ও কোচের বিষয়ে খুঁটিনাটি তথ্য জানতে পেরেছেন। পাশাপাশি, জরুরি পরিস্থিতির মোকাবিলা, সুরক্ষা ব্যবস্থা মজবুতের কৌশল, সবই শেখানো হয়েছে। গোটাটাই অডিও ভিজুয়াল ব্যবস্থার মাধ্যমে শেখানো হয়েছে।

২০২৩ সালের অগাস্ট মাসে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের আলিপুরদুয়ারে মাল্টি-ডিসিপ্লিনারি জোনাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে রেলকর্মীদের প্রশিক্ষণ শুরু হয়েছিল। এই পর্যন্ত ২ হাজার ২০ জন রেলকর্মী প্রশিক্ষিত হয়েছেন। তার মধ্যে ৫১৬ জন স্টেশন ম্যানেজার, ৩৭২ জন ট্রেন ম্যানেজার, ৫৫৫ জন ট্রেনচালক, ৫৫০ জন সহকারী ট্রেনচালক, ২৭ জন ইঞ্জিনিয়ার সহ অন্য রেলকর্মী রয়েছেন। প্রশিক্ষণে সুবিধার জন্য কোচিং সেন্টারে বসে আধুনিক ব্যবস্থার মাধ্যমে কর্মীদের হাতে জয়স্টিক রেখে এবং হেডসেটের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জল কিশোর শর্মা বলেন, 'সুরক্ষা ব্যবস্থায় রেলকর্মীদের দক্ষতা বেড়েছে। কীভাবে সময় মেনে সমস্ত কাজ পরিচালনা করতে হয় তা শেখানো হয়েছে। ট্রেন পরিচালনার ক্ষেত্রে এই প্রশিক্ষণ বিশেষ কাজে লাগবে।'

অ্যান্ড্রিউ ইউলের বাগানে হস্তক্ষেপ দাবি

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ৩ সেপ্টেম্বর : কেন্দ্রীয় ভারী শিল্পমন্ত্রকের আওতাভুক্ত অ্যান্ড্রিউ ইউল চা বাগানগুলির আর্থিক পরিস্থিতি খুবই সঙ্গিন। এ ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে অসমের মুখ্যসচিব ডঃ রবি কোটা ওই মন্ত্রকের সচিব কামরান রিজভিকে চিঠি দিয়েছেন। প্রতিবেশী রাজ্যে সংস্থাটির মোট ১০টি বাগান রয়েছে। আর উত্তরবঙ্গের ডুয়ার্স ও পাহাড় মিলিয়ে সংস্থার আরও পাঁচটি বাগান রয়েছে। এর মধ্যে শুধু বানারহাট ব্লকেই রয়েছে কারবালা, নিউ ডুয়ার্স, বানারহাট ও চুনাভাটি চা বাগান। আর পাহাড়ের একমাত্র বাগানটির নাম মিম। বর্তমানে বাগানগুলির শ্রমিকরা নিয়মিত মজুরি পেলেও তাঁদের পুরোনো পাওনাগন্ডা এখনও বকেয়া বলে শ্রমিকদের দাবি। এমন পরিস্থিতিতে উত্তরবঙ্গের বাগানগুলিকে নিয়েও রাজ্য ও কেন্দ্রের হস্তক্ষেপের দাবি জোরালো হয়েছে।

গত ৫ অগাস্ট কলকাতার নিজাম প্যালেসে ডেপুটি চিফ লেবার কমিশনার (সেন্ট্রাল)-এর দপ্তরে অ্যান্ড্রিউ ইউলের ডুয়ার্সের বাগানগুলিকে নিয়ে ত্রিপাক্ষিক বৈঠক বসেছিল। সেখানে সংস্থা জানিয়েছিল বকেয়া মেটাতে তহবিল জোগাড়ের চেষ্টা চলছে। সেটা মিললেই বকেয়া মজুরি, পিএফ, গ্র্যাচুইটি মিটিয়ে দেওয়া হবে।

এ প্রসঙ্গে তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটির সহ সভাপতি ও বানারহাটের শ্রমিক নেতা তবারক আলি বলেন, 'বাগানগুলিতে খোঁজখবর নিয়ে দেখেছি, চালু কাজের নিয়মিত মজুরি মিলছে। কিন্তু এখনও কোনও বকেয়া মেটানো হয়নি। বিষয়টি নিয়ে পরিচালকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। তাঁরা জানিয়েছেন, সামনেই পুজোর বোনাস রয়েছে। এরপর এব্যাপারে পদক্ষেপ করা হবে।' তবারকের আশা, আগামী নভেম্বরের মধ্যে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে এ ব্যাপারে ইতিবাচক খবর মিলতে পারে। তাঁর হুঁশিয়ারি, 'নতুবা ফের আন্দোলনে নামা হবে।'

ন্যাশনাল ইউনিয়ন অফ প্ল্যান্টেশন ওয়ার্কার্সের সাধারণ সম্পাদক মণিকুমার দার্নালের কথায়, 'ডুয়ার্সের চারটি বাগান মিলিয়ে বকেয়া টাকার পরিমাণ ১৪ কোটি। তহবিল জোগাড়ের চেষ্টা চলছে বলে কর্তৃপক্ষ দায় এড়াতে পারে না। অসম সরকার যদি কেন্দ্রকে চিঠি দিতে পারে তবে পশ্চিমবঙ্গ কেন নয়? শুধু ট্রেড ইউনিয়নগুলির ওপর ভরসা করে সরকারি বাগানের সমস্যা মেটানো সম্ভব নয়। প্রয়োজন কেন্দ্র-রাজ্যের সরাসরি আলোচনার।'

ডঃ রবি কোটা ওই চিঠিতে ২০২৩-'২৪ আর্থিক বর্ষে অ্যান্ড্রিউ ইউলের অসমের বাগানগুলির ৯৯.৭২ কোটি টাকা ক্ষতির কথা উল্লেখ করেন। অনিয়মিত মজুরি ও অন্যান্য বিধিবদ্ধ পাওনাগন্ডা বকেয়ার জেরে শ্রমিক অসন্তোষ তৈরি হয়েছে। অ্যান্ড্রিউ ইউলে যদি বাগানগুলি ঠিকমতো চালাতে না পারে তবে ভালো কোম্পানির কাছে বিক্রির পক্ষে সওয়াল করেন অসম টি এমপ্লয়িজ প্রভিডেন্ড ফান্ড অর্গানাইজেশন (টিইপিএফও)-এর ভাইস চেয়ারম্যান তেরাশ গোয়ালা।

আশায় বাঁচে

- ডুয়ার্স ও পাহাড় মিলিয়ে অ্যান্ড্রিউ ইউলের হাতে রয়েছে পাঁচটি চা বাগান
- প্রতিবেশী রাজ্য অসমে ওই সংস্থাটির দখলে রয়েছে ১০টি চা বাগান
- এখন নিয়মিত মজুরি মিললেও বকেয়া পাওনাগন্ডা আজও মেটানো হয়নি
- নভেম্বরের মধ্যে ইতিবাচক খবর মেলার সম্ভাবনা

আকাশের সাতটি নতুন সেন্টার

নিউজ ব্যুরো

৩ সেপ্টেম্বর : আকাশ এডুকেশনাল সার্ভিসেস লিমিটেড (এইএসএল) এবার সাতটি নতুন লার্নিং সেন্টার খুলতে চলেছে পশ্চিমবঙ্গে। কলকাতার ডানলপে একটি এবং বেহালায় আরেকটি খোলা হবে। বাকি পাঁচটি থাকবে আসানসোল, বর্ধমান, বহরমপুর, মালদা এবং কোচবিহারে। প্রত্যেকটি সেন্টার ডিসেম্বরের মধ্যে চালু হতে পারে। আকাশের সিইও দীপক মেহরোত্রা বলেন, 'ছোট শহরগুলিতেও এই সেন্টারগুলি চালু হবে। আমাদের বিশ্বাস, নিট এবং জেইই-তে সাফল্য অর্জন করবে পড়ুয়ারা।' একই বক্তব্য, আশাবাদী চিফ স্ট্র্যাটেজি অফিসার অনুপ আগরওয়াল এবং চিফ অ্যাকাডেমিক অ্যান্ড বিজনেস হেড ধীরাজ মিশ্র।

e-TENDER NOTICE
Executive Officer, Sitalkuchi has invited online e-Tender e NIT No - SLK/03/2024-25 dated 03.09.2024 details are available at Office Notice Board.
Block Development Officer, Sitalkuchi Dev. Block

NOTICE INVITING QUOTATION
NIQ No. Tufanganj/03/2024-25 (2nd Call), Memo No. 844 Date-02/09/2024 Tender ID : 2024_MAD_742840_1, Description of the work :- Fitting and Fixing of 1000 ltr. Stainless steel water tank. Start Date of droping tender - At 18.00. on 02.09.2024. Last Date of droping tender - At 18.00 on 13.09.2024. Tender opening date 16/09/2024. Details will be available at office Notice Board & web portal **www.wbtenders.gov.in**
Sd/- Chairman, Tufanganj Municipality P.O. Tufanganj, Dist. Cooch Behar

B.Ed. Admission Notification
Online application Forms will be available from the College Website : **www.actrainingcollege.org/online_admission** on and from **06/09/2024** to **20/09/2024** for 2 years B.Ed. Course (Session 2024 to 2026). The filled in Application Forms must be submitted online along with mark sheets, admit card (for age proof) and other relevant documents.
Note : For details of Online Admission Procedure please visit our website : **www.actrainingcollege.org/online_admission**
Teacher-In-Charge
A. C. Training College
Jalpaiguri

হোমি ভাভা কেন্দ্র বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য
টাটা ইনস্টিটিউট অফ ফান্ডামেন্টাল রিসার্চ
জাতীয় অলিম্পিয়াড কার্যক্রম ২০২৪-২০২৫
জ্যোতির্বিদ্যা, জীববিদ্যা, রসায়ন জ্ঞান, পদার্থ বিজ্ঞান, নবীন বিজ্ঞানের উপর
সমস্ত ছাত্র-ছাত্রী যারা এই কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক তাদের এর অনুরূপ ভারতীয় পদার্থ বিজ্ঞান শিক্ষক সমিতির (আইএপিটি) তত্ত্বাবধানে জাতীয় মানদণ্ডের পরীক্ষা (এনএসইএস) (বিজ্ঞানের বিষয়ের জন্য) যেটি ২০২৪ সালের ২৩শে এবং ২৪শে নভেম্বর অনুষ্ঠিত হবে সেই পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে হবে।
এনএসই-তে যোগ্য হওয়া এর অনুরূপ আন্তর্জাতিক অলিম্পিয়াড ২০২৫ পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করার প্রথম ধাপ হিসাবে গণ্য করা হবে।
নথিভুক্ত করার জন্য ঃ
এনএসইএস ঃ https://www.iapt.org.in (অগাস্ট ২১ - সেপ্টেম্বর ১৪, ২০২৪)
বিশদ বিবরণের জন্য ঃ https://olympiads.hbcse.tifr.res.in
https://www.iapt.org.in
cbc 48143/12/0006/2425

মালদা টাউন-সেকেন্দ্রাবাদ-মালদা টাউন স্পেশাল ট্রেন
আসন্ন পুজো, দিপাবলী, ছট উপলক্ষে যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় সামাল দিতে ০৩৪৩০/০৩৪২৯ মালদা টাউন-সেকেন্দ্রাবাদ-মালদা টাউন স্পেশাল ট্রেন নিম্নলিখিত সংক্ষিপ্ত সময়সূচি, স্টপেজ, চলাচলের তারিখ ও গঠন অনুযায়ী চলবে ঃ

মালদা টাউন-সেকেন্দ্রাবাদ			(০৩৪৩০) (০৩৪২৯)	সেকেন্দ্রাবাদ-মালদা টাউন		
দিন	পৌঁছাবে	ছাড়বে	স্টেশন	পৌঁছাবে	ছাড়বে	দিন
মঙ্গল	–	১৮.১০	↓ মালদা টাউন	০১.১০	–	শনি
	১৯.৫৭	২০.০২	রামপুরহাট	২২.৪০	২২.৪৫	শুক্র
	২২.৩৮	২২.৪৩	ডানকুনি	২০.০১	২০.০৬	
বুধ	০১.১০	০১.২০	খড়গপুর	১৭.২৫	১৭.৩৫	
	০৬.২০	০৬.২৫	ভুবনেশ্বর	১১.২০	১১.২৫	
বৃহস্পতি	০৪.০০	–	সেকেন্দ্রাবাদ ↑	–	১৬.৩৫	বৃহস্পতি

এই স্পেশাল ট্রেনটি যাত্রাপথে উভয় অভিমুখে নিউ ফরাক্কা, বোলপুর শান্তিনিকেতন, বর্ধমান, আন্দুল, বালেশ্বর, ভদ্রক, কটক, খুরদা রোড, ব্রহ্মপুর, শ্রীকাকুলাম রোড, বিজয়নগরম জংশন, কোত্তভলসা, পেন্দুর্তি, দুভভাডা, সামালকোট, রাজমন্ড্রি, বিজয়ওয়াড়া জংশন ও গুন্টুর স্টেশনেও থামবে। চলাচলের তারিখঃ ০৩৪৩০ মালদা টাউন থেকে ০১/১০, ০৮/১০, ১৫/১০, ২২/১০, ২৯/১০, ০৫/১১, ১২/১১, ১৯/১১ ও ২৬/১১/২০২৪ তারিখ (মঙ্গলবার) = ০৯ ট্রিপ এবং ০৩৪২৯ সেকেন্দ্রাবাদ থেকে ০৩/১০, ১০/১০, ১৭/১০, ২৪/১০, ৩১/১০, ০৭/১১, ১৪/১১, ২১/১১ ও ২৮/১১/২০২৪ তারিখ (বৃহস্পতিবার) = ০৯ ট্রিপ। গঠন ঃ এসি ২-টিয়ার– ১, এসি ৩-টিয়ার– ১, স্লিপার শ্রেণি–০৯, দ্বিতীয় শ্রেণী (জিএস)–০৭ এবং এসএলআরডি–২ = ২০ কোচ। শ্রেণীঃ মেল/এক্সপ্রেস (সুপারফাস্ট)।
চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার
পূর্ব রেলওয়ে
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

মালদা টাউন-পুনে-মালদা টাউন স্পেশাল ট্রেন
আসন্ন পুজো, দীপাবলী, ছট উপলক্ষে যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় সামাল দিতে, ০৩৪২৫/০৩৪২৬ মালদা টাউন–পুনে–মালদা টাউন স্পেশাল ট্রেন নিম্নলিখিত সংক্ষিপ্ত সময়সূচী, স্টপেজ, চলাচলের দিন এবং গঠন অনুযায়ী চলবে ঃ–

মালদা টাউন–পুনে			(০৩৪২৫) (০৩৪২৬)	পুনে–মালদা টাউন		
চলার দিন	পৌঁছবে	ছাড়বে	স্টেশন	পৌঁছবে	ছাড়বে	চলার দিন
শুক্রবার	—	১৭.৩০	↓ মালদা টাউন	১৬.৩০	—	মঙ্গলবার
	২২.৩০	২২.৪০	ভাগলপুর জংশন	১২.৩৫	১২.৪৫	
শনিবার	০০.১৫	০০.২০	জামালপুর জংশন	১১.১৫	১১.২০	
	১৬.১০	১৬.২০	জবলপুর জংশন	১৬.৩০	১৬.৪০	সোমবার
রবিবার	১১.৩৫	—	পুনে জংশন ↑	—	২২.০০	রবিবার

উপরোক্ত স্পেশাল ট্রেনটি যাত্রাপথে উভয় অভিমুখে নিউ ফরাক্কা জংশন, বারহারওয়া জংশন, সাহেবগঞ্জ জংশন, কাহালগাঁও, সুলতানগঞ্জ, অভয়পুর, কিউল জংশন, মোকামা, বখতিয়ারপুর জংশন, পাটনা জংশন, দানাপুর, আরা, বক্সার, পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় জংশন, প্রয়াগরাজ ছেওকি, মানিকপুর জংশন, সাতনা, কাটনি, পিপারিয়া, ইটারসি জংশন, খাণ্ডোয়া জংশন, ভুসাবল জংশন, জলগাঁও জংশন, মনমাড জংশন এবং দৌন্ড কর্ড লাইন স্টেশনেও থামবে। চলাচলের দিন ঃ ০৩৪২৫ মালদা টাউন থেকে – ০৪/১০, ১১/১০, ১৮/১০, ২৫/১০, ০১/১১, ০৮/১১, ১৫/১১, ২২/১১ এবং ২৯.১১.২০২৪ তারিখ (শুক্রবার) = ০৯টি ট্রিপ এবং ০৩৪২৬ পুনে থেকে – ০৬/১০, ১৩/১০, ২০/১০, ২৭/১০, ০৩/১১, ১০/১১, ১৭/১১, ২৪/১১ এবং ০১.১২.২০২৪ তারিখ (রবিবার) = ০৯টি ট্রিপ। গঠন ঃ এসি ৩-টিয়ার – ০২, স্লিপার ক্লাস – ০৮, সাধারণ ২য় শ্রেণী (জিএস) – ০৭ এবং এসএলআরডি – ০২ = ১৯টি কোচ। ক্যাটেগরি ঃ মেল/এক্সপ্রেস। চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার
পূর্ব রেলওয়ে
অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

Abridge Copy of e-Tender being invited by the Executive Engineer, WBSRDA, Alipurduar Division vide eNIT No.- 02/APD/WBSRDA/MPLADS/2024-25, 03/APD/WBSRDA/POSTDLPMAINTENANCE/2024-25 & 04/APD/WBSRDA/DPTRC/2024-25. Details may be seen in the state govt. portal https://wbtenders.gov.in, www.wbprd.nic.in & office notice board.
Sd/-
EXECUTIVE ENGINEER / WBSRDA / ALIPURDUAR DIVISION

পূর্ব রেলওয়ে
ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি
[illegible]
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

রাঙাপাড়া নর্থ ও প্রয়াগরাজ জং. এবং হাওড়া ও নিউ জলপাইগুড়ির মধ্যে সাপ্তাহিক উৎসব স্পেশাল ট্রেন
পুজো/দীপাবলী/ছট উৎসব-২০২৪-এর সময় অতিরিক্ত ভিড় সামলানোর বিবরণ অনুযায়ী নিম্নলিখিত সাপ্তাহিক উৎসব স্পেশাল ট্রেনগুলি চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
ট্রেন নং.- 05831 রাঙাপাড়া নর্থ থেকে ২৯-০৯-২০২৪ থেকে ০১-১২-২০২৪ পর্যন্ত = ১০টি ট্রিপ (রবিবার)
ট্রেন নং.- 05832 প্রয়াগরাজ জং. থেকে ৩০-০৯-২০২৪ থেকে ০২-১২-২০২৪ পর্যন্ত = ১০টি ট্রিপ (সোমবার)

দিন	পৌঁছাবে	ছাড়বে	স্টেশন	পৌঁছাবে	ছাড়বে	দিন
রবি	–	০৯.০০	রাঙাপাড়া নর্থ	২২.৫০	–	মঙ্গল
	১০.৫৫	১১.২০	রঙিয়া জং.	১৯.৫৫	২০.২০	
	১৩.৪০	১৩.৫০	নিউ বঙাইগাঁও	১৭.০৫	১৭.১৫	
	১৫.৫৫	১৬.০০	নিউ কোচবিহার	১৪.৫৫	১৫.০০	
	১৮.১৫	১৮.২৫	নিউ জলপাইগুড়ি	১২.১০	১২.২০	
	২১.৪৫	২২.০০	কাটিহার	০৮.২০	০৮.৩০	
সোম	০১.১৫	০১.২৫	বারাউনী জং.	০৪.১০	০৪.২০	
	০৪.১০	০৪.২০	হাজীপুর	০১.৪০	০১.৫০	
	০৯.০৫	০৯.১৫	পণ্ডিত দীন দ. উ. জং	২১.৪০	২১.৫০	সোম
	১৩.৪০	—	প্রয়াগরাজ জং.	—	১৭.৪০	

অন্যান্য বাণিজ্যিক স্টপেজ: নিউ মিসামারি, উদালগুড়ি, রঙ্গাপাড়া রোড, কোকরাঝাড়, ফকিরাগ্রাম, আলিপুরদুয়ার, কিষানগঞ্জ, বারসোই, নওগাছিয়া, মানসি জং., খাগাড়িয়া জং., বেগুসরাই, হাজিপুর জং., সোনপুর, দানাপুর, আরা, বক্সার ও মির্জাপুর।
গঠনঃ এসি-৩টিয়ার (দুই), শয়ন শ্রেণি (ছয়), সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণি (ছয়) এবং জিএসএলআরডি/এসএলআরডি (দুই) = ২১টি কামরা।

ট্রেন নং.- 03027 হাওড়া থেকে ০৯-১০-২০২৪ থেকে ০৬-১১-২০২৪ পর্যন্ত = ০৫টি ট্রিপ (বুধবার)
ট্রেন নং.- 03028 নিউ জলপাইগুড়ি থেকে ১০-১০-২০২৪ থেকে ০৭-১১-২০২৪ পর্যন্ত = ০৫টি ট্রিপ (বৃহস্পতিবার)

দিন	পৌঁছাবে	ছাড়বে	স্টেশন	পৌঁছাবে	ছাড়বে	দিন
বুধ	–	২৩.৫৫	হাওড়া	০০.১০	–	শুক্র
বৃহস্পতি	০৩.০৩	০৩.০৫	আজিমগঞ্জ জং.	১৯.৩৩	১৯.৩৫	বৃহস্পতি
	০৬.২৫	০৬.৩০	মালদা টাউন	১৭.১০	১৭.১৫	
	০৭.৩২	০৭.৩৫	বারসোই	১৪.৩৫	১৪.৪০	
	০৮.২৫	০৮.২৭	কিষানগঞ্জ	১৩.৫৫	১৩.৫৭	
	০৮.৫৩	০৮.৫৫	আলুয়াবাড়ি রোড	১৩.২৮	১৩.৩০	
	১০.৪৫	–	নিউ জলপাইগুড়ি	–	১২.৩০	

অন্যান্য বাণিজ্যিক স্টপেজঃ ব্যান্ডেল, নবদ্বীপ ধাম, কাটোয়া এবং জঙ্গীপুর রোড।
গঠনঃ এসি ফার্স্ট ক্লাস কাম এসি-২ টিয়ার (এক), এসি-২ টিয়ার (এক), এসি-৩ টিয়ার (পাঁচ), এসি-৩টিয়ার ইকোনমি (এক), শয়ন শ্রেণি (আট), সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণি (তিন) ব্রেক, লাগেজ কাম জেনারেটর কার (এক) এবং এসএলআরডি (এক) = ২১টি কামরা।
জেনারেল ম্যানেজার (অপারেশন্স)
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

ENGAGEMENT NOTICE
Applications are being invited for DIET, Belakoba, Jalpaiguri from the eligible candidates for the posts (purely temporary and contractual) of. **A.** Guest Lecturers in Bengali-1, Music-1 (Qualification of Guest Lecturers should be as per NCTE norms, Honorarium will be given @ 400/- per one hour class as per the class routine). **B.** Hostel Warden (Female-1 (Graduate with knowledge of basic hostel management skill) and Karmabandhu-2 (Honorarium will be as per the norms of DRW staff of West Bengal Govt)
Experience for all posts of preferable.
Application along with CV and self-attested testimonials should reach to the office mail **jaldiet001@gmail.com** within **19.09.2024** (before 5.00 pm). The date of interview will be intimated to the eligible candidates in due course over their phone.
Sd/-
Principal, DIET, Jalpaiguri

৫০ এমএম আকারের মেশিন ক্রাশড পাকুর ভেরাইটি ব্যালাস্টের প্রস্তুতকরণ এবং যোগান
ই-টেন্ডার নোটিস সংখ্যা. ৭১/ডব্লিউ-২/এপিডিজে তারিখঃ ৩০-০৮-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। [illegible] www.ireps.gov.in [illegible]
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

পিট লাইনে কোচসমূহের যন্ত্রচালিত পরিষ্কারকরণ
ই-টেন্ডার নোটিস নং. [illegible] www.gem.gov.in এ উপলব্ধ থাকবে।
জ্যেষ্ঠ. ডিএমই/কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

কর্মখালি

ইলেকট্রনিক্স দোকানের জন্য কর্মী (স্টাফ) চাই (প্রমাণপত্র সহ)। বেতন : 9000/-। যোগাযোগ ঃ 'মিউজিকা', ঋষি অরবিন্দ রোড, হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি। (C/112285)

সন্ধান চাই

গত 2.7.24 তারিখে টেকাটুলি নীরেন্দ্রপুর নিজ বাড়ি থেকে রাত আনুমানিক ১০টায় মানসিক ভারসাম্যহীন ৩০ বছরের এক গৃহবধূ বেরিয়ে যায়, তার আর কোনও খোঁজ আজঅব্দি পাওয়া যায়নি। বধূর উচ্চতা 5', শ্যামবর্ণা। যদি কেহ সন্ধান পান নিম্ন ফোনে যোগাযোগ করুন। (M) 9147889165. (S/C)

জ্যোতিষ

রাজ জ্যোতিষী পণ্ডিত শ্রী শুভশাস্ত্রী প্রতি ইংরেজি মাসের ১-৭ শিলিগুড়ি, ৮-১২ ফালাকাটা রত্নভাণ্ডার জুয়েলার্স। M : 7719371978.

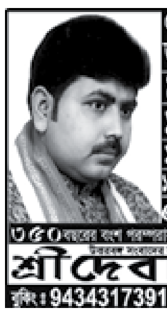
০৫- ০৮ সেপ্টেম্বর জলপাইগুড়ি
৯.৯ হলদিবাড়ি
১০.৯ ময়নাগুড়ি
১১.৯ ফালাকাটা
১২/১৩ আলিপুরদুয়ার
শ্রীদেবাচার্য্য
৯434317391/9163667741

Notice
Auction Memo No. 1009/ZP Dt- 02/09/2024
e-Auction for 1(one) no. of works for auction of unused scrap material of Dakshin Dinajpur Zilla Parishad invited by Dakshin Dinajpur Zilla Parishad. Last Date of submission is 09/09/2024 at 13.50 Hours Details of auction can be seen in https://eauction.gov.in/
Sd/-
Additional Executive Officer
Dakshin Dinajpur Zilla Parishad

NOTICE FOR INTERVIEW
In pursuance of Memo no. 1567/PO-DWJ/BCW, Dt. 30/08/2024, application is hereby invited from retired Govt. employee who retired as Inspector, BCW & TD/Extension Officer/Head Clerk/U.D.C. for filling up 05 (five) nos. posts of Additional Inspector, BCW & TD. Maximum age limit is 64 years as on 01/01/2025. For details, please visit the website **'www.jalpaiguri.gov.in'** or office of the undersigned (03561-230665).
Last date for submission of application forms on 13.09.2024 by 5:00 P.M.
Sd/-
PO-com-DWO, BCW & TD
Jalpaiguri

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭১৭০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭২১০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৬৮৫০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৮২৮৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৮২৯৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা
পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

পুরাতন মালদহ পৌরসভা
পুরাতন মালদহ, মালদহ, ৭৩২১২৮
: বিজ্ঞপ্তি :
এতদ্বারা সর্ব্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে জানানো হচ্ছে যে, আগামী ০৪/০৯/২০২৪ তারিখ থেকে ১২/০৯/২০২৪ পর্যন্ত মালদহ জেলার পুরাতন মালদহ পৌরসভাতে ম্যানুয়াল স্ক্যাভেঞ্জার সমীক্ষার কাজ চলবে। আগ্রহী ব্যক্তিগণ উক্ত বিষয়ে বিশদে জানবার জন্য পুরাতন মালদহ পৌরসভার সাফাই বিভাগের কার্য্যালয়ে অথবা ৯৭৩৪১৬৪০২২ ফোন নম্বরে যোগাযোগ করতে পারেন।
তাং : ০৩/০৯/২০২৪
স্বা ঃ
কার্য্যনির্বাহী আধিকারিক
পুরাতন মালদহ পৌরসভা

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজে পদে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপনের প্রয়োজন হয়।
আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।
আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।
ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত কম মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।
হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে
উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : দূরের কোনও বন্ধুর সহায়তায় ব্যবসায় অগ্রগতি। প্রেমের সঙ্গীকে ভুল বুঝবেন। **বৃষ :** সামান্য ভুলে বড় কাজ হাতছাড়া হতে পারে। রাজনৈতিক সমস্যায় জড়িয়ে পড়তে পারেন। **মিথুন :** সামান্যে সন্তুষ্ট থাকুন। বিজ্ঞান গবেষণায় সন্তানের কৃতিত্বে গর্বিত হবেন। **কর্কট :** ধৈর্যের অভাবে বিপত্তি দেখা দিতে পারে। শিক্ষক ও অধ্যাপকদের জন্যে আজ শুভদিন। **সিংহ :** খেলোয়াড়রা আজ ভালো সুযোগ পেতে পারেন। আমদানি-রপ্তানি ব্যবসায় বিনিয়োগ না করাই ভালো। **কন্যা :** পড়ে গিয়ে হাড়ে আঘাত লাগতে পারে। সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায় কোনও সাফল্যে আনন্দ। **তুলা :** সামান্যতেই সন্তুষ্ট থাকুন। আপনার সঙ্গে পরিচিত কেউ হঠাৎ খারাপ ব্যবহার করতে পারে। **বৃশ্চিক :** বহুদিনের বকেয়া হাতে পেয়ে নিশ্চিন্ত। মূল্যবান জিনিস হারাতে পারে। **ধনু :** জমি ও বাড়ি কিনে আজ লাভবান। মায়ের শরীর নিয়ে উৎকণ্ঠা কাটবে। **মকর :** আজ অপ্রয়োজনীয় ব্যয় বেশি হবে। হারানো সম্পর্ক ফিরে আসায় আনন্দ। **কুম্ভ :** পথে চলতে সতর্ক থাকুন। পথেঘাটে বিবাদ-বিতর্ক এড়িয়ে চলুন। **মীন :** অন্যের ব্যক্তিগত ব্যাপারে নাক গলাতে যাবেন না। অজানা কারণে ভ্রমণ বাতিল হতে পারে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে আজ ১৮ ভাদ্র ১৪৩১, ভাঃ ১৩ ভাদ্র, ৪ সেপ্টেম্বর ২০২৪, ১৮ ভাদ, সংবৎ ১ ভাদ্রপদ সুদি, ৩০ শফর। সূঃ উঃ ৫।২৩, অঃ ৫।৫১। বুধবার, প্রতিপদ দিবা ৮।১৬। উত্তরফল্গুনীনক্ষত্র অহোরাত্র। সাধ্যযোগ রাত্রি ৮।৫১। ববকরণ দিবা ৮।১৬ গতে বালবকরণ রাত্রি ৯।১৫ গতে কৌলবকরণ। জন্মে- সিংহরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী মঙ্গলের ও বিংশোত্তরী রবির দশা, দিবা ৯।৪৭ গতে কন্যারাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ। মৃতে- দ্বিপাদদোষ, দিবা ৮।১৬ গতে ত্রিপাদদোষ। যোগিনী- পূর্বে, দিবা ৮।১৬ গতে উত্তরে। কালবেলাদি ৮।৩০ গতে ১০।৩ মধ্যে ও ১১।৩৭ গতে ১।১০ মধ্যে। কালরাত্রি ২।৩০ গতে ৩।৫৬ মধ্যে। যাত্রা- নাই। শুভকর্ম- (অতিরিক্ত গাত্রহরিদ্রা ও অব্যূঢ়ান্ন) সাধভক্ষণ নামকরণ নববস্ত্রপরিধান নবশয্যাসনাদ্যুপভোগ দেবতাগঠন ক্রয়বাণিজ্য বিক্রয়বাণিজ্য বিপণ্যারম্ভ পুণ্যাহ গ্রহপুজো শান্তিস্বস্ত্যয়ন বৃক্ষাদিরোপণ ধান্যরোপণ ধান্যচ্ছেদন ধান্যস্থাপন ধান্যবৃদ্ধিদান কারখানারম্ভ, দিবা ৮।১৬ গতে মুখ্যান্নপ্রাশন হলপ্রবাহ বীজবপন। (অতিরিক্ত বিবাহ-সন্ধ্যা ৫।৫১ গতে রাত্রি ৬।২৯ মধ্যে কুম্ভলগ্নে পুনঃরাত্রি ৯।৪০ গতে ১।৫২ মধ্যে বৃষ ও মিথুনলগ্নে পুনঃ শেষরাত্রি ৪।৭ গতে ৫।২৩ মধ্যে সিংহলগ্নে সুতহিবুকযোগে বিবাহ)। বিবিধ (শ্রাদ্ধ) – দ্বিতীয়ার একোদিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৭।২ মধ্যে ও ৯।৩১ গতে ১১।১০ মধ্যে ও ৩।১৮ গতে ৪।৫৭ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।৩৩ গতে ৮।৫৩ মধ্যে ও ১।৩১ গতে ৫।২৩ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

সম্পত্তির লোভেই কি খুন

অভিরূপ দে

ময়নাগুড়ি, ৩ সেপ্টেম্বর : ময়নাগুড়ির টেকাটুলি এলাকায় তরুণী অঙ্কিতা ঘোষের মৃতদেহ উদ্ধারের পর মৃত্যুর কারণ নিয়ে পুলিশের তরফে কিছু না জানানো হলেও তরুণীকে হত্যা করা হয়েছে বলেই মনে করছেন তাঁর পরিবার থেকে শুরু করে প্রতিবেশীরা। যদিও ওই তরুণীর ঘনিষ্ঠদের অনুমান, যেভাবে পায়ে গামছা বাঁধা অবস্থায় দেহ ঘরের মেঝেতে উদ্ধার হয়েছে, তাতে হত্যার সম্ভাবনাই জোরালো। এছাড়াও এদিন তরুণীর সম্পত্তি নিয়ে বিভিন্ন আলোচনা ওই এলাকায় শোনা যায়। যদিও এই ঘটনার পর বেশ কয়েকটি বিষয় নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে। পুলিশের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, সমস্ত দিক মাথায় রেখেই তদন্ত এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। আদৌ তাঁকে হত্যা করা হয়েছে, নাকি অন্য কোনওভাবে তরুণীর মৃত্যু হয়েছে তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

বছর ১৪ আগে এক সড়ক দুর্ঘটনায় অঙ্কিতার মায়ের মৃত্যু হয়। এরপর অঙ্কিতার পরিবারের লোকেরা বিমা বাবদ বেশ কয়েক লক্ষ টাকা পেয়েছিলেন। এছাড়াও অঙ্কিতার বাবার নামে বেশ কিছু জমি টেকাটুলি এলাকায় রয়েছে বলে খবর। যদিও ওই ঘটনার পর থেকে তরুণী তার নিঃসন্তান পিসি ও পিসেমশাইয়ের কাছে থাকতে শুরু করেন। এদিকে অঙ্কিতার বাবা অরবিন্দ ঘোষ তাঁর কয়েক বছর পর এক মহিলাকে বিয়ে করে বাড়িতে নিয়ে আসেন। তাঁদের একটি পুত্রসন্তান রয়েছে। বর্তমানে

টেকাটুলির ঘটনায় বাড়ছে রহস্য

দেহ উদ্ধারের পর অঙ্কিতার বাড়ির সামনে পুলিশ ও স্থানীয়রা।

অঙ্কিতার পিসির বাড়ির আর্থিক অবস্থা খারাপ থাকায় দিনদশেক আগে অঙ্কিতাকে নিয়ে তাঁর পিসি সাধনা ঘোষ বোস টেকাটুলি এলাকায় নিজের বাপের বাড়িতে চলে এসেছিলেন।

অঙ্কিতার সৎমা মণিকা সরকার ঘোষ এদিন দাবি করেন, 'অঙ্কিতার পিসি সাধনা ও অন্যরা মিলে অঙ্কিতাকে খুন করতে পারেন।' মণিকার দাবি যদি সত্যি হয় তাহলে প্রশ্ন উঠেছে, দীর্ঘ ১৪ বছর ধরে নিজের সন্তানস্নেহে সাধনা অঙ্কিতাকে মানুষ করার পর কেন এমন ঘটনা ঘটাতে যাবেন? সে প্রশ্নের উত্তরে মণিকা দাবি করেন, 'সোমবার রাতে খেতে যাওয়ার আগে সাধনা বলেছিল, আমার সংসার নষ্ট হয়েছে, আমি অঙ্কিতাকে মেরে নিজেও মরব।' তখন সাধনার কথা মণিকারা ততটা গুরুত্ব না দিলেও সাধনাকে তাঁরা বুঝিয়েছিলেন ও এমন ধরনের চিন্তাভাবনা করতে বারণ করেছিলেন বলে মণিকার দাবি।

এদিকে, এদিন ঘটনা ঘটার পর অঙ্কিতার খুড়তুতো বোন রাখি ঘোষ অঙ্কিতাদের বাড়িতে এসে দাবি করেন, অঙ্কিতার সৎমা মণিকা ও অঙ্কিতার বাবা অরবিন্দ ঘোষ মিলে অঙ্কিতাকে খুন করেছেন। রাখি বলেন, 'অঙ্কিতা কখনও পিসির বাড়ি থেকে নিজের বাড়িতে এলে তার ওপর নির্যাতন চালানো হত। অঙ্কিতাকে মেরে ওর সম্পত্তি হাতানোর চেষ্টা চলছে।'

এছাড়া অঙ্কিতার পিসেমশাই সুনীল বোসের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে পরিবার। ঘটনার পর সুনীলের একেক সময় একেক রকমের বক্তব্য ধোঁয়াশা সৃষ্টি করেছে। অঙ্কিতার জ্যাঠতুতো দাদার করা ময়নাগুড়ি থানায় অভিযোগে উল্লেখ রয়েছে, সাধন সহ অন্যরা অঙ্কিতাকে অত্যাচার চালাতেন। অঙ্কিতার জ্যাঠতুতো দাদা পরিমল ঘোষ দাবি করেন, কিছুদিন আগে অঙ্কিতা একটি নোট আমাদের দিয়ে গিয়েছে। সেই নোটটিতে লেখা রয়েছে 'আমি অঙ্কিতা ঘোষ আমার সমস্ত সম্পত্তি ও যাবতীয় যা কিছু সব দেবত্র খাতে দান করিলাম...' ওই নোটে অন্যান্য অংশের সঙ্গে লেখা রয়েছে '...আমি অত্যাচারিত ও নিস্পেষিত এই সব কিছুর শাস্তি যেন আমার বাবা অরবিন্দু ঘোষ ও আমার UNCLE পায়।' (নোটটির সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ, নোটের লেখা অনুযায়ী বানান অপরিবর্তিত) পরিমলের বক্তব্য, চিঠিতেই স্পষ্ট দীর্ঘদিন ধরে অঙ্কিতার ওপর নির্যাতন চালাতেন তাঁর বাবা ও পিসেমশাই। পিসেমশাইকে অঙ্কিতা আঙ্কল সম্বোধন করতেন।

ময়নাগুড়ি থানার আইসি সুবল ঘোষ বলেন, আমরা সমস্ত দিক মাথায় রেখেই তদন্ত এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি।

গ্রেপ্তার পোস্ট অফিসের কর্মী

ছাত্রীকে ধর্ষণের চেষ্টা

শুভ দত্ত

বানারহাট, ৩ সেপ্টেম্বর : স্কুলে যাওয়ার পথে এক নাবালিকাকে ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগে গ্রেপ্তার হল পোস্ট অফিসের এক কর্মী। মঙ্গলবার ঘটনাটি ঘটেছে বানারহাট থানা এলাকার কলাবাড়িতে। কলাবাড়ি এলাকারই একটি স্কুলের নবম শ্রেণির নাবালিকা এদিন সকালে সাইকেলে চেপে স্কুলে যাচ্ছিল। সেই সময় ওই তরুণ তাকে জঙ্গলে টেনে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণের চেষ্টা করে বলে অভিযোগ। চা বাগানের কর্মীরা দেখতে পেয়ে তাকে ধরে ফেলেন। পরে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

অভিযোগ

- কয়েক মাস আগে কলাবাড়ি পোস্ট অফিসে গ্রামীণ ডাকসেবকের কাজে যোগ দেয় অভিযুক্ত
- মঙ্গলবার সকালে কিশোরী সাইকেল চেপে স্কুলে যাওয়ার সময় তার পথ আটকে দাঁড়ায় সে
- কিশোরীর হাত ধরে টানাটানি করে এবং জঙ্গলে নিয়ে ধর্ষণের চেষ্টা করে বলে অভিযোগ

বানারহাট থানার পুলিশ জানিয়েছে, নাবালিকার পরিবারের তরফে লিখিত অভিযোগ করার পরেই ওই তরুণকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পকসো আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে। মেয়েটিকে স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য জলপাইগুড়িতে পাঠানো হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রায় কয়েক মাস আগে কলাবাড়ি পোস্ট অফিসে গ্রামীণ ডাকসেবকের কাজে যোগ দেয় অভিযুক্ত ওই তরুণ। এদিন সকালে কিশোরী সাইকেল চেপে স্কুলে যাওয়ার সময় তার পথ আটকে দাঁড়ায় ওই তরুণ। এরপর কিশোরীটির হাত ধরে টানাটানি শুরু করে এবং জোর করে তাকে রাস্তার পাশে থাকা চা বাগান সংলগ্ন জঙ্গলে নিয়ে ধর্ষণের চেষ্টা করে বলে অভিযোগ। কিশোরীর চিৎকারে ওই রাস্তা দিয়ে যাওয়া কয়েকজন ব্যক্তির বিষয়টি নজরে আসে। ঘটনাস্থল থেকেই অভিযুক্তকে আটক করেন তাঁরা। খবর দেওয়া হয় বানারহাট থানায়। পুলিশ গিয়ে ওই তরুণকে আটক করে থানায় নিয়ে আসে।

নিগৃহীতা কিশোরীর পরিবারের এক সদস্য জানান, অভিযুক্ত ওই তরুণ ক্রান্তি এলাকার বাসিন্দা। কয়েক মাস আগে কলাবাড়ি পোস্ট অফিসে জিডিএস পদে কাজে যোগ দেয়। তাঁদের বাড়ির পাশেই ভাড়াবাড়িতে থাকে। ওই তরুণ বিবাহিত হলেও একাই ভাড়াবাড়িতে থাকে। ঘটনার পরই বানারহাট থানায় লিখিত অভিযোগ করেছেন তাঁরা। পরিবারের এক সদস্য বলেন, 'ওই তরুণের কঠোর শাস্তি চাইছি আমরা।'

এক স্থানীয় বাসিন্দা বলেন, 'এলাকার মেয়েরা সুরক্ষিত নয়, একা স্কুল যাওয়ার পথে এমন ঘটনা ঘটলে এরপর এলাকার কেউ কীভাবে মেয়েদের স্কুলে পাঠাবে? সমস্ত কাজ ফেলে প্রতিদিন তো মেয়েদের স্কুলে পৌঁছে দিয়ে আসা এবং নিয়ে আসা সম্ভব নয়। এমন মানসিকতার লোকেদের ভয়ে মেয়েদের কি পড়াশোনা বাদ দিয়ে এখন ঘরে বসিয়ে রাখব?'

প্রাক্তন পুলিশকর্মীর বাড়িতে চুরি

ময়নাগুড়ি, ৩ সেপ্টেম্বর : অবসরপ্রাপ্ত এক পুলিশকর্মীর বাড়ির জানলা ভেঙে ঘরে ঢুকে শোকেস থেকে বহু টাকার গয়না চুরি গিয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। ময়নাগুড়ি ব্লকের মাধবডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের ফালতুর মোড় এলাকার ঘটনা। ময়নাগুড়ি থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

তারিণীকুমার রায় কলকাতা পুলিশের অবসরপ্রাপ্ত এএসআই। সোমবার তারিণীর মেয়ের জন্মদিন ছিল। অনুষ্ঠান শেষে রাত সাড়ে ১২টা নাগাদ বাড়ির সদস্যরা ঘুমিয়ে পড়েন। রাত সাড়ে ৩টে নাগাদ মেয়ে বনশ্রী ঘুম থেকে উঠে ঘরের শোকেস ভাঙা দেখেন। ভেতরের সমস্ত সামগ্রী লন্ডভন্ড অবস্থায় ছিল। বনশ্রীর চিৎকারে পরিবারের লোকজনের ঘুম ভাঙে। তাঁরা দেখতে পান, শোকেসে থাকা তিনটি সোনার চেন, একটি মঙ্গলসূত্র, একটি বালা, এক জোড়া সোনার কানের দুল ও এক জোড়া চুড়ি দুষ্কৃতীরা নিয়ে গিয়েছে। এসবের আনুমানিক মূল্য কয়েক লক্ষ টাকা বলে পরিবারের দাবি।

সবকিছু জানিয়ে তারিণী মঙ্গলবার ময়নাগুড়ি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। এরপর পুলিশ ঘটনার তদন্তে যায়। তারিণী বলেন, 'দুষ্কৃতীরা রান্নাঘর দিয়ে ঢুকে অন্য দুটি ঘর দিয়ে যাতায়াত করেছে। দুই ঘরেই পরিবারের লোকেরা ঘুমিয়ে ছিলেন।' তাঁরা কেউই কিছু টের পাননি বলে তারিণীর স্ত্রী পূর্ণিমা জানিয়েছেন। ঘটনার তদন্ত চলছে বলে জানিয়ে ময়নাগুড়ি থানার আইসি সুবল ঘোষ বলেন, 'রাতে পুলিশের নজরদারি বাড়ানো হচ্ছে।'

দুই নাবালিকা উদ্ধারে চাঞ্চল্য

মালবাজার, ৩ সেপ্টেম্বর : দুই নাবালিকাকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল মালবাজারে। তারা মেটেলি ব্লকের বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে। মঙ্গলবার বিকালে তাদের অনেকক্ষণ সত্যনারায়ণ মোড় সংলগ্ন এলাকায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেন স্থানীয়রা। ব্যবসায়ী আজিজুল হকের কাছ থেকে মোবাইল চেয়ে তারা প্রায় কুড়ি মিনিট কারও সঙ্গে কথা বলে। ফোন ফেরত পেয়ে আজিজুলের সন্দেহ হয়। তিনি তাদের সঙ্গে কথা বলতেই তারা অগোছালভাবে উত্তর দেওয়ায় তাঁর সন্দেহ আরও বাড়ে। সে সময় রাহুল দাস নামে এক তরুণ তাদের সঙ্গে দেখা করতে এলে স্থানীয়রা তাকে ধরে ফেলেন। উত্তেজনা ছড়াতেই খবর পেয়ে হাজির হয় মাল থানার পুলিশ। তারা সবাইকে থানায় নিয়ে যায়। আজিজুল জানান, ওদের চেহারায় ভয়ের ছাপ ছিল। ওদের রক্ষা করতে পুলিশে খবর দিয়েছিলেন। ওই নাবালিকারা সম্পর্কে তুতো বোন বলে পুলিশ জানায়। রাহুল তাদের পূর্বপরিচিত। তার বাড়ি কুমারগ্রাম ব্লকের পাগলাহাটে। বাড়ি থেকে বেরোনোর সময় তারা আধার কার্ড সহ নানা ডকুমেন্ট সঙ্গে নিয়ে আসে। এ থেকেই পুলিশের সন্দেহ, তারা বাড়িতে না জানিয়ে কোথাও যাচ্ছিল।

মশারি বিতরণ

লাটাগুড়ি, ৩ সেপ্টেম্বর : একটি পরিবেশপ্রেমী সংগঠন চা বাগান সংলগ্ন বনবস্তিতে মশারি বিতরণ করল। মঙ্গলবার ওই সংগঠনের তরফে গরুমারা জঙ্গল লাগোয়া বামনি বনবস্তির ৭০টি পরিবারের হাতে মশারি তুলে দেওয়া হল। ওই সংগঠনের সম্পাদক নন্দু রায় বলেন, 'এদিন মশারি বিতরণ ছাড়াও পুজো উপলক্ষ্যে শিশুদের নতুন পোশাক দেওয়া হয়েছে।'

প্রতিবাদ করলে জুটত মারধর

শ্লীলতাহানিতে অভিযুক্ত শ্বশুর

অভিরূপ দে

ময়নাগুড়ি, ৩ সেপ্টেম্বর : নিয়মিত শ্লীলতাহানি করতেন শ্বশুর। প্রতিবাদ করলেই জুটত মারধর। ময়নাগুড়ি ব্লকের ভোটপট্টি এলাকার এক বধূর সঙ্গে এমনই ঘটনা ঘটেছে বলে অভিযোগ। মঙ্গলবার ওই বধূ ময়নাগুড়ি থানায় শ্বশুর, শাশুড়ি ও স্বামীর বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। ঘটনার তদন্ত চলছে বলে ময়নাগুড়ি থানার আইসি সুবল ঘোষ জানিয়েছেন।

২০১৮ সালে মেখলিগঞ্জ ব্লকের নিজতরফ এলাকার বাসিন্দা ওই তরুণীর সঙ্গে প্রেম করে বিয়ে হয় ভোটপট্টি এলাকায় পেশায় কাঠ ব্যবসায়ী এক তরুণের। নিগৃহীতার অভিযোগ, 'বিয়ের কিছুদিন পর থেকে স্বামী এবং শ্বশুরবাড়ির সদস্যরা আমার ওপর অত্যাচার শুরু করেন। শ্বশুরমশাই বহুবার আমার সঙ্গে যৌন সম্পর্কে লিপ্ত হওয়ার চেষ্টা করেন। এছাড়াও বাপের বাড়ি থেকে প্রতিনিয়ত পণ নিয়ে আসার জন্য চাপ দেওয়া হত।' এদিন সকালে ওই বধূ শৌচালয় গেলে তাঁর শ্বশুর শৌচালয়ের ঘুলঘুলি দিয়ে তাঁকে দেখার চেষ্টা করেন বলে অভিযোগ। এই ঘটনার প্রতিবাদ করলে তাঁকে মারধর করা

ভোটপট্টি

হয়। এরপরে তাঁর মোবাইল ফোন কেড়ে নিয়ে তাঁকে বাড়ি থেকে বের করে দেওয়া হয়। এরপর ওই বধূ ময়নাগুড়ি থানায় এসে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।

এর আগেও স্বামী সহ শ্বশুরবাড়ির লোকেদের বিরুদ্ধে পুলিশের কাছে নির্যাতনের অভিযোগ করেছিলেন ওই বধূ। অভিযোগের ভিত্তিতে তাঁর স্বামীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। সেসময় ওই বধূ শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে বাপের বাড়ি চলে গিয়েছিলেন। পরবর্তীতে তাঁর স্বামী তাঁকে শ্বশুরবাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে যান। কিন্তু ফের অত্যাচার শুরু হয় বলে বধূর অভিযোগ। ওই বধূর স্বামী সমস্ত অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে জানিয়েছেন। তিনি বলেন, 'আমার স্ত্রী মাঝেমধ্যেই কাউকে কিছু না জানিয়ে ছোট সন্তানকে বাড়িতে রেখে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়। সোশ্যাল মিডিয়াতেও নানান ধরনের ভিডিও আপলোড করে। পরিবার থেকে এইসবে বাধা দেওয়ায় আমার স্ত্রী আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যে মামলা সাজিয়ে ফাঁসানোর চেষ্টা করছে।' ওই বধূর শ্বশুরের দাবি, 'পুত্রবধূ এদিন সকালে ঘুম থেকে ওঠার আগেই আমি বাড়ি থেকে কাজে বেরিয়ে যাই। পুলিশের কাছে মিথ্যে অভিযোগ জানানো হয়েছে।'

কবরস্থানে প্রাচীর

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ৩ সেপ্টেম্বর : সুলকাপাড়ার পাটোয়ারিপাড়া কবরস্থানে সীমানা প্রাচীর তৈরির কাজের শিলান্যাস হল মঙ্গলবার। সংখ্যালঘু উন্নয়ন দপ্তরের তরফে ওই কাজে ২৯ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেসের সংখ্যালঘু সেলের নাগরাকাটা ব্লক কমিটির সভাপতি কাদের আলির বক্তব্য, 'কবরস্থানের পবিত্রতা বজায় রাখতে পাঁচিল অত্যন্ত জরুরি। পাঁচিল তৈরির ব্যবস্থা করায় রাজ্য সরকারকে আমরা কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। যে সমস্ত কবরস্থানে পাঁচিল নেই সেগুলিও সংখ্যালঘু উন্নয়ন দপ্তরের নজরে আনা হবে।'

পাটোয়ারিপাড়া কবরস্থানে পাঁচিলের দাবি দীর্ঘদিনের। দাবি পূরণ হওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করেছেন সংখ্যালঘু অধ্যুষিত ওই এলাকার বাসিন্দারা। এদিনের শিলান্যাস

সুলকাপাড়ায় কবরস্থানের প্রাচীরের শিলান্যাসে মহুয়া গোপ সহ অন্যরা।

কর্মসূচিতে কারিগরি ও পরিবেশ স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ মহুয়া গোপ ঘোষণা করেন, আগামীতে নাগরাকাটার জিতি ও নয়া সাইলি চা বাগান এলাকায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায় উন্নয়ন দপ্তরের তরফে দুটি কমিউনিটি হল তৈরি করা হবে। অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে ছিলেন নাগরাকাটা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সঞ্জয় কুজুর, জেলা পরিষদের সদস্য ফিরোজ নুর পাটোয়ারি, সংখ্যালঘু সেলের জেলা সভাপতি মিজানুর রহমান প্রমুখ। কর্মসূচি থেকে লুকসানের বেহাল রাস্তা সংস্কারের কথা জানান মহুয়া। তিনি জানান, ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট রুরাল ডেভেলপমেন্ট এজেন্সির তরফে পুজোর আগেই সংস্কার শুরু হবে।

ডিআই-এর দ্বারস্থ জেলার এসআইরা

নাগরাকাটা, ৩ সেপ্টেম্বর : পেশাগত নানা সমস্যা সহ একাধিক দাবি নিয়ে জেলার বিভিন্ন শিক্ষা সার্কেলের এসআই-রা মঙ্গলবার জলপাইগুড়ির ডিআই (প্রাথমিক)-এর দ্বারস্থ হলেন। এদিন মোট ১২টি বিষয় ডিআইয়ের কাছে তুলে ধরে একটি স্মারকলিপি জমা দেন তাঁরা। জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক শ্যামলচন্দ্র রায় বলেন, 'ওঁদের সমস্যাগুলি শুনেছি। এব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকেও জানাব।'

এসআইরা জানিয়েছেন, ছাত্রছাত্রীরা যাতে বিভিন্ন স্কলারশিপ পায় সেজন্য তাঁরা কাজ চালালেও বিডিও অফিসের মতো তাঁদের ক্ষেত্রে কোনও মনিটরিং তহবিলের বন্দোবস্ত নেই। প্রশাসনের বেঁধে দেওয়া সূচি অনুযায়ী প্রতি মাসে ২০টি স্কুলে মিড-ডে মিলের পরিদর্শন, ১০টি স্কুলে শিক্ষক-অভিভাবক সভায় উপস্থিত থাকা, দীর্ঘদিন ধরে গরহাজির পড়ুয়াদের স্কুলে ফেরত পাঠাতে প্রত্যেকের বাড়িতে যাওয়া- এসব উদ্যোগ প্রশংসনীয়। কিন্তু এজন্য বিভাগীয় অন্যান্য কাজের সময় কীভাবে মিলবে তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন এসআই-রা। এছাড়া এসআই অফিসগুলিতে কর্মীসংকটের সমস্যাও উঠে আসে এদিন।

১০ বছর আগে রাজগঞ্জ ৩, ময়নাগুড়ি ৪, ধূপগুড়ি ৪ নামে তিনটি নতুন শিক্ষা সার্কেল তৈরি হলেও এখনও কর্মী নিয়োগ হয়নি। এই বিষয়টিও এদিন তুলে ধরা হয়। বিদ্যালয় পরিদর্শনের তহবিল মিলছে না বলেও অভিযোগ জানানো হয়। মেটেলি থেকে আলাদা করে নাগরাকাটাকে নতুন সার্কেলের দাবি সহ দুই ব্লকেই যে এডুকেশন সুপারভাইজার নেই সেকথাও উঠে এসেছে। ডিআই স্তর থেকে এসআইদের নিয়ে পর্যালোচনামূলক বৈঠক আয়োজনের ওপরও গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

বাঁদরের আক্রমণ

লাটাগুড়ি, ৩ সেপ্টেম্বর : স্কুলের দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে বৃষ্টি দেখছিল লাটাগুড়ি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণির পড়ুয়া এক কিশোরী। হঠাৎই পেছন থেকে চুলে টান লাগায় ঘুরে সে দেখে চারটি বাঁদর সেখানে দাঁড়িয়ে। কিছু বোঝার আগেই বাঁদরগুলি তার সমস্ত শরীরে আঁচড়াতে থাকে। মেয়েটির চিৎকারে শিক্ষিকা এবং সহপাঠীরা সেখানে ছুটে এলে বাঁদরগুলি মেয়েটিকে রক্তাক্ত অবস্থায় রেখে পালিয়ে যায়।

মেয়েটি বিদ্যালয়ের কস্তুরবা গান্ধি হস্টেলের আবাসিক। স্কুলের পক্ষ থেকে তাকে প্রাথমিকভাবে শুশ্রূষা করা হয়। স্কুলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষিকা সোমা গুহ বলেন, 'খাদ্যাভ্যাসের পরিবর্তন সহ একাধিক কারণে লোকালয়ে বাঁদরের উৎপাত বাড়ছে। স্কুলের মধ্যে আগে বাঁদরের উৎপাত থাকলেও এর আগে কোনও পড়ুয়া আক্রান্ত হয়নি।' লাটাগুড়ির রেঞ্জ অফিসার সঞ্জয় দত্ত বলেন, 'ছাত্রীটির শারীরিক অবস্থার খোঁজ রাখা হচ্ছে।'

বছর দুয়েক আগে স্টেশনপাড়ায় বাঁদরের দলের মুখে পড়ে অল্পের জন্য প্রাণে বাঁচে এক শিশু।

জলপাইগুড়ির নৃত্যশিল্পীর মাথায় নতুন পালক

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ৩ সেপ্টেম্বর : ওডিশি নৃত্যের প্রবাদপ্রতিম শিল্পী কেলুচরণ মহাপাত্রর নিজের হাতে গড়া নৃত্য প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সম্মাননা পাচ্ছেন জলপাইগুড়ির ওডিশি নৃত্যশিল্পী পম্পি পাল। আগামী ১১ সেপ্টেম্বর ভুবনেশ্বরের রবীন্দ্র মণ্ডপে পম্পির হাতে সম্মাননা তুলে দেওয়া হবে।

১৯৯৩ সালে ভুবনেশ্বরে ওডিশিকে আরও জনপ্রিয় করে তুলতে প্রয়াত কেলুচরণ প্রতিষ্ঠানটি চালু করেন। বর্তমানে তাঁর পুত্র ও নৃত্যগুরু রতিকান্ত মহাপাত্র প্রতিষ্ঠানটি চালাচ্ছেন। প্রতি বছরই ওডিশি নৃত্য সহ সাংস্কৃতিক বিভিন্ন অঙ্গনে অসামান্য অবদানের জন্য দেশের নানা প্রান্তের শিল্পীদের প্রতিষ্ঠানটি সম্মাননা দিয়ে থাকে। এবার আরও বেশ কয়েকজন শিল্পীর মধ্যে জলপাইগুড়ির মেয়ে পম্পিকেও বেছে নেওয়া হয়েছে। জলপাইগুড়ি শহরের নিবেদিতা সরণিতে তাঁর বাড়ি। পম্পির হাতে তুলে দেওয়া হবে গুরু কেলুচরণ মহাপাত্র যুব প্রতিভা সম্মান। পম্পি বলেন, 'যে কোনও পুরস্কার বা সম্মাননা দায়িত্ব আরও বাড়িয়ে দেয়। এই সম্মাননার গুরুত্ব আমার কাছে অপরিসীম।'

প্রতি বছরই ৫ থেকে ৯ সেপ্টেম্বর পাঁচদিনব্যাপী ওই সম্মাননা জ্ঞাপন হয়ে থাকে। তাতে দেশের নানা প্রান্তের শিল্পীরা অংশ নেন। এবছর প্রতিষ্ঠানের ৩০তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠানের সময়সীমা বাড়িয়ে সাতদিন করা হয়েছে। এতে ওডিশি নৃত্য ছাড়াও অন্য ঘরানার নাচ, থিয়েটার, সংগীত, সিনেমার সঙ্গে জড়িত শিল্পীদেরও সম্মাননা প্রদান করা হয়ে থাকে।

জলপাইগুড়ির কল্পদীপ নামে ওডিশি নৃত্য শেখানোর প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার পম্পি এর আগেও তাঁর নাচের সুবাদে বহু সম্মাননা পেয়েছেন। গত বছর ওডিশি নৃত্যে জুনিয়ার ফেলোশিপ পান তিনি। সেন্টার ফর কালচারাল রিসোর্সেস অ্যান্ড ট্রেনিং (সিসিআরটি)-এর তরফে ওই ফেলোশিপ দেওয়া হয়ে থাকে। সংস্কৃতি নির্ভর গবেষণাধর্মী কাজে শিল্পীদের উৎসাহিত করাই এর মূল লক্ষ্য। কেন্দ্রের ফেলোশিপ

পম্পি পাল।

পেয়ে বর্তমানে তিনি ওডিশির সঙ্গে ইন্দোনেশিয়ার বালিনিস নৃত্যের যোগসূত্রের ওপর কাজ করছেন। ইন্দোনেশিয়ার বালিতে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল ফর কালচারাল রিলেশন (আইসিসিআর)-এর হয়ে সেখানকার ভারতীয় কনসুলেটের আওতাধীন স্বামী বিবেকানন্দ কালচারাল সেন্টারে ২০১৯ থেকে ২০২২-এর গোড়া পর্যন্ত নৃত্য শিক্ষিকা হিসেবে কাজ করেছেন। সংস্পর্শে আসেন ইন্দোনেশিয়ার প্রখ্যাত নৃত্য গবেষক পদ্মশ্রী ই বায়ান দিবিয়া-র। পোল্যান্ডের হজুফ শহরেও ওডিশির ওপর একটি কর্মশালায় অংশ নেন দু'বার।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়ী হলেন পূর্ব বর্ধমান-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, পূর্ব বর্ধমান - এর একজন বাসিন্দা হীরা সেখ - কে 02.07.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 94J 71472 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "সর্বপ্রথম আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই, এমন একটি চমৎকার স্কিম প্রদান করার জন্য যা সাধারণ মানুষকে কোটিপতিতে পরিণত করে। এটি আমার কাছে পুরোপুরি অকল্পনীয় ছিল। ডিয়ার লটারি আমার জীবনধারা বদলে দিয়েছে এবং এই বিশাল পরিমাণ অর্থ আমার সমস্ত আর্থিক চাহিদা পূরণ করতে সাহায্য করবে। আমি সকলকে ডিয়ার লটারি কেনার পরামর্শ দেবো।"

মালদা টাউন ও ভাগলপুর থেকে নয়াদিল্লির জন্য দুটি স্পেশাল ট্রেন

আসন্ন পুজা, দীপাবলী, ছট এবং অন্যান্য উৎসব উপলক্ষে যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় সামাল দিতে, ০৩৪১৩/০৩৪১৪ মালদা টাউন– নয়াদিল্লি–মালদা টাউন স্পেশাল এবং ০৩৪৮৩/০৩৪৮৪ ভাগলপুর-নয়াদিল্লি-ভাগলপুর স্পেশাল ট্রেন নিম্নলিখিত সংক্ষিপ্ত সময়সূচী, স্টপেজ, চলাচলের দিন এবং গঠন অনুযায়ী চলবে :–

০৩৪১৩/০৩৪১৪ মালদা টাউন-নয়াদিল্লি-মালদা টাউন স্পেশাল

মালদা টাউন–নয়াদিল্লি			(০৩৪১৩) (০৩৪১৪)	নয়াদিল্লি–মালদা টাউন		
চলার দিন	পৌঁছবে	ছাড়বে	স্টেশন	পৌঁছবে	ছাড়বে	চলার দিন
রবি, বৃহঃ	—	০৭.১০	↓ মালদা টাউন	০৭.৫৫	—	মঙ্গল, শনি
	১০.৫০	১১.০০	ভাগলপুর	০৪.১০	০৪.২০	
	১২.২০	১২.২৫	জামালপুর জংশন	০৩.০৮	০৩.১০	
	১৬.১৫	১৬.২৫	পাটনা জংশন	২৩.০৬	২৩.১৬	সোম, শুক্র
সোম, শুক্র	০৭.৩০	—	নয়াদিল্লি ↑	—	১০.৩০	

উপরোক্ত স্পেশাল ট্রেনটি যাত্রাপথে উভয় অভিমুখে নিউ ফরাক্কা, বারহারওয়া জংশন, সাহিবগঞ্জ জংশন, কাহালগাঁও, সুলতানগঞ্জ, বারিয়ারপুর, ধরহরা, অভয়পুর, কাজরা, কিউল জংশন, লক্ষ্মীসরাই জংশন, বারহিয়া, হাতিদহ জংশন, মোকামা, বাঢ়, বখতিয়ারপুর, খুশরোপুর, ফতুহা, পাটনা সাহিব, আরা, বক্সার, পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় জংশন, প্রয়াগরাজ এবং কানপুর সেন্ট্রাল স্টেশনেও থামবে। **চলাচলের দিন : ০৩৪১৩ মালদা টাউন থেকে** – ০৮/০৯, ১২/০৯, ১৫/০৯, ১৯/০৯, ২২/০৯, ২৬/০৯, ২৯/০৯, ০৩/১০, ০৬/১০, ১০/১০, ১৩/১০, ১৭/১০, ২০/১০, ২৪/১০, ২৭/১০, ৩১/১০, ০৩/১১, ০৭/১১, ১০/১১, ১৪/১১, ১৭/১১, ২১/১১, ২৪/১১ এবং ২৮.১১.২০২৪ তারিখ (রবিবার ও বৃহস্পতিবার) = ২৪টি ট্রিপ এবং **০৩৪১৪ নয়াদিল্লি থেকে** – ০৯/০৯, ১৩/০৯, ১৬/০৯, ২০/০৯, ২৩/০৯, ২৭/০৯, ৩০/০৯, ০৪/১০, ০৭/১০, ১১/১০, ১৪/১০, ১৮/১০, ২১/১০, ২৫/১০, ২৮/১০, ০১/১১, ০৪/১১, ০৮/১১, ১১/১১, ১৫/১১, ১৮/১১, ২২/১১, ২৫/১১ এবং ২৯.১১.২০২৪ তারিখ (সোমবার ও শুক্রবার) = ২৪টি ট্রিপ। **গঠন :** এসি ৩-টিয়ার – ০৩, স্লিপার ক্লাস – ১০, দ্বিতীয় শ্রেণী (জিএস) – ০৭ এবং এসএলআরডি – ০২ = ২২টি কোচ। **ক্যাটেগরি :** মেল/এক্সপ্রেস (সুপারফাস্ট)।

০৩৪৮৩/০৩৪৮৪ ভাগলপুর-নয়াদিল্লি-ভাগলপুর স্পেশাল

ভাগলপুর–নয়াদিল্লি			(০৩৪৮৩) (০৩৪৮৪)	নয়াদিল্লি–ভাগলপুর		
চলার দিন	পৌঁছবে	ছাড়বে	স্টেশন	পৌঁছবে	ছাড়বে	চলার দিন
শনি, মঙ্গল	—	১১.০০	↓ ভাগলপুর	০৪.১০	—	সোম, বৃহঃ
	১২.২০	১২.২৫	জামালপুর জংশন	০৩.০৮	০৩.১০	
	১৬.১৫	১৬.২৫	পাটনা জংশন	২৩.০৬	২৩.১৬	রবি, বুধ
রবি, বুধ	০৭.১০	—	নয়াদিল্লি ↑	—	১০.৩০	

উপরোক্ত স্পেশাল ট্রেনটি যাত্রাপথে উভয় অভিমুখে সুলতানগঞ্জ, বারিয়ারপুর, ধরহরা, অভয়পুর, কাজরা, কিউল জংশন, লক্ষ্মীসরাই জংশন, বারহিয়া, হাতিদহ জংশন, মোকামা, বাঢ়, বখতিয়ারপুর, খুশরোপুর, ফতুহা, পাটনা সাহিব, আরা, বক্সার, পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় জংশন, প্রয়াগরাজ এবং কানপুর সেন্ট্রাল স্টেশনেও থামবে। **চলাচলের দিন : ০৩৪৮৩ ভাগলপুর থেকে** – ০৭/০৯, ১০/০৯, ১৪/০৯, ১৭/০৯, ২১/০৯, ২৪/০৯, ২৮/০৯, ০১/১০, ০৫/১০, ০৮/১০, ১২/১০, ১৫/১০, ১৯/১০, ২২/১০, ২৬/১০, ২৯/১০, ০২/১১, ০৫/১১, ০৯/১১, ১২/১১, ১৬/১১, ১৯/১১, ২৩/১১, ২৬/১১ এবং ৩০.১১.২০২৪ তারিখ (শনিবার ও মঙ্গলবার) = ২৫টি ট্রিপ এবং **০৩৪৮৪ নয়াদিল্লি থেকে** – ০৮/০৯, ১১/০৯, ১৫/০৯, ১৮/০৯, ২২/০৯, ২৫/০৯, ২৯/০৯, ০২/১০, ০৬/১০, ০৯/১০, ১৩/১০, ১৬/১০, ২০/১০, ২৩/১০, ২৭/১০, ৩০/১০, ০৩/১১, ০৬/১১, ১০/১১, ১৩/১১, ১৭/১১, ২০/১১, ২৪/১১, ২৭/১১ এবং ০১.১২.২০২৪ তারিখ (রবিবার ও বুধবার) = ২৫টি ট্রিপ। **গঠন :** স্লিপার ক্লাস – ১৬, দ্বিতীয় শ্রেণী (জিএস) – ০৪ এবং এসএলআরডি – ০২ = ২২টি কোচ। **ক্যাটেগরি :** মেল/এক্সপ্রেস (সুপারফাস্ট)।

চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার

পূর্ব রেলওয়ে

অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

অনুমোদন আছে, কিন্তু পড়াবেন কে?

শিক্ষাসংকট/৩

মাধ্যমিকে লাস্ট বয়। উচ্চমাধ্যমিকেও তথৈবচ। রাজ্যে স্কুল শিক্ষায় জলপাইগুড়ি জেলার তকমা এমনই। চা বাগানের পড়ুয়াদের জন্য জেলার ফল খারাপ- শুধু এই সামগ্রিক মূল্যায়ন নয়, সমস্যার শিকড় অনেক গভীরে। জেলার উচ্চমাধ্যমিক স্তরে স্কুলের পরিকাঠামো দেখে যে কেউ শিউরে উঠবেন। খোঁজ নিল উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সপ্তর্ষি সরকার

৩ সেপ্টেম্বর : ২০১১ সালে রাজ্যে পালাবদলের ঠিক আগে ২০০৯-'১০ সালে জেলাজুড়ে একগুচ্ছ নিউ সেটআপ আপার প্রাইমারি স্কুলের অনুমোদন দেওয়া হয়েছিল। জেলার যে কোনও প্রান্তে সহজে এমন যে কোনও স্কুলে উঁকি দিলেই চোখে পড়ে ভয়ানক কিছু ছবি। যিনি স্কুলের দায়িত্বে রয়েছেন তাঁর মুখে হতাশা এবং অসহায়তা ছাড়া আর কিছুই শোনা যায় না। কোথাও দুই, আবার কোথাও মেরেকেটে জনা তিনেক শিক্ষক মিলে সমস্ত প্রশাসনিক কাজ সহ সামাল দিচ্ছেন ফাইভ থেকে এইট অবধি চারটি ক্লাসের পঠনপাঠন।

জেলার আপার প্রাইমারি বা জুনিয়ার হাইস্কুলগুলির এই করুণ দৃশ্য যদি ট্রেলার হয় তাহলে হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলে চলছে পুরো সিনেমাটাই। বেশিরভাগ স্কুলেই দশম শ্রেণি পর্যন্ত প্যারাটিচার দিয়ে জোড়াতাপ্পি মেরে ক্লাস করা গেলেও উচ্চমাধ্যমিক স্তরে পৌঁছে গোত্তা খাচ্ছে বিষয়ভিত্তিক ক্লাস এবং ল্যাবরেটরির ব্যবহারিক শিক্ষা। কোথাও অতিথি শিক্ষক নামে, আবার কোথাও এলাকার পরিচিত কোনও গৃহশিক্ষককে চুক্তিতে ভাড়া করে চলছে উচ্চমাধ্যমিক স্তরের পড়াশোনা।

বর্তমান সরকারের আমলে আপার প্রাইমারিতে নিয়োগ হয়তো হয়নি, তবে হাজারো বিতর্ক সত্ত্বেও নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণিতে একদফায় বড়সড়ো নিয়োগ হয়েছে। মজার বিষয় হল, উচ্চমাধ্যমিক স্তরে পঠনপাঠন চালাতে যাঁদের নিয়োগ করা হয়েছিল তাঁদের বেশিরভাগই আর নিজের স্কুলে নেই। জেনারেল ট্রান্সফারে অনেকে চলে গিয়েছেন। বাদবাকি যাঁরা ছিলেন তাঁদের চলে যাওয়ার পিছনে রয়েছে বহুচর্চিত উৎসশ্রী পোর্টালের স্পেশাল গ্রাউন্ড এবং মেডিকেল গ্রাউন্ড ট্রান্সফার।

শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের জেল যাত্রার পর থেকে সেই অনলাইন পোর্টাল বন্ধ থাকলেও ২০২১ বিধানসভা ভোটের আগে পর্যন্ত এই পোর্টালের মাধ্যমে বানের জলের মতো শিক্ষক-শিক্ষিকারা বদলি হয়েছেন শহুরে স্কুলগুলোয়। যাঁরা যেতে পেরেছেন তাঁরা এনিয়ে মুখে কুলুপ আঁটলেও যাঁরা সে সুযোগ পাননি তাঁরা এনিয়ে অভিযোগে মুখর।

জেলায় চাকরি করা দক্ষিণ দিনাজপুরের বাসিন্দা এক শিক্ষকের ভাষায়, স্পেশাল এবং মেডিকেল গ্রাউন্ডে হওয়া অনলাইন বদলিগুলো নিয়ে সিবিআই তদন্ত হলে চোখ ছানাবড়া হয়ে যাবে। স্কুলের লোকেশন অনুযায়ী রেট বেঁধে ট্রান্সফার হয়েছে। হাতে হাতে পেমেন্ট আর সঙ্গে সঙ্গে মেসেজ ঢুকেছে মোবাইলে।

পদমতি ইউনিয়ান রহিমুদ্দিন হাইস্কুলে ক্লাস নেন চুক্তিতে নিয়োগ শিক্ষকরা।

এমন অভিযোগ কতটা সঠিক তা অবশ্যই তদন্তসাপেক্ষ। তবে জেলার গ্রামাঞ্চল এবং চা বলয়ের স্কুলগুলির সঙ্গে অপেক্ষাকৃত শহুরে স্কুলগুলির ট্রান্সফারে আসা-যাওয়ার তথ্য তুলনা করলে চোখ কপালে ওঠে। ময়নাগুড়ি ব্লকের পদমতি ইউনিয়ন রহিমুদ্দিন হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক সহ ১২ জন অন্যত্র বদলি হয়ে চলে গেলেও আসেননি একজনও। আপাতত হাতেগোনা স্থায়ী শিক্ষকদের সঙ্গে স্কুল ফান্ডের টাকায় নামমাত্র সাম্মানিকে এলাকার কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবী ক্লাস নিচ্ছেন স্কুলে। স্কুলের বর্তমান ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক অবিনাশ রায়ের কথায়, 'আগামী এক-দুই বছরে আরও কয়েকজন অবসর নেবেন। সত্যি বলতে অস্তিত্বের সংকটে রয়েছে আমাদের মতো জেলার বহু স্কুল।'

চালসা গয়ানাথ হাইস্কুল থেকে ১২ জন চলে যাওয়ার পর এসেছেন মাত্র ৩ জন। লাটাগুড়ি হাইস্কুল থেকে ৮ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা বদলি হয়ে যাওয়ার পর এসেছেন মাত্র একজন। লাটাগুড়ি গার্লস থেকে দুজন গেলেও কেউই আসেননি। ধূপগুড়ি গার্লস হাইস্কুল থেকে ১৫ জন শিক্ষিকা বদলি হয়ে গেলেও কেউই আসেননি স্কুলে। উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে ইতিহাস, সংস্কৃত এবং মিউজিক বিষয়ের একজনও স্থায়ী শিক্ষিকা নেই। আপাতত স্থানীয় কয়েকজনের সাহায্যে চলছে তিন বিষয়ের পাঠ। স্পেশাল ও মেডিকেল গ্রাউন্ডে অনলাইন বদলির সুযোগ কজে লাগিয়ে বেশিরভাগ শিক্ষক-শিক্ষিকাই বদলি হয়েছেন জেলা শহর জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি বা কোচবিহার শহরের স্কুলগুলোয়। ফলে শিক্ষকের অভাবে চরম ভোগান্তির মুখে মফসসল থেকে গ্রামের স্কুলগুলো। প্রশ্নের মুখে চা বাগান এবং বনবস্তি এলাকার অ-বাংলাভাষী পড়ুয়াদের ভবিষ্যৎ।

যেসব স্কুলে বেশিরভাগ শিক্ষক-শিক্ষিকা চলে গিয়েছেন তারা এনিয়ে সরব হলেও শহরের ভালো লোকেশনে অবস্থিত স্কুলগুলির কাছে বদলি হয়ে আসা শিক্ষক-শিক্ষিকাদের তথ্য চাইলেও কোনও অজ্ঞাত কারণে তারা গড়িমসি করে। সদস্য সংখ্যা কমে যাওয়ার ভয়ে এনিয়ে সোচ্চার হয় না শিক্ষক সংগঠনগুলিও। জেলাজুড়ে ধুঁকতে থাকা হায়ার সেকেন্ডারি পঠনপাঠন নিয়ে শাসকদলের শিক্ষক সংগঠন পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির জেলা সভাপতি অঞ্জন দাস বলেন, হাজারো সমস্যা অবশ্যই আছে। আমাদের জেলার ভূ-প্রাকৃতিক, ভাষাগত এবং সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য বাকি জেলাগুলো থেকে আলাদা। সেকারণেই নির্দিষ্ট কোনও পরিকল্পনা না করে এলাকা ধরে শিক্ষকরা কাজ করছেন। গত কয়েকবছরে কিছু ফলও মিলেছে।

জাতীয় শিক্ষানীতি কার্যকর হলে আগামীদিনে বছরে দুই দফায় হবে হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষা। সেক্ষেত্রে আরও বেশি করে 'ইন্টেন্সিভ ক্লাস আওয়ার অ্যান্ড প্র্যাকটিকাল লার্নিং' দরকার বলেই মত শিক্ষাবিদদের। সেটা নিশ্চিত করতে হলে সবথেকে বেশি দরকার বিষয়ভিত্তিক পর্যাপ্ত শিক্ষক। যদিও ঘাটতি মেটাতে নতুন নিয়োগ হবে কি না এবং শিক্ষক এলেও থাকবেন কি না তার উত্তর নেই কারও কাছেই। সবটা মিলে অদূরভবিষ্যতে প্রান্তিক এই জেলার হায়ার সেকেন্ডারি শিক্ষায় ইতিবাচক কোনও পরিবর্তনের আশা দেখেন না কেউই।

তথ্য সহায়তা- *সন্তু চৌধুরী, অনুপ সাহা, রহিদুল ইসলাম, শুভ দত্ত, জিষ্ণু চক্রবর্তী, শুভজিৎ দত্ত, কৌশিক দাস*

এদিনও পথে প্রতিবাদীরা

জলপাইগুড়ি ব্যুরো

৩ সেপ্টেম্বর : আরজি কর হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসক ধর্ষণ-খুনের বিচার চেয়ে এবং দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে ব্যানার নিয়ে পথে নামলেন জলপাইগুড়ি বামফ্রন্ট নেতারা। মঙ্গলবার সমাজপাড়া মোড় থেকে মিছিলটি শুরু হয়ে শহর ঘুরে ফের সেখানে এসেই শেষ হয়। এদিন বিকেলে বানারহাট চা বাগান কর্তৃপক্ষ এবং শ্রমিকরা বানারহাট বাজার ঘুরে মিছিল করলেন। কয়েকদিন আগে বানারহাটে ঘটে যাওয়া দুটি ধর্ষণের ঘটনার প্রতিবাদ জানান তাঁরা। এলাকায় মহিলাদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার বিষয়েও দাবি তোলেন তাঁরা।

অন্যদিকে, এদিন বিক্ষোভ সমাবেশ করল সিপিএমের মাল এরিয়া কমিটি। সন্ধ্যা ছ'টা নাগাদ মালবাজারের ঘড়ি মোড় থেকে সুভাষ মোড় হয়ে ক্যালটেক্স মোড় পর্যন্ত মিছিলটি ঘোরে। প্রতিবাদ মিছিল হয় চালসাতেও। চালসা সাংস্কৃতিক সংস্থার তরফে ওই প্রতিবাদ মিছিলের আয়োজন করা হয়। এদিন ব্যানার হাতে প্রতিবাদীরা চালসা, আপার চালসা এলাকা পর্যন্ত ঘোরে।

জলপাইগুড়ি শহরের পাশাপাশি একই ইস্যুতে রাজগঞ্জে মিছিল ও পথসভা করে বামফ্রন্ট। মিছিলটি রাজগঞ্জ পোস্ট অফিস মোড় থেকে শুরু হয়ে রাজগঞ্জ বাজার পরিক্রমা করে। মিছিল শেষে পথসভায় বক্তারা রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে প্রমাণ লোপাট করার চেষ্টার অভিযোগ তুলে প্রতিবাদ জানান। বৃষ্টিভেজা ধূপগুড়ি শহরও প্রতিবাদ মিছিলে গর্জে ওঠে। দুটি বিশাল মিছিলের প্রথমটি আয়োজন করেন সিপিএমের ধূপগুড়ি এরিয়া কমিটির নেতা-কর্মীরা। বিকেলে গণেশ মোড় থেকে শুরু হয়ে কলেজ রোড ধরে বিআর কমপ্লেক্স মোড়ে শেষ হয় মিছিলটি। সন্ধ্যায় স্থানীয় ডাকবাংলো ময়দান থেকে প্রতিবাদ মিছিল শুরু করে ধূপগুড়ি হাইস্কুলের প্রাক্তনী মঞ্চ। এদিন ময়নাগুড়ি সুপার মার্কেটে কংগ্রেস সেবা দলের থেকে প্রতিবাদ সভা করা হয়।

সচেতনতা

মানিকগঞ্জ, ৩ সেপ্টেম্বর : মানব পাচার রুখতে মঙ্গলবার দক্ষিণ বেরুবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের সাতকুড়া উচ্চবিদ্যালয়ে সচেতনতামূলক কর্মশালার আয়োজন করা হয়। বিএসএফের তরফে আয়োজিত ওই কর্মশালায় মূলত মানব পাচার রুখতে স্কুলের পড়ুয়াদের বিভিন্ন বিষয়ে অবগত করা হয়। 'অ্যান্টি হিউম্যান ট্রাফিকিং ইউনিট'-এর সদস্যরা পড়ুয়াদের নিয়ে কর্মশালা করেন। উদ্যোক্তাদের মধ্যে লক্ষ্মণ ডাহিয়া বলেন, 'সোশ্যাল মিডিয়ায় অজানা অচেনা লোকেদের সঙ্গে বন্ধুত্বের প্রবণতা বাড়ছে। এর ফলে এই ডিজিটাল যুগেও মানব বা শিশু পাচারের ঘটনা বেড়ে চলেছে।' প্রধান শিক্ষক বিশ্ববিজয় পাল বলেন, 'বিএসএফের এমন উদ্যোগ খুবই প্রাসঙ্গিক।' শিক্ষক পরিতোষ সেন জানান, শিবিরে পড়ুয়াদের অংশগ্রহণ ছিল দেখার মতো।

আরও সতর্ক দল

নাগরাকাটা, ৩ সেপ্টেম্বর : আরজি কর কাণ্ডের পর রাজ্যজুড়ে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা, মন্ত্রী, জনপ্রতিনিধিদের হামেশাই বেফাঁস মন্তব্য করতে দেখা গিয়েছে। এতে যে আখেরে দলই বিপাকে পড়ছে তা ভালোই জানে শীর্ষ নেতৃত্ব। একেকজনের নানা ধরনের মন্তব্য ঘিরে সোশ্যাল মিডিয়ায় নেটিজেনদের কটাক্ষ, সমালোচনা যেন থামার নয়। রয়েছে মিম-এর বন্যাও। ব্যাকফুটে থাকা শাসকদল এখন তাই বেশ সতর্ক। চিকিৎসক মহল থেকে শুরু করে বুদ্ধিজীবী বা অন্য যে কোনও পেশার মানুষের বিরুদ্ধে কোনও বিরূপ মন্তব্য করা যাবে না। এই মর্মে ফরমান জারি করেছে জলপাইগুড়ি জেলা তৃণমূল কংগ্রেস।

দলের জেলা সভাপতি মহুয়া গোপ বলেন, 'আমাদের এখানে দলের কেউ কারও বিরুদ্ধে কখনোই কোনও বিরূপ মন্তব্য করেনি। আমাদের কাছে সকলেই সম্মাননীয়। তবুও ভবিষ্যতে যাতে দলের সবাই কথা বলার সময় সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করে চলেন, এমন নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রতিবাদ শুধুমাত্র বিজেপি'র বিরুদ্ধে।'

সরকারি পরিষেবা থেকে বঞ্চিত ১৭ হাজার ছিটমহলবাসী

নিজের জমিতেই মালিক নন

জ্যোতি সরকার

জলপাইগুড়ি, ৩ সেপ্টেম্বর : ভারত-বাংলাদেশ ছিটমহল বিনিময়ের প্রায় নয় বছর পেরিয়েছে। অথচ সাবেকি ৫১টি ভারতীয় ছিটমহলের বাসিন্দাদের জমি জরিপের কাজ না হওয়ায় রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকারের সামাজিক পরিষেবামূলক সবরকম কর্মসূচি থেকে বঞ্চিত ১৭ হাজার মানুষ। রাজ্য সরকারের কৃষকবন্ধু, কেন্দ্রীয় সরকারের কৃষক সম্মাননিধি প্রকল্প, ফসল বিমা যোজনার মতো প্রকল্প থেকে কোনও পরিষেবাই পাচ্ছেন না টলেন্দ্রনাথ রায়, সতীশ সরকার, দ্বিজেন কর্মকার, সত্যেন রায়রা। নলগ্রাম, মশালডাঙ্গা, পোয়াতিকুঠি, পাপড়িগাছ, বৈকুণ্ঠপুর সহ অন্য ছিটমহলের বাসিন্দারা জানেন না কবে সাবেকি ছিটমহলের জমি জরিপের কাজ হবে। যদিও ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরের পদস্থ এক কর্তা জানিয়েছেন, বিষয়টি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। জমি জরিপের কাজের আদেশ পাওয়ামাত্রই সংশ্লিষ্ট দপ্তর আদেশ কার্যকর করবে।

ভারত-বাংলাদেশ ছিটমহল বিনিময় হয়েছিল ২০১৫ সালের ৩১ জুলাই। এই বিনিময় চুক্তি অনুযায়ী ভারত পেয়েছিল ৫১টি ছিটমহল এবং বাংলাদেশ পেয়েছিল ১১১টি ছিটমহল। ভারতীয় ভূখণ্ডের সঙ্গে যুক্ত হয় ৭ হাজার একর জমি। বাংলাদেশের ভূখণ্ডের সঙ্গে যুক্ত হয় ১৭ হাজার একর জমি। ভারতকে ১০ হাজার একর জমি ছাড়তে হয়েছিল দ্বিপাক্ষিক স্বার্থেই।

জমিজট

- ভারত-বাংলাদেশ ছিটমহল বিনিময় হয়েছিল ২০১৫ সালের ৩১ জুলাই
- ভারতীয় ভূখণ্ডের বর্তমান বাসিন্দারা জমির মালিক হওয়ার নথি এখনও পাননি
- ফলে তাঁদের চরম দুর্ভোগে পড়তে হচ্ছে
- যদিও ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তর আশ্বাস দিয়েছে

আমরা অসহায় এবং বিপন্নও। নিজভূমে আমরাই পরবাসী। আমাদের জমি অথচ আমাদের কোনও নথি নেই।

- দ্বিজেন কর্মকার

ভারতীয় ছিটমহল ইউনাইটেড কাউন্সিলের প্রাক্তন উপদেষ্টা তথা ছিটমহলের বিষয়ে কাজ করার জন্য ভারত সরকারের সংস্কৃতিমন্ত্রক দ্বারা সম্মানিত হয়ে ফেলোশিপ পান দেবব্রত চাকি। তিনি জানান, ভারতীয় ভূখণ্ডের বর্তমান বাসিন্দারা প্রায় নয় বছর পরেও জমির মালিক হওয়ার নথি হাতে পাননি। ফলে তাঁদের চরম দুর্ভোগে পড়তে হচ্ছে। বিষয়টি সম্পর্কে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে।

সাবেকি ছিটমহল প্রধানত কোচবিহার জেলাতেই। জলপাইগুড়ি জেলাতে একটি সাবেকি ছিটমহল রয়েছে। সর্বত্রই সাবেকি ছিটমহলের বাসিন্দারা জমি জরিপের কাজের দাবিতে সরব হয়েছেন। বাসিন্দা টলেন্দ্রনাথ রায় বলেন, 'আমরা হতদরিদ্র মানুষ। মেয়ের বিয়ের সময়ে টাকার প্রয়োজন হয়। জমি বিক্রি করে যে টাকা জোগাড় করব তার উপায় নেই। প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে আমাদের ফসল প্রায় প্রতি বছরই নষ্ট হয়। সরকারের ফসল বিমা যোজনা থাকলেও এই বিমা যোজনা থেকে আমরা কোনও পরিষেবাই পাই না।'

ভারতীয় নাগরিক হিসাবে আধার কার্ড, প্যান কার্ড, র‍্যাশন কার্ড সব থাকা সত্ত্বেও কেন জমির মালিকানা স্বত্ব পাবেন না বলে প্রশ্ন তোলেন আরেক বাসিন্দা দ্বিজেন কর্মকার। তাঁর কথায়, 'আমরা অসহায় এবং বিপন্নও। নিজভূমে আমরাই পরবাসী। আমাদের জমি অথচ আমাদের কোনও নথি নেই।'

ছিটমহল আন্দোলনের অন্যতম নেতা সারদাপ্রসাদ দাস জানালেন, দক্ষিণ বেরুবাড়ি পঞ্চায়েতের অধীনে বৈকুণ্ঠপুর সাবেকি ছিটমহল। এখানে ৩৫টি পরিবার রয়েছে। এইসব পরিবার ২০০ বিঘা জমিতে চাষ-আবাদ করে। তাঁরা জমি জরিপের কাজ দ্রুত করার দাবি জানিয়ে জেলা শাসক থেকে শুরু করে ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আধিকারিককে দাবিপত্র দিয়েছেন। ছিটমহলের বাসিন্দাদের সমস্যার সমাধান করা জরুরি বলে মনে করেন দক্ষিণ বেরুবাড়ি পঞ্চায়েতের প্রধান সুমিত্রা রায়ও।

তবে সীমান্ত সমস্যা আন্দোলনের প্রবীণ নেতা অন্নকান্ত দাস জানালেন, তাঁরা ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। জমি জরিপের কাজ দ্রুত হবে বলে তাঁদের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

পাখির চোখে বাগডোগরা।। *ছবিটি তুলেছেন শিলিগুড়ির সুমন সরকার।*

পাঠকের লেন্সে

8597258697

picforubs@gmail.com

মশারিতে আটকে বাঁদরছানা

জলপাইগুড়ি, ৩ সেপ্টেম্বর : হঠাৎই এলাকায় একটা যুদ্ধকালীন তৎপরতা দেখতে পেলেন বাসিন্দারা। মঙ্গলবার সকালে জলপাইগুড়ি শহরতলির পাতকাটা কলোনিতে বাঁদরছানা উদ্ধারপর্ব চলল। বাঁদরবাহিনীর অনেকক্ষণের চেষ্টাতেও তারা সফল হতে পারেনি। স্থানীয়রা এগিয়ে এলেও বাঁদরের দল কাছে ঘেঁষতে দেয়নি। শেষে পরিবেশকর্মী বিশ্বজিৎ দত্ত চৌধুরীর প্রচেষ্টায় উদ্ধার হয় বাঁদরছানাটি।

কিন্তু ঠিক কী ঘটেছিল এদিন? স্থানীয়রা জানালেন, প্রায়ই দলবেঁধে বাঁদরের দল এলাকায় এসে হামলা চালাচ্ছে। কখনও বাড়ির রান্নাঘরে ঢুকে অপারেশন চালাচ্ছে। কখনও আবার গাছের ফল নিয়ে হাওয়া হয়ে যাচ্ছে। এদিনও একদল বাঁদর সকালবেলাতেই এলাকায় এসে তাণ্ডব শুরু করে। স্থানীয় অনিল দে'র বাড়ির ছাদে একটি মশারি ধুয়ে শুকোতে দেওয়া হয়েছিল। এক বাঁদরছানা সেই মশারিতে আটকে যায়। তার চিৎকারে মা বাঁদরটি এসে মশারি ছিঁড়ে ফেলে। আরও বাঁদর এলেও বাঁদরছানাটিকে উদ্ধার করতে পারেনি।

স্থানীয়রা সাহায্য করতে এগিয়ে এলে বাকিরা তাঁদের দিকে তেড়ে আসে। তাই পরিবেশকর্মী বিশ্বজিৎ দত্ত চৌধুরীকে ডাকা হয়। স্থানীয় শতরূপা দে বললেন, 'ছাদে টাঙানো মশারিতে আটকে থাকা শিশুটিকে উদ্ধার করার জন্য মা বাঁদরটি আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছিল। দলের অন্য বাঁদরগুলো তাদের ঘিরে রেখেছিল। যাতে কোনও ক্ষতি না হয়। মনে হচ্ছিল, কোনও অপারেশন চলছে।'

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান পরিবেশকর্মী বিশ্বজিৎ দত্ত চৌধুরী। বেশ কিছুক্ষণের চেষ্টায় বাঁদরছানাটিকে উদ্ধার করতে সফল হন বিশ্বজিৎ। মশারির জাল থেকে মুক্ত শিশুটিকে নিয়ে এলাকা থেকে উধাও হয়ে যায় বাঁদরসেনা।

আরেক বাসিন্দা বুদ্ধ দাস বলেন, 'গত চারদিন ধরে এলাকায় সন্তানদের নিয়ে বাঁদরের দল খাবারের সন্ধানে উৎপাত চালাচ্ছে। কিন্তু এদিনের ঘটনাটা ব্যতিক্রমী। মশারির জালে আটকে পড়া বাঁদরছানাকে উদ্ধার করতে মা বাঁদর সহ অন্য বাঁদরগুলোর রণংদেহি চেহারা দেখে একটু ভয়ই লাগছিল।'

অস্বাভাবিক মৃত্যু

জলপাইগুড়ি, ৩ সেপ্টেম্বর : এক মহিলার অস্বাভাবিক মৃত্যুকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল মঙ্গলবার। মৃতার নাম ময়না খাতুন (৩৪)। বাড়ি পাহাড়পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের জালিয়াপাড়া এলাকায়। মৃতার ভাই সাহানুর আলম বলেন, 'দিদি একটি ফিন্যান্স কোম্পানি থেকে প্রায় ৩০ হাজার টাকা লোন নিয়েছিল। দুই বছর পর কোম্পানির ম্যানেজার বলেন, প্রায় ১০ হাজার টাকা বাকি। কিন্তু দিদির সব টাকা শোধ হয়ে গিয়েছিল। এরপর ও ভেঙে পড়ে।' মঙ্গলবার ভোরে বাড়ির বাইরে কাঁঠাল গাছে মহিলাকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান পরিবারের সদস্যরা। পুলিশের হস্তক্ষেপে জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে আসা হলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

আইনজীবীর অভিযোগ

জলপাইগুড়ি, ৩ সেপ্টেম্বর : শ্বশুরবাড়ির বিরুদ্ধে বধূ নির্যাতনের অভিযোগে এক মহিলা সরব হয়েছেন। জলপাইগুড়ি পুরসভা এলাকার বাসিন্দা ওই মহিলা পেশায় আইনজীবী। ১ সেপ্টেম্বরের রাতে স্বামীর সঙ্গে ওই মহিলার বচসা শুরু হয় বলে অভিযোগ। ওই মহিলার অভিযোগ, বচসার মধ্যেই স্বামী সহ শ্বশুরবাড়ির সদস্যরা তাঁকে শারীরিক নির্যাতন করেছেন। ওই মহিলা বলেন, 'মাথায় আঘাত করে আমাকে মেরে ফেলার চেষ্টা করা হয়েছে। কোনওরকমে পালিয়ে প্রাণে বেঁচেছি। ইতিমধ্যেই মহিলা থানায় শ্বশুরবাড়ির সদস্যদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছি।' ওই বধূর অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয়েছে। মহিলা থানার আইসি ডিকি লামু ভুটিয়ার বক্তব্য, 'তদন্ত করে দেখছি।' ওই মহিলার শ্বশুরবাড়ির সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করলেও তাঁদের প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

২০১৪ সালে জলপাইগুড়ি পুরসভা এলাকার বাসিন্দা এক ব্যক্তির সঙ্গে ওই মহিলার বিয়ে হয়। দুই বছর ভালো সংসার চলার পরে হঠাৎ স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির অন্যান্য সদস্যরা তাঁর ওপর মানসিক ও শারীরিক অত্যাচার শুরু করেন বলে অভিযোগ। ওই বধূ বলেন, 'চলতি বছর ১২ জুলাই অত্যাচার চরমে পর্যায় পৌঁছায়। বাবার বাড়ি থেকে লোক এসে আমাকে শ্বশুরবাড়ি থেকে নিয়ে যায়। তারপর ২৬ অগাস্ট শ্বশুরবাড়িতে ফিরে এলে ফের অত্যাচার শুরু হয়। প্রতিবাদ করলে প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি দেওয়া হয়।' জলপাইগুড়ির বার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক বিপুল রায় বলেন, 'ওই মহিলা অভিযোগপত্রের কপি আমাদের দিয়েছেন। শ্বশুরবাড়ির সদস্যরাও যোগাযোগ করেছেন। আইন আইনের পথে চলবে।'

প্রতিযোগিতা

ময়নাগুড়ি ৩ সেপ্টেম্বর : অনূর্ধ্ব-১৪ বালক-বালিকা বিভাগের আন্তঃবিদ্যালয় জেলা পর্যায়ের কাবাডি প্রতিযোগিতা মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত হল। জোনাল কাউন্সিলের পরিচালনায় আমগুড়ি রামমোহন উচ্চতর বিদ্যালয়ের মাঠে এই প্রতিযোগিতায় পাঁচটি স্কুলের মোট ১০টি দল অংশগ্রহণ করে। বালক বিভাগে চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স হয়েছে যথাক্রমে নাথুয়া আশ্রম গভর্নমেন্ট হাইস্কুল ও রাজগঞ্জ কুকুরজান হাইস্কুল। বালিকা বিভাগে চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স হয়েছে যথাক্রমে জলপাইগুড়ি কালিয়াগঞ্জ উত্তমেশ্বর হাইস্কুল ও ময়নাগুড়ি সিঙ্গিমারি সিডি হাইস্কুল।

বাইক দুর্ঘটনা

মালবাজার, ৩ সেপ্টেম্বর : মালবাজার শহরের কালটেক্স মোড় এলাকায় দুর্ঘটনায় তিনজন আহত হন। তাঁদের একজন গুরুতর আহত। আহতদের পরিচয় জানা যায়নি। মঙ্গলবার রাত সাড়ে ৮টা নাগাদ একটি বাইক ছোট গাড়িতে ধাক্কা মারে। আরোহীরা লুটিয়ে পড়েন। মালবাজার হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

হাসপাতালের নিরাপত্তায় পুলিশ ক্যাম্প

সুভাষচন্দ্র বসু

বেলাকোবা, ৩ সেপ্টেম্বর : আরজি কর কাণ্ডের রেশ ছড়িয়েছে রাজ্যের সব মেডিকেল কলেজ এবং হাসপাতালে। চিকিৎসক এবং পড়ুয়াদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে উদ্যোগ নিয়েছে প্রশাসন। বসানো হচ্ছে সিসিটিভি ক্যামেরা। জেলার ব্লক হাসপাতালগুলিতে এবার আলাদাভাবে নিরাপত্তার কথা ভেবে পুলিশ ক্যাম্প বসানোর উদ্যোগ নিলেন জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশ সুপার। জলপাইগুড়ির রাজগঞ্জ গ্রামীণ হাসপাতালে বসানো হবে পুলিশ ক্যাম্প। আরজি কর কাণ্ড থেকে শিক্ষা নিয়ে হাসপাতালগুলোর জন্য আলাদাভাবে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করছে পুলিশ বলা চলে। জেলা পুলিশ সুপার খান্ডবাহালে উমেশ গণপত বলেন, 'চিকিৎসক, রোগী সকলেরই নিরাপত্তার জন্য পুলিশ ক্যাম্প করা হচ্ছে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ঘর দিয়েছে, সেই ঘরটি সংস্কারের কাজ চলছে। সংস্কার হয়ে গেলে এই সপ্তাহ থেকেই চালু করা হবে।'

হাসপাতালের এই ঘরটিতে পুলিশ ক্যাম্প হবে। - সংবাদচিত্র

> এর আগে অনেকবার রোগীর পরিবার কিংবা তাঁর সঙ্গীরা মদ্যপ অবস্থায় এসে হাসপাতালে গণ্ডগোল করেছেন। পুলিশ ক্যাম্পটি চালু হলে চিকিৎসক, নার্স এবং স্বাস্থ্যকর্মীরা নিরাপদ বোধ করবেন। এই উদ্যোগ নেওয়ার জন্য পুলিশ সুপার এবং রাজগঞ্জ আইসিকে ধন্যবাদ।
>
> **রাহুল রায়,** *ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক, রাজগঞ্জ*

রাজগঞ্জ গ্রামীণ হাসপাতালের ওই ক্যাম্পটিতে পুলিশ মোতায়েন থাকবে ২৪ ঘণ্টার জন্য। সেখানে থাকবেন এক এএসআই পদমর্যাদার অফিসার, কনস্টেবল এবং সিভিক ভলান্টিয়ার। রাজগঞ্জ ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক রাহুল রায় জানান, ১৯৬৪ সালে রাজগঞ্জ গ্রামীণ হাসপাতালটি স্থাপিত হয়। এই হাসপাতালে পুরুষ, মহিলা, অন্তঃসত্ত্বা এবং প্রসূতিদের জন্য মোট ৪৫ শয্যার অন্তর্বিভাগ রয়েছে। চিকিৎসকের সংখ্যা হোমিওপ্যাথিক নিয়ে ১০ জন। এছাড়া নার্স রয়েছেন ১১ জন। বিভিন্ন জায়গা থেকে প্রতিদিন বহির্বিভাগে কম করে হলেও ৫০০ রোগী আসেন বলে জানালেন তিনি। তাঁর কথায়, 'এর আগে অনেকবার রোগীর পরিবার কিংবা তাঁর সঙ্গীরা মদ্যপ অবস্থায় এসে হাসপাতালে গণ্ডগোল করেছেন। পুলিশ ক্যাম্পটি চালু হলে চিকিৎসক, নার্স এবং স্বাস্থ্যকর্মীরা নিরাপদ বোধ করবেন। এই উদ্যোগ নেওয়ার জন্য পুলিশ সুপার এবং রাজগঞ্জ আইসিকে ধন্যবাদ।'

এই হাসপাতালটি থেকে রাজগঞ্জ থানার দূরত্ব প্রায় পাঁচ কিলোমিটার। আর বেলাকোবা পুলিশ ফাঁড়ির দূরত্ব প্রায় আট কিলোমিটার। ফলে কোনও দুর্ঘটনা ঘটলে দূরত্বের জন্য তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। তাই স্বাস্থ্যকর্মীদের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে রোগীকল্যাণ সমিতির বৈঠকে একটি পুলিশ ক্যাম্পের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় বলে জানান হাসপাতালের রোগীকল্যাণ সমিতির সভাপতি তথা রাজগঞ্জের বিধায়ক খগেশ্বর রায়। একই কথা বললেন জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক অসীম হালদার।

বিজয়িনী অনুষ্ঠান ক্রান্তি দেবীঝোরা উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে।

বিজয়িনী কর্মসূচি

ক্রান্তি ও মালবাজার, ৩ সেপ্টেম্বর : শনিবার জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশের উদ্যোগ ও ক্রান্তি পুলিশ ফাঁড়ির সহযোগিতায় এবং স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের ব্যবস্থাপনায় ক্রান্তির দেবীঝোরা হাইস্কুলের পড়ুয়াদের নিয়ে বিজয়িনী কর্মসূচি হল। দু'দিন ধরে কর্মসূচি চলবে। মাল পরিমল মিত্র স্মৃতি মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রীদের নিয়েও এই কর্মসূচি হয়।

নিজামে আগুন

মঙ্গলবার সকালে নিজাম প্যালেসের সার্ভিস কোয়ার্টারে আগুন লাগে। দমকলের ইঞ্জিন গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। এখানেই সিবিআইয়ের কলকাতার দপ্তর।

ওসি'কে মারধর

বাইক সরাতে বলায় কলকাতা সংলগ্ন রাজারহাটে এসটিএফের ওসি'কে মারধরের ঘটনা ঘটেছে। খবর পেয়ে রাজারহাট থানার পুলিশ গিয়ে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে।

যৌন নির্যাতন

হুগলির সিঙ্গুরে পাঁচ বছরের শিশুকন্যাকে যৌন নির্যাতনের অভিযোগ উঠেছে এক প্রৌঢ়ের বিরুদ্ধে। শিশুর পরিবারের পক্ষ থেকে থানায় অভিযোগ দায়েরের পর অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

বালুর পরীক্ষা

প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের নতুন করে স্বাস্থ্যপরীক্ষা করাতে চেয়ে কলকাতা হাইকোর্টে আবেদন করেছে ইডি। বুধবার বিকাল ৩টের মধ্যে হাসপাতালে নাম জানাতে বলা হয়েছে।

হাতে হাত রেখে মানবপ্রাচীর। মঙ্গলবার কলকাতায় বাইপাসে।

১৭ কিমি মানববন্ধন

কলকাতা, ৩ সেপ্টেম্বর : আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে মঙ্গলবার পাটুলি, রুবি, সন্তোষপুর কানেক্টার থেকে পরমা আইল্যান্ড হয়ে উলটোডাঙা, প্রায় ১৭ কিলোমিটার রাস্তাজুড়ে মানববন্ধনের সাক্ষী হল রাজপথ। মিছিল থেকে প্রতিবাদের স্লোগান তোলা হল। হাতে হাত রেখে মানবপ্রাচীর তৈরি হল। এদিন রাজাবাজার থেকে আরজি কর পর্যন্ত প্রতিবাদ মিছিলের ডাক দেয় বামফ্রন্টও। কিন্তু সেই কর্মসূচি ঘিরে ধুন্ধুমার হয়। পুলিশ মিছিল এগোতে বাধা দেওয়ায় শ্যামবাজার মোড়ে অবস্থান বিক্ষোভে বসে পড়েন বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু, সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম সহ বামফ্রন্ট নেতৃত্ব।

ইএম বাইপাস বরাবর মানববন্ধনের ডাক দেন বিভিন্ন বেসরকারি হাসপাতালের চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীরা। তাতে যোগ দেন সাধারণ মানুষও। হাতে হাত ধরে মানবপ্রাচীর তৈরি করা হয়। সকলে স্লোগান দিতে থাকেন, 'আমার স্বর, তোমার স্বর, জাস্টিস ফর আরজি কর।' সাম্প্রতিক অতীতে এহেন মানববন্ধন কর্মসূচি দেখা যায়নি।

শ্যামবাজার মেট্রো গেট থেকে পাঁচ মাথার মোড় পর্যন্ত আগে থেকেই লাঠি, ঢাল, কাঁদানে গ্যাস নিয়ে প্রস্তুত ছিল পুলিশ। খান্না মোড়ে মিছিল পৌঁছোলে পুলিশি বাধা উপেক্ষা করে ব্যারিকেড ভেঙে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন বাম নেতৃত্ব। পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি বাধে। সেখান থেকে একটু এগিয়ে পাঁচমাথা মোড়ে অবস্থান বিক্ষোভ শুরু করেন তাঁরা। সেখানে ম্যাটাডরের ওপর দাঁড়িয়ে বক্তব্য রাখে সিপিএম নেতৃত্ব। মহম্মদ সেলিম বক্তব্য রাখার সময় নেতাজি মূর্তির নীচে দাঁড়িয়ে এক মহিলা প্রশ্ন করেন, 'আপনারা রাজনীতির কথা কেন বলছেন? ধর্ষণের বিচারের কথা বলুন। একে অন্যকে দোষারোপ করছেন কেন?' সেই সময় দু'তিন জন মহিলা সমর্থক তাঁকে সভাস্থল থেকে সরিয়ে দূরে নিয়ে যান। এক সিপিএম নেত্রী জানান, মহিলা অসংলগ্ন কথা বলছিলেন তাই তাঁকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। এদিন এসইউসিআইয়ের ছাত্র সংগঠন এআইডিএসও-এর তরফে কলেজ স্কোয়ার থেকে মিছিল করা হয়।

অভিনয় আর প্রতিবাদ এক নয় : কিঞ্জল

দীপ সাহা

'আমরা করব জয়' গাইতে গাইতে লালবাজারের দিকে একটু একটু করে এগিয়ে চলেছেন জুনিয়ার ডাক্তাররা। ঠিক প্রথমের সারিতেই নজর কাড়ছেন চলচ্চিত্র জগতের এক পরিচিত মুখ। একগাল দাড়ি, কণ্ঠ তাঁর ভারী। হাতে কলকাতা পুলিশের প্রতীকী শিরদাঁড়া। স্লোগানে অনবরত গলার শিরা ফুলে উঠছে তাঁর।

তিনি কিঞ্জল নন্দ। একাধারে চিকিৎসক এবং অভিনেতা। আরজি কর কাণ্ডের প্রেক্ষিতে ডাক্তারদের আন্দোলনের অন্যতম মুখও তিনি। কলকাতার পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েলের পদত্যাগের দাবিতে সোম ও মঙ্গলবারের লালবাজার অভিযানে সবথেকে বেশি আলোচনায় তিনি।

মাসকয়েক আগে বাংলার একটি জনপ্রিয় ওটিটি প্ল্যাটফর্মে মুক্তি পেয়েছিল কিঞ্জল অভিনীত ওয়েব সিরিজ 'ছবি বিশ্বাস'। সেখানে কলকাতা পুলিশের সাব-ইনস্পেকটর এস চৌধুরীর ভূমিকায় নজর কেড়েছিলেন। এদিন সেই অভিনেতা কিঞ্জলকেই যখন চিকিৎসকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে কলকাতা পুলিশের বিরুদ্ধে সরব হতে দেখা গেল, তখন চর্চা শুরু হয়েছে নেটনাগরিকদের মধ্যে। বিষয়টিকে অবশ্য মেলাতে নারাজ কিঞ্জল। উত্তরবঙ্গ সংবাদকে মুঠোফোনে বললেন, 'অভিনয় অভিনয়ের জায়গায়, আর চিকিৎসক হিসেবে এই আন্দোলনটা একেবারে অন্য জায়গায়। তাই দুটোকে গুলিয়ে ফেলা উচিত নয় কখনোই।' তাঁর সংযোজন, 'কলকাতা পুলিশ যে এই ঘটনায় ব্যর্থ, তারা তা কার্যত মেনে নিয়েছে। পুলিশ আমাদের বহু প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেনি। সেই কারণে আমরা যে প্রতীকী মেরুদণ্ড নিয়ে আন্দোলন করছি, সেটা লালবাজারেই রেখে এসেছি।

মঙ্গলবার তখন দুপুর দুটো। কলকাতার ফিয়ার্স লেনের কাছে আন্দোলনরত চিকিৎসকদের সঙ্গে কথা বলতে এগিয়ে এলেন কলকাতা পুলিশের জয়েন্ট কমিশনার রূপেশ কুমার। সেখানেও চিকিৎসকদের মুখ হয়ে দেখা গিয়েছে কিঞ্জলকে। পরবর্তীতে জুনিয়ার ডাক্তারদের একটি প্রতিনিধিদল লালবাজারে দেখা করতে যায় পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েলের সঙ্গে। ঘণ্টাখানেক আলোচনা হলেও তাতে হতাশ কিঞ্জল। তাঁর কথায়, 'আমরা বহু প্রশ্ন রেখেছিলাম ওঁর সামনে। কিন্তু উনি অনেক প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেননি। আমরা আমাদের দাবিতে অনড়। তাই বিক্ষোভ উঠলেও আন্দোলন আন্দোলনের মতোই চলবে।'

পুলিশের বেশে কিঞ্জল নন্দ, যাঁকে দেখা গিয়েছে ওয়েব সিরিজ 'ছবি বিশ্বাস'-এ। আদতে চিকিৎসক, আন্দোলনকারীদের অন্যতম মুখ।

২০১০ সালে কেপিসি মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস হন কিঞ্জল। চিকিৎসক হিসেবে কর্মজীবন শুরুর সঙ্গে সঙ্গেই চালিয়ে গিয়েছেন থিয়েটার। নজর কেড়েছেন একাধিক সিনেমা ও ওয়েব সিরিজেও। এখন আরজি কর মেডিকেল কলেজ থেকেই মাইক্রোবায়োলজিতে এমডি করছেন তিনি। জুনিয়ার ডাক্তারদের আন্দোলনের শুরু থেকেই প্রথম সারিতে দেখা গিয়েছে তাঁকে। কিঞ্জল-ঘরনি নম্রতা ভট্টাচার্যও ডাক্তার। তাঁরা একসঙ্গেই পড়াশোনা করেছেন কেপিসি মেডিকেল কলেজে।

গত কয়েকদিনের আন্দোলনে ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত কিঞ্জলরা। কিন্তু 'কিছুতেই থামব না', প্রতিজ্ঞাবদ্ধ তিনি। মঙ্গলবার আন্দোলনের একটি ধাপ শেষে সেকথাই স্পষ্ট করে বলছেন উত্তরবঙ্গ সংবাদকে।

ভারতীয় উপমহাদেশের চলচ্চিত্রের জনক হীরালাল সেনের বায়োপিক 'হীরালাল' সিনেমায় অসাধারণ অভিনয় দক্ষতা দেখিয়ে সমালোচকদেরও মুখ বন্ধ করে দিয়েছিলেন অভিনেতা কিঞ্জল। তারপর ৮/১২ বিনয় বাদল দীনেশ, ব্যোমকেশ হত্যামঞ্চ, কর্ণসুবর্ণের গুপ্তধন, দ্য বেঙ্গল স্ক্যাম : বীমা কাণ্ড, ছবি বিশ্বাসের মতো একাধিক ওয়েব সিরিজ ও সিনেমায় সাবলীল অভিনয় করে নজর কেড়েছেন দর্শকদের। সেই কিঞ্জলকেই যখন রাজ্যের অন্যতম প্রতিবাদী মুখ হিসেবে খবরে দেখছেন অনুরাগীরা, তখন প্রশংসায় ভরিয়ে দিচ্ছেন তাঁকে।

আন্দোলন চলাকালীন নিজের সদ্য মুক্তি পাওয়া ওয়েব সিরিজ 'কাঁটায় কাঁটায়'-এর পোস্টার পোস্ট করে নিন্দুকদের সমালোচনার মুখেও পড়তে হয়েছে তাঁকে। 'রাজনৈতিক পোস্টে' তাঁকে বিঁধেছেন কুণাল ঘোষও। সেসবকে অবশ্য তোয়াক্কাই করছেন না কিঞ্জল। ভারী কণ্ঠেই বলে উঠলেন, 'কিছু লোক সমালোচনা করতেই থাকবে। ওসবকে স্রেফ পাত্তাই দিচ্ছি না এখন। আমাদের লক্ষ্য, সুবিচার।'

বেফাঁস মন্তব্য চান না অভিষেক

কলকাতা, ৩ সেপ্টেম্বর : ২৮ অগাস্ট তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসের সমাবেশ থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, 'বিরোধীদের কুৎসা, অপপ্রচার রুখতে লড়াইয়ে নামতে হবে দলীয় জনপ্রতিনিধিদের। যেভাবে সমাজমাধ্যমে বিরোধীরা কুৎসা, অপপ্রচার করছে, তার প্রতিবাদ জানাতে হবে।' তারপর থেকেই দলীয় জনপ্রতিনিধিরা সবাই সরব হতে শুরু করেন। আর এতেই সমস্যা বাড়ে। পরিস্থিতি সামাল দিতে আসরে নামতে হয়েছে দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে। এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করে অভিষেক জানিয়ে দিয়েছেন, আন্দোলনকারীদের সম্পর্কে কুকথা বলা যাবে না। আন্দোলনকারীদের প্রতি তাঁর সমর্থনের কথাও জানিয়ে দিয়েছেন অভিষেক। তবে বিরোধীরা সামাজিক মাধ্যমে যেভাবে তৃণমূলকে আক্রমণ করছে, তার মোকাবিলায় জনপ্রতিনিধিদের আরও সক্রিয় হতে নির্দেশ দিয়েছেন।

বিনীত সরছেন, দাবি শুভেন্দুর

কলকাতা, ৩ সেপ্টেম্বর : আরজি কর মামলাকে রাজ্যের বাইরে নিয়ে যাওয়ার দাবি জানালেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। এদিন ধর্নামঞ্চে শুভেন্দু বলেন, 'রোজভ্যালির মতো এই মামলার বিচারকেও অন্য রাজ্যে নিয়ে যেতে হবে। তার জন্য প্রয়োজনে সিবিআইয়ের ডিরেক্টরকেও আমি চিঠি লিখব।' একইসঙ্গে শুভেন্দু দাবি করেছেন, কলকাতা পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েলের ইস্তফা দেওয়া এখন সময়ের অপেক্ষা।

অসন্তোষ বিচারপতির

কলকাতা, ৩ সেপ্টেম্বর : রাজ্যে নিয়মিতভাবে অস্থায়ী কর্মী নিয়োগ নিয়ে উষ্মা প্রকাশ করল কলকাতা হাইকোর্ট। মঙ্গলবার প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম ও বিচারপতি হিরণ্ময় ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চ মন্তব্য করে, 'সর্বত্র কীভাবে চুক্তির ভিত্তিতে কর্মী নিয়োগ করা যেতে পারে রাজ্যে? দেশের বাকি কোথাও তো এভাবে নিয়োগ প্রক্রিয়া হয় না? পুলিশ, পুরসভা, পিডব্লিউডি সহ একাধিক ক্ষেত্রে অস্থায়ী চুক্তিভিত্তিক কর্মী নিয়োগ করে রাজ্য।'

রিপোর্ট তলব

কলকাতা, ৩ সেপ্টেম্বর : ১৪ অগাস্ট মহিলাদের রাত দখলের কর্মসূচির মধ্যেই আরজি কর হাসপাতালে ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে। সেই সময় রুমা দাস নামে এক তরুণীকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। এই ঘটনায় কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয় তাঁর পরিবার। সেই তরুণীকে কেন গ্রেপ্তার করা হল তা নিয়ে ৫ সেপ্টেম্বর রাজ্যকে রিপোর্ট দিতে বলেন বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজ।

বিধানসভার অধিবেশনে কেন্দ্র বনাম রাজ্যের তর্ক

মমতা-শুভেন্দুর বাগযুদ্ধ

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায় ও অরূপ দত্ত

কলকাতা, ৩ সেপ্টেম্বর : একসময় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্ত্রীসভার চারটি গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের মন্ত্রী। হাওড়া রিভার ব্রিজ কমিশন, হলদিয়া উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ সহ একাধিক সংস্থার চেয়ারম্যান। মমতার অত্যন্ত বিশ্বস্ত ছিলেন শুভেন্দু অধিকারী। কিন্তু ২০২০ সালের ১৯ ডিসেম্বর দল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেওয়ার পর থেকেই মমতা-শুভেন্দু যেন সাপে-নেউলে সম্পর্ক।

২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে নন্দীগ্রাম কেন্দ্র থেকে শুভেন্দুর বিরুদ্ধে লড়াই করে ১,৯৫৬ ভোটে হেরে যান মমতা। মঙ্গলবার ধর্ষণ-বিরোধী কঠোর আইন 'অপরাজিতা নারী ও শিশু বিল' (পশ্চিমবঙ্গ ফৌজদারি আইন ২০২৪) নিয়ে মমতা ও শুভেন্দুকে কার্যত মুখোমুখি লড়াইয়ে দেখল বিধানসভা। বিলকে সমর্থন করেও মুখ্যমন্ত্রীকে বিঁধতে ছাড়লেন না বিরোধী দলনেতা। মনে করালেন বুদ্ধবাবুর সেই উক্তি, 'আমরা ২৩৫, তোমরা ৩০। কে আমাদের রুখবে?' শুভেন্দুর কথা শেষ হতে না হতেই ট্রেজারি বেঞ্চ থেকে উঠে হাত নেড়ে তাঁর কথায় প্রতিবাদ করে মমতা বলেন, 'মোটেই অহংকার করছি না। বরং আপনাদের কেন্দ্রীয় সরকার নারী সুরক্ষায় সম্পূর্ণ ব্যর্থ।'

এদিন বেলা সাড়ে ১১টা নাগাদ বিল পেশ করেন আইনমন্ত্রী মলয় ঘটক। বিলকে সমর্থন করেও কিছু সংশোধনী আনার জন্য আবেদন জানান বিরোধী দলনেতা। সেই নিয়ে চর্চা শুরু হয়। পার্ক স্ট্রিট কাণ্ড থেকে তৃণমূল সরকারের আমলে ঘটা একাধিক ধর্ষণ কাণ্ডে মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্যের পেপার কাটিংয়ের অংশ তুলে এদিন মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানান শুভেন্দু।

তাঁর দাবি, ওইসব ঘটনাকে কোথাও 'ছোট্ট ঘটনা', কোনওটিকে 'দুষ্টু ছেলেদের কাজ' বলে মন্তব্য করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। এর থেকেই মুখ্যমন্ত্রী ও এই সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্ট। শুভেন্দুর এই পেপার কাটিং তুলে সরব হওয়া নিয়েই সংঘাতের শুরু শাসক দলের সঙ্গে।

এরপর বিলের সপক্ষে বক্তব্য রাখতে উঠে কার্যত শুভেন্দুকে আক্রমণ শুরু করেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ বন্ধ রাখেননি শুভেন্দুও। তিনিও বারবার মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য থামিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন। বিরোধী দলনেতাকে আসনে বসার জন্য বারবার অনুরোধ করতে শোনা যায় বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়কে। মমতাও চিৎকার করে বলেন, 'এত অধৈর্য কেন? বিরোধী দলনেতাকে আমার কথা আগে শুনতে হবে।'

এরপরই শুভেন্দুর কটাক্ষ, 'সংখ্যা শেষ কথা বলে না। শেষ কথা বলে জনগণ। বুদ্ধদেববাবু বলেছিলেন, আমরা ২৩৫, তোমরা ৩০। তখন আমিও ছিলাম। এই বিল নতুন কিছু নয়। এই বিল হল আন্দোলন থামাও, সরকার বাঁচাও, নজর ঘোরাও। ৯ অগাস্ট ৩৬ ঘণ্টা ডিউটি। খুন করা হয়েছে সরকারি কাস্টডিতে। দেশজুড়ে প্রতিবাদ হচ্ছে। পাকিস্তানের ডাক্তারদের সংগঠন বিবৃতি দিচ্ছে। এই লজ্জা রাখব কোথায়? সরকারি জায়গায় যেভাবে ডিউটিতে ডেকে নিয়ে এসে চিকিৎসক ছাত্রীকে পাশবিক অত্যাচার করে হত্যা করা হয়েছে, তার নিন্দা হওয়া উচিত। সারা বিশ্ব থেকে যে প্রতিক্রিয়া আসছে, তাতে আমাদের মুখ লুকোনোর জায়গা নেই। আমরা জাস্টিস চাই। পুলিশ কমিশনারের পদত্যাগ চাইছি।'

তখন শুভেন্দুর এই কথা শুনেই মুখ্যমন্ত্রী চিৎকার করে বলেন, 'আমরাও দোষীদের শাস্তি চাই। আমরা চাই দোষীদের ফাঁসি হোক। কামদুনিতেও আমরা দোষীদের ফাঁসি দাবি করেছিলাম। কিন্তু ধর্ষণ, খুনের মতো নৃশংস ঘটনায় বিজেপি এবং সিপিএম রাজনীতি চালাচ্ছে। বিরোধিতা ও প্রতিবাদের রাজনীতিতে কে একনম্বর সেই প্রতিযোগিতায় নেমেছে ওরা।'

মমতার এই কথা শুনেই বিরোধী বেঞ্চ থেকে বিজেপি সদস্যরা হল্লা জুড়ে দিলে মমতা হাতজোড় করে বলেন, 'তোমাদের বলছি, আমাদের কথা শোনো। চুপ না করলে আমি কথা বলব না। আমরা ক্ষমতায় আসার পর ৩৯টি মহিলা থানা করেছি।'

এদিন মুখ্যমন্ত্রী যখন ভাষণ দিচ্ছিলেন, তখন দেখা গেল পুরোনো 'অগ্নিকন্যা'কে। বহুদিন পর এমন পরিণত, সুসংবদ্ধ, আবেদনশীল অথচ আক্রমণাত্মক বক্তৃতা দিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যদিও বারবার উত্তেজনায় কাঁপছিলেন তিনি।

আন্দোলনের নানা মুহূর্ত...

(১) যাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন সেই পুলিশই জল দিল আন্দোলনকারীদের। (২) তখন ব্যারিকেড সরানো হচ্ছে। (৩) লালবাজারের পথে আন্দোলনকারীরা। মঙ্গলবার। ছবি : রাজীব মণ্ডল ও আবির চৌধুরী

ধর্ষণ-বিলে কেন্দ্রবিরোধী ছক মুখ্যমন্ত্রীর

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ৩ সেপ্টেম্বর : পরিস্থিতি মোকাবিলায় দলকে কেন্দ্র-বিরোধিতার সুরেই বেঁধে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আরজি কর কাণ্ডে পরিস্থিতি লাগাতার জটিল হওয়ার আশঙ্কায় এই কৌশলই নিলেন তিনি। কার্যত মুষড়ে পড়া দলীয় নেতা-কর্মীদের কিছুটা চাঙ্গা করতেই মঙ্গলবার বিধানসভায় ধর্ষণ-বিরোধী কড়া বিল পাশের পদক্ষেপ তাঁর। এই ধরনের কড়া আইন কেন্দ্রের হাতে না থাকাটাই যে চরম ব্যর্থতা, সেই প্রচারকেই হাতিয়ার করে এবার 'ড্যামেজ কন্ট্রোলে' এগোতে চান তিনি। কেন্দ্র-বিরোধিতার পাশাপাশি এব্যাপারে ব্যর্থতার জন্য মঙ্গলবার বিধানসভায় দাঁড়িয়েই প্রধানমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পদত্যাগ চেয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তৃণমূল সূত্রের খবর, আরজি কর কাণ্ডের মোকাবিলায় সরকার ও দলের 'চরম অস্বস্তি' কাটাতে এই প্রচারকেই সামনে আনতে চান তিনি। মঙ্গলবার থেকে প্রচার প্রস্তুতি শুরুও হয়ে গিয়েছে দলে। দলের 'সেনাপতি' অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে এই বিষয়ে একান্তে কথাও হয়েছে মুখ্যমন্ত্রী তথা দলনেত্রীর।

কেন্দ্র-বিরোধিতার সুর তুলে সম্প্রতি লোকসভা ভোটে রাজ্যে ভালোরকম 'ডিভিডেন্ড' পেয়েছে দল। কেন্দ্র-বিরোধিতার সুরকে কাজে লাগাতে পারলে আগামী দিনেও তা মিলবে বলে নিশ্চিত দলনেত্রী ও অভিষেক। রাজনৈতিক মহলের ধারণা, আরজি কর ইস্যু মোকাবিলাতেও সেই কেন্দ্র-বিরোধিতাকেই অস্ত্র করছে তৃণমূল। ধর্ষণের মতো জঘন্য অপরাধ দমনে কেন্দ্রের সদর্থক আইন ও পদক্ষেপ কোথায়, এই প্রশ্নই এখন জনমানসে প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস শুরু করেছে দল। এর পালটা রাজ্যের শাসক দল 'অপরাজিতা' বিল আনাতেই পরিষ্কার দুই সরকারের ফারাক, এই কথাটাই এখন মানুষের মনে ঢুকিয়ে দিতে চান তৃণমূল নেতারা।

শংসাপত্র মামলা

কলকাতা, ৩ সেপ্টেম্বর : ২০১০ সালের পর থেকে রাজ্যের দেওয়া সমস্ত ওবিসি শংসাপত্র বাতিলের নির্দেশ দিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্ট। সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হয়েছে রাজ্য সরকার। কিন্তু হাইকোর্টের নির্দেশের ওপর কোনও স্থগিতাদেশ দেয়নি সুপ্রিম কোর্ট।

এরই মধ্যে রাজ্যের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে বাতিল হওয়া ওবিসি-এ এবং ওবিসি-বি শংসাপত্রের ভিত্তিতে ভর্তি প্রক্রিয়া চলছে বলে অভিযোগ। বিষয়টি নিয়ে মঙ্গলবার প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম ও বিচারপতি হিরণ্ময় ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন আইনজীবী সুবীর সান্যাল।

প্রধান বিচারপতি মামলা দায়েরের অনুমতি দিয়েছেন। বৃহস্পতিবার মামলাটি শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে।

আজ টিভিতে

তিয়াশার মা স্যান্যাল বাড়ির সবাইকে জানান তিয়াশা এবং কুণালের বিয়ে পিউ দেবে। প্রাচীনপন্থী নীহাররঞ্জন এই কথা মেনে নিতে পারেন না। **মধুর হাওয়া সোম থেকে শনি সন্ধ্যা ৭টায় আকাশ আটে**

ধারাবাহিক

জি বাংলা : বিকেল ৪.৩০ রন্ধনে বন্ধন, ৫.০০ দিদি নাম্বার ১, সন্ধ্যা ৬.০০ পুবের ময়না, ৬.৩০ কে প্রথম কাছে এসেছি, ৭.০০ জগদ্ধাত্রী, ৭.৩০ ফুলকি, রাত ৮.০০ নিমফুলের মধু, ৮.৩০ কোন গোপনে মন ভেসেছে, ৯.০০ ডায়মন্ড দিদি জিন্দাবাদ, ৯.৩০ মিঠিঝোরা, ১০.১৫ মালা বদল
স্টার জলসা : সন্ধ্যা ৬.০০ তেঁতুলপাতা, ৬.৩০ গীতা এলএলবি, ৭.০০ কথা, ৭.৩০ বঁধুয়া, রাত ৮.০০ উড়ান, ৮.৩০ রোশনাই, ৯.০০ শুভ বিবাহ, ৯.৩০ অনুরাগের ছোঁয়া, ১০.০০ হরগৌরী পাইস হোটেল, ১০.৩০ চিনি
কালার্স বাংলা : বিকেল ৫.০০ ইন্দ্রাণী, সন্ধ্যা ৬.০০ রাম কৃষ্ণা, ৭.০০ সোহাগ চাঁদ, ৭.৩০ ফেরারি মন, ৮.০০ শিবশক্তি, ৯.০০ স্বপ্নডানা
আকাশ আট : সন্ধ্যা ৬.০০ আকাশ বার্তা, ৭.০০ মধুর হাওয়া, ৭.৩০ সাহিত্যের সেরা সময়-বউচুরি, রাত ৮.০০ পুলিশ ফাইলস
সান বাংলা : সন্ধ্যা ৭.০০ বসু পরিবার, ৭.৩০ আকাশ কুসুম, রাত ৮.০০ দ্বিতীয় বসন্ত, ৮.৩০ কনস্টেবল মঞ্জু, রাত ৯.০০ অনামিকা

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.০০ কিরণমালা, দুপুর ১.০০ পাওয়ার, বিকেল ৪.১০ শয়তান, সন্ধ্যা ৭.১০ রংবাজ, রাত ১০.১০ লাভেরিয়া
কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ প্রতারক, দুপুর ১.০০ সেজ বউ, বিকেল ৪.০০ আপন হল পর, সন্ধ্যা ৭.০০ ফাইটার, রাত ১০.০০ চ্যালেঞ্জ
জি বাংলা সিনেমা : সকাল ১১.৩০ ১০০% লাভ, দুপুর ২.৩০ সৎ মা, বিকেল ৫.২০ মধুমালতী, রাত ৮.০০ বিশ্বাসঘাতক, রাত ১০.৩৫ সুবর্ণলতা
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ অঞ্জলি
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ আঘাত
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ জামাইবাবু

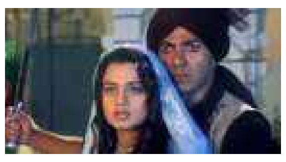

গদর সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিটে অ্যান্ড পিকচার্সে

ফাইটার সন্ধ্যা ৭টায় কালার্স বাংলা সিনেমায়

রংবাজ সন্ধ্যা ৭.১০ মিনিটে জলসা মুভিজে

স্পাইডারম্যান : নো ওয়ে হোম দুপুর ১২.৫২ মিনিটে সোনি পিক্সে

বুধবার, ১৮ ভাদ্র ১৪৩১, ৪ সেপ্টেম্বর ২০২৪

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

■ ৪৫ বর্ষ ■ ১০৮ সংখ্যা

সব অর্থেই বেলাগাম

তৃণমূলের অন্দরের অবস্থাটা এখন সুকুমার রায়ের 'হ য ব র ল' বললেও কম বলা হয়। দলনেত্রী তাঁর ফোঁস মন্তব্যের ব্যাখ্যা দিয়েছেন ভাষণের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে। কিন্তু ততক্ষণে ফোঁসের সবুজ সংকেতে উল্লাস ছড়িয়ে পড়েছে ঘাসফুল শিবিরে। ক্ষমতায় আসার পর থেকে দলের সর্বস্তরে বিরোধী নিধনের দক্ষযজ্ঞ শুরু হয়েছিল। সেই সংস্কৃতিতে বেড়ে উঠেছে তৃণমূলের নব্য প্রজন্ম। পুরোনোরা বাংলায় শূন্য বিরোধী পরিসরের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করার স্রোতে গা ভাসিয়েছেন।

ফলে বিরোধীরা মাথা উঁচু করে কথা বলবে, তা মেনে নেওয়া এই অভ্যাসের ধ্বজাধারীদের পক্ষে কঠিন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের না কামড়ালেও ফোঁস করতে বলা সেই ধ্বজাধারীদের মনের কথার সঙ্গে মিলে গেল। অমনি 'গো অ্যাজ ইউ লাইকে'র মতো বিরোধীদের উদ্দেশে বেলাগাম মন্তব্যের ফোয়ারা ছুটতে লাগল। মন্ত্রিত্বে থেকেও উদয়ন গুহ বলে বসলেন, কেউ একবার দংশন করলে পাঁচবার দংশন করতে হবে।

দলের বিধায়ক লাভলি মৈত্র কার্যত বদলা নেওয়ার বার্তা দিলেন। তাঁর ভাষায়, ২০১১-তে বদল এসেছিল। ২০২৪-এ আবার আসবে। তাঁর রক্তে যেন বদলার জিন জেগে উঠেছে। বিধায়কের 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিকে কেউ আঙুল তুললে তাঁর আঙুল কীভাবে নামাতে হয় আমরা জানি' মন্তব্য সেই জিনের পরিচয়বাহী। উত্তর ২৪ পরগনার আরেক নেতা অশোক সরকারের হুমকি কার্যত নজিরবিহীন। বিরোধীদের মা-বোনেদের কুৎসা রটিয়ে বাড়িতে পোস্টার সাঁটিয়ে আসার আর বেশিদিন বাকি নেই।

বাঁকুড়ার অরূপ চক্রবর্তী আবার এ সব প্রতিবাদের সঙ্গে কুকুরের ঘেউ ঘেউয়ের তুলনা করেছেন। এ সব বললে প্রায় একই ভাষায় জবাব দেওয়া অনেক বিরোধী দলেরও সংস্কৃতি। কুকথা, অশালীন ভাষা, হুমকি ইত্যাদিতে শাসক শিবিরের অনেক নেতার চেয়ে বিরোধীদের অনেকে কম যান না। প্রায় একই সংস্কৃতির অনুশীলনে যুক্ত থাকার সুবাদে উভয় শিবিরের গায়ে এর আঁচ লাগে না। বরং এ সব তাদের কাছে উপভোগ্য, বিনোদনের উপকরণ হয়ে ওঠে।

কিন্তু তৃণমূল জমানায় এই প্রথম ভিন্ন এক বিরোধী স্বর উঠে আসছে। যে স্বর নাগরিকের, সচেতন জনতার। যাঁরা শুধু চিকিৎসক নন, শুধু চলচ্চিত্র, নাটক বা টেলিভিশন কিংবা বাচিকশিল্পী নন। সেই আমজনতার শানিত চেতনার স্বর ক্রমে প্রবল হয়ে উঠছে। লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের ঘেরাটোপে মহিলাদের আক্ষেপ, দুঃখকে আর বেঁধে রাখা সম্ভব হচ্ছে না। রাত দখল অভিযানে শাসক শিবির, রাজ্য প্রশাসনের ওপর অনাস্থা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

শুধু হুজুগ বা হিড়িক বলে তাচ্ছিল্য করে যাকে আর ঠেকানো সম্ভব নয়। তা উপলব্ধি করে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে আসরে নামতে হল দলের কিছু বেলাগাম নেতা-কর্মীর লাগাম টেনে ধরতে। দলীয় জনপ্রতিনিধিদের নম্র ও সহানুভূতিশীল হওয়ার বার্তা দিয়েছেন তিনি। বিশেষ করে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত (মেডিকেল ফ্র্যাটারনিটি) ও নাগরিক সমাজের বিরুদ্ধে কুমন্তব্য না করার জন্য অভিষেকের 'আদেশ'টি প্রণিধানযোগ্য।

সংকটের মাত্রা কোন স্তরে পৌঁছালে এই সাবধানবাণী উচ্চারণ করতে হয়, তা বোঝা সহজ। নাগরিক স্বরের বিরুদ্ধে না গিয়ে বরং আমজনতার ভাষাতেই প্রতিবাদের স্রোতে গা ভাসানোর বার্তা অভিষেকের কথায় স্পষ্ট। যতক্ষণ অপরাধীদের শাস্তি না হয়, 'ততক্ষণ পর্যন্ত থামব না' মন্তব্যে সেই বার্তা জলের মতো পরিষ্কার।

তবে আস্ফালন, বিরোধী স্বর দাবিয়ে রাখার সংস্কৃতিতে অভ্যস্ত শাসক শিবিরের অধিকাংশকে এই অভিষেকীয় পরামর্শ আটকে রাখতে পারবে কি না সন্দেহ। কেননা, সংসদীয় গণতন্ত্রে বিরোধীদের নিয়ে চলা, সহমর্মিতা, সহিষ্ণুতার সংস্কৃতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে চললে তৃণমূলের অধিকাংশের অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে যেতে পারে।

অমৃতধারা

যা মানুষকে সত্যতত্ত্ব উপলব্ধি ও মুক্তিলাভ সমর্থ করে তা-ই ধর্ম। সাধারণ লোকের ধর্ম বলে যা বিশ্বাস করে ও মেনে চলে – সেসবের মধ্যে ধর্মের আসল ভাব নেই। ওসব হচ্ছে কতকগুলো যুক্তিহীন প্রথা ও আচার নিয়ম। সাধারণ লোকেদের মধ্যে আসল ধর্ম নেই- আছে ধর্মের নামে গোঁড়ামি, সংকীর্ণতা ও দলাদলি। ধর্ম ও ধর্মের নামে সাম্প্রদায়িকতা কখনোই এক জিনিস নয়। ধর্ম হচ্ছে সত্যনিষ্ঠা, সংযম ও পবিত্রতার ফলে সত্যকে উপলব্ধি করা। সাম্প্রদায়িকতা হচ্ছে ধর্ম বিশ্বাসের নামে গোঁড়ামি, কুসংস্কার ও যুক্তিহীন আচার-নিয়মে অভিভূত হয়ে থাকা। ধর্মকে জানতে হলে চাই ষোলআনা সাধন-ভজন। মনের ভেতরে কুভাব, কুচিন্তা, হিংসা থাকলে ধর্মলাভ শুধু কথার কথা। সত্য ও অসত্য গোঁজামিল দিয়ে ধর্ম হয় না।

--স্বামী অভেদানন্দ

আলোচিত

আপনারা আমাকে যা যা বলছেন, তা যদি আমার দলের লোকেরা প্রধানমন্ত্রী আর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে বলত, তাহলে কেমন লাগবে? এই বিল একটা ইতিহাস। প্রধানমন্ত্রী পারেননি। আমরা পারলাম। প্রধানমন্ত্রী দেশের লজ্জা! উনি মেয়েদের রক্ষা করতে পারেননি। আমাকে কটুকথা বললে আমার কিছু যায় আসে না। কিন্তু বাংলা মাকে বদনাম করবেন না। -মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

ভাইরাল

পাকিস্তানের এক বিমানের পাইলট ককপিটের কাচ পরিষ্কার করছেন মুখ বাড়িয়ে। এই ভিডিও ভাইরাল। ককপিটের কাচে জল লেগে যাওয়ায় এই বিপত্তি। এমন ঘটনা অনেক দেশেই ঘটে। তবে এখানে পাইলটকে হাইওয়ের ড্রাইভারের সঙ্গে তুলনা করেছেন প্রচুর নেটিজেন।

আজ

১৯০৪

কিংবদন্তি সাহিত্যিক প্রেমেন্দ্র মিত্রের জন্ম আজকের দিনে।

২০০৩

বিশিষ্ট গায়ক জগন্ময় মিত্র আজকের দিনে প্রয়াত হন।

সোজা-সাপটা

উত্তরায়ণের ভিতরে রবীন্দ্র ভবনের লাইব্রেরিটি ছিল আমার শান্তিনিকেতনবাসের প্রিয় যজ্ঞভূমি। উত্তরায়ণে প্রবেশ করামাত্র কী যে গভীর আনন্দ ও আবেগ অনুভূত হত, তা বলে বোঝাতে পারব না। এখানেই যে রবীন্দ্রনাথ থেকেছেন, শুয়েছেন, কাজ করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ, নেহরু এবং সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন

অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য

আমার জন্ম কলকাতায় হিন্দুস্থান পার্কের বাড়িতে। তার অল্প দূরেই বাবার মাস্টারমশাই সুনীতি চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ি ছিল। ছেলেবেলায় ওঁদের বাড়ি অনেক গিয়েছি। সুনীতিবাবুর সম্ভবত ভাগ্নে আমার দাদার বন্ধু ছিল। আমাদের বাড়িতেও উৎসব-অনুষ্ঠানে সুনীতিবাবু এবং ওঁর স্ত্রী আসতেন। 'লিপিবিবেক' বইটা বাবা তাঁর মাস্টারমশাই সুনীতিবাবুকেই উৎসর্গ করেছিলেন। তিনি সেটি পড়ে তন্নতন্ন করে দাগ দিয়ে মার্জিনাল নোটস লিখে বাবাকে বইটা ফেরত দিয়েছিলেন।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। বিএ পাশ করে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলাম এমএ ক্লাসে। বিষয় বাংলা। ১৯৬২ সালের কথা। তখন আমাদের বিভাগীয় প্রধান ছিলেন শশীভূষণ দাশগুপ্ত। আমাদের বাংলা বিভাগজুড়ে একের পর এক নামকরা শিক্ষক। কার কথা ছেড়ে কার কথা বলি। অধ্যাপক হিসাবে পেয়েছিলাম প্রমথনাথ বিশী, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ মিত্র, আশুতোষ ভট্টাচার্য, বিজনবিহারী ভট্টাচার্য প্রমুখ পণ্ডিতকে।

আমাদের তখন ভাষাতত্ত্ব পড়াতেন সুকুমার সেন। শান্তিনিকেতন আশ্রমে রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ ছাত্র অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী পড়াতেন রবীন্দ্রনাথ ও বঙ্কিমচন্দ্র। তাঁর 'রবীন্দ্রবিচিত্রা' নামে একটি বই ছিল। সেই বইয়ের প্রথম প্রবন্ধটি ছিল 'রবীন্দ্রকাব্যের পাঠান্তর'। রবীন্দ্রনাথ কবিতা লিখতে লিখতে কীভাবে কাব্যের এক সংস্করণ থেকে আরেক সংস্করণে পাঠ সংশোধন, পরিবর্তন ও পরিমার্জন করতেন, তার এক চমকপ্রদ বিবরণ ছিল প্রমথবাবুর ওই প্রবন্ধে।

শুধু যে রবীন্দ্রনাথ তা নয়, বঙ্কিমচন্দ্রেরও এই ধরনের সংশোধনের প্রবণতা ছিল ভীষণরকম। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর প্রতিটি উপন্যাসের নতুন সংস্করণে ব্যাপকভাবে পাঠ পরিবর্তন ও পরিমার্জন করেছেন। অথচ বঙ্কিমের এই দিকটি নিয়ে তেমন কোনও আলোচনা তখনও আমার চোখে পড়েনি। তাই করলাম কী, ওই বিষয়ে অনেক খোঁজাখুঁজি করে 'বঙ্কিম সাহিত্যের পাঠান্তর' নামে একটি বড় মাপের প্রবন্ধ লিখে ফেললাম। প্রবন্ধ শুরু করেছিলাম প্রমথবাবুর প্রবন্ধের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে।

লিখে ফেললাম ঠিকই, কিন্তু কেমন কী হল সেই নিয়ে মনের মধ্যে দ্বন্দ্ব। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ঘরে চলে গেলাম। গিয়ে প্রমথবাবুকেই প্রবন্ধটা দেখালাম। তিনি দ্রুত প্রথম থেকে শেষ পাতায় চোখ বুলোলেন। চোখেমুখে অনুমোদনের ভাব ফুটে উঠল। অনুরোধও করলাম, যদি তিনি দেশ পত্রিকার সম্পাদক সাগরময় ঘোষকে দু-ছত্র লিখে দেন তাহলে তাঁর হাতেই দিতে পারি প্রবন্ধটি। মুহূর্তখানেক ভেবে নিয়ে নিজের প্যাডের কাগজে 'কল্যাণীয়েষু সাগর' বলে ফসফস করে লিখে দিলেন— প্রবন্ধটা তোমার পত্রিকায় কাজে লাগলে ব্যবহার করতে পারো।

আমি প্রমথবাবুর চিঠি আর নিজের লেখা প্রবন্ধ নিয়ে গেলাম সাগরময় ঘোষের কাছে। বড় ঘরজুড়ে চারিদিকে কাঠের চেয়ার-টেবিল। আমি সাগরময় ঘোষকে গিয়ে চিঠি ও লেখাটা দিলাম। উনি চিঠিটা পড়ে লেখার শিরোনামটা দেখে খামের মধ্যে ভরতে ভরতে বললেন, ঠিক আছে।

বিনীত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলাম, কবে খোঁজ নেব? বললেন, এক মাস পর। তখন দেশ ছিল সাপ্তাহিক পত্রিকা। মাসখানেক পর গেলাম সাগরময় ঘোষের কাছে। যেতে বললেন, লেখাটা বেরোবে। এই কথার সপ্তাহ দুয়েক যেতে না যেতেই প্রবন্ধটা দেশ পত্রিকায় প্রকাশ পেল। তারিখটাও মনে আছে, ৯ ফাল্গুন ১৩৭০। প্রায় সাড়ে পাঁচ দশক আগের কথা। আশ্চর্যের হলেও সত্যি, আমার ওই প্রবন্ধ থেকে সাগরদা শুধু একটাই লাইন কেটে দিয়েছিলেন। প্রবন্ধের প্রথম লাইনটা। সাগরদার কাছে পৌঁছোনোর জন্য আমার কাছে যে লাইনটা ছিল অত্যাবশ্যক, পাঠকদের দরবারে সেই লেখাটা পৌঁছে দিতে সাগরদার কাছে প্রবন্ধের ওই প্রথম লাইনটা ছিল নিতান্তই অনাবশ্যক। কে পাঠাচ্ছে বা কে লিখছে, সেটা কখনোই তাঁর বিবেচনার বিষয় ছিল না। কী লিখছে কেমন লিখছে, সেটাই ছিল সাগরদার একমাত্র বিচার্য বিষয়। এও আমার এক শিক্ষালাভ।

সে যাইহোক, আমার শান্তিনিকেতন গমনের কথা বলি। বলি, সেখানকার আনন্দময় জীবনের কথা। ১৩৬৮ সালের ২৪ বৈশাখ। রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবর্ষের পুণ্যদিনটিতে আমার সৌভাগ্য হয়েছিল শান্তিনিকেতনে কাটাবার। জন্মশতবার্ষিকী অনুষ্ঠানে শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু। নেহরুজি তখন বিশ্বভারতীর আচার্যও ছিলেন। অনুষ্ঠান মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন স্বয়ং নেহরুর পাশে মঞ্চ আলো করে সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন, উপাচার্য সুধীররঞ্জন দাস প্রমুখ। পঁচিশে বৈশাখ সন্ধ্যায় নাট্যঘরে মূল অনুষ্ঠানটি হয়েছিল। ১৯৬১-র পাঁচ বছর বাদে ১৯৬৬-র ১ জুলাই বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক রূপে যোগ দিই। তারপর থেকে আমি শান্তিনিকেতনময়। ১৯৩২-'৩৫ পর্যন্ত বাবা কবির স্নেহচ্ছায়ায় শান্তিনিকেতনে কাটিয়েছিলেন। আর আমার কেটে গেল কয়েক দশক।

আমি যখন শান্তিনিকেতনে আসি, তখন উপাচার্য ছিলেন কালিদাস ভট্টাচার্য। তারপর একে একে এলেন প্রতুল গুপ্ত, সুরজিৎ সিংহ, অম্লান দত্ত, অশীন দাশগুপ্ত, নিমাইসাধন বসু, দিলীপ সিনহা, সুজিত বসু, রজতকান্ত রায় প্রমুখ। এঁদের সকলের সঙ্গেই কাজ করেছি। দিলীপ সিনহা, সুজিত বসুর সময় আর্টস ফ্যাকাল্টির ডিন বা অধ্যক্ষ ছিলাম। তখন শান্তিনিকেতন নিপ্পন ভবনেরও অধ্যক্ষ ছিলাম। নিপ্পন ভবন থেকে বের করেছিলাম বাংলা-জাপানি বাই-লিঙ্গুয়াল অভিনব পত্রিকা 'তোসামারু'। তোসামারু জাহাজে রবীন্দ্রনাথ জাপান গিয়েছিলেন। সেই নামেই পত্রিকার নামকরণ হয়।

শান্তিনিকেতনে আমি বহু জ্ঞানীগুণীর সান্নিধ্য পেয়ে ধন্য হয়েছি। ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে। আমার পিঠে হাত রেখে ছবিও তুলেছিলেন। প্রায়ই যেতাম ওঁর কাছে, তাঁর ভুবনডাঙার বাড়িতে। উনি তাঁর লেখালেখির টেবিলে বসতেন। অথবা বসতেন বেতের চেয়ারে বাইরের বারান্দায়। কাজের কথা যেমন হত, তেমনি অকাজের গল্পও হত। দেখা হলেই জিজ্ঞেস করতেন, বিজন কেমন আছে? অর্থাৎ আমার বাবা কেমন আছেন! আমাকে উনি সর্বদা 'ভটচাজ' বলে ডাকতেন। আমি যখন সাধনা পত্রিকা নিয়ে কাজ করি তখন ওঁর কাছে প্রায়ই যেতাম। আমার লেখা 'রবীন্দ্রনাথ : সাধনা ও সাহিত্য' বইটা ওঁকেই উৎসর্গ করি। এই প্রসঙ্গে আরেক প্রবীণ অধ্যাপকের কথা বলি। আমি তাঁর ছাত্র নই। তিনি আমাকে 'বন্ধু'র মতো গ্রহণ করেছিলেন। আর আমার কাছে তিনি ছিলেন 'গুরু' সদৃশ। তিনি প্রবোধচন্দ্র সেন। পূর্বপল্লিতে তাঁর আর আমার বাড়ি খুব কাছাকাছি। বিকেলবেলা আমরা দুজন হাঁটতাম মেলার মাঠের পাশের রাস্তা দিয়ে। কত শিক্ষাপ্রদ কথা তিনি বলে যেতেন গল্পের ছলে। মস্ত পণ্ডিত মানুষ ছিলেন তিনি। ইতিহাসের মানুষ। আমার সঙ্গে বয়সের ব্যবধান ছিল প্রায় পঞ্চাশ বছরের। কিন্তু উনি আমাকে কখনোই ছোট বা ছেলেমানুষ মনে করতেন না। এমন এক গুণী ব্যক্তিত্বের সঙ্গে সত্যিই বন্ধুর মতো মেশার সৌভাগ্য হয়েছিল। বাড়িতে গেলে সবসময় দেখেছি, উনি কাজ করছেন বা কিছু লিখছেন। সত্যি বলতে, আমি ওঁকে অনুসরণ করতে চেষ্টা করি। পরবর্তীকালে, দিনকর কৌশিক, ভবতোষ দত্ত প্রমুখের সঙ্গেও আমার খুব অন্তরঙ্গ ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল।

উত্তরায়ণের ভিতরে রবীন্দ্র ভবনের লাইব্রেরিটি ছিল আমার শান্তিনিকেতনবাসের প্রিয় যজ্ঞভূমি। আমাদের ক্লাস হত সকালে। প্রতিদিন দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর চলে আসতাম রবীন্দ্র ভবনে। উত্তরায়ণের মধ্যে প্রবেশ করামাত্র কী যে একটা গভীর আনন্দ ও আবেগ অনুভূত হত, তা বলে বোঝাতে পারব না। কেন এমনটা মনে হত? আসলে অনুভব। এখানেই যে রবীন্দ্রনাথ থেকেছেন শুয়েছেন কাজ করেছেন লিখেছেন এঁকেছেন গেয়েছেন হেঁটেচলে বেড়িয়েছেন। একটা দুটো তিনটে চারটে পাঁচটা বাড়িতে। কয়েক বছর আমার বাবাও তাঁর সঙ্গে পেয়েছিলেন উদয়নের ঘরগুলিতে। পুরোনো ইউক্যালিপ্টাসের শিরশিরে বাতাস থেকে একটা অদ্ভুত গন্ধ ভেসে আসে। মনে হয়, যেন কবিরই স্পর্শ সর্বাঙ্গে অনুভব করছি। সাধনা পত্রিকা সম্পাদনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'যদিও আমার এমন অনেক লেখা বেরোয় যা তুচ্ছ, যে কেবলমাত্র সাধনার স্থান পোরাবার জন্যে লিখি, তবু তার মধ্যেও আমি যথাসাধ্য এবং যথাসম্ভব যত্ন প্রয়োগ করে থাকি।... আমার সরস্বতীকে আমি কোনও অবস্থাতেই অবহেলা করতে পারি নে।'

কবির এই কথাটা আমার মনের মধ্যে একেবারে গেঁথে গিয়েছে। 'আমার সরস্বতীকে আমি কোনও অবস্থাতেই অবহেলা করতে পারি নে'—কী গভীর অসাধারণ দৃঢ়প্রত্যয়ী কথা। সাধনা পত্রিকা নিয়ে কাজ করার সময় রবীন্দ্রনাথের এই কথাগুলির নীচে লাল কালিতে দাগ দিয়েছিলাম। আমার দৈন্য আমার অজ্ঞতা অনেক, কিন্তু কবির ওই লাইন ক-টি বিস্মৃত না হওয়ায় কোনও সারস্বত কর্মে অযত্ন ও অবহেলা করতে কখনও সাহসী হতে পারিনি। কবি অজ্ঞতা সহ্য করতে পারেন, কিন্তু অযত্ন অবহেলা তাঁর কাছে ঘৃণার বস্তু।

বুধবার শান্তিনিকেতনে ছুটির দিন। রবীন্দ্র ভবন সেদিন বন্ধ থাকে। অথচ ওই একটা দিনের ছুটিতেই আমার মনটা ব্যাকুল হয়ে থাকে বৃহস্পতিবারের জন্য। শুধু রবীন্দ্র ভবন নয়, শান্তিনিকেতনের আকাশ-বাতাস, তার সবুজ গাছপালা, ঘরে ঘরে বাগানজোড়া রকমারি বিচিত্র ফুল, কোকিল পিউ কাঁহার নিত্য কথাকলি, আর প্রতিদিন প্রভাতে নিত্য রঙিন সূর্যোদয় আমাকে নিয়ত শান্তিনিকেতনের মোহের মধ্যে রেখে দিয়েছে। আমার 'আনন্দমঠ' কুটিরের বাগানে জাকারান্ডা পলাশ আর কৃষ্ণচূড়ার ডালে কত রংবেরঙের পাখি এসে বসে গান গায়। আর তারই তালে তালে পাতায় পাতায় ছুটে বেড়ায় কাঠবিড়ালীর দল। প্রজাপতির সমারোহে ফুলের বাগান আরও রঙিন হয়ে ওঠে। এসব দেখতে দেখতে শহর থেকে দূরে এই পল্লিবাসী জীবনে আমি নিজেকে ভাগ্যবান মনে করি। সকল শিক্ষাগুরুর গুরু কবিগুরুর সান্নিধ্যে আমি আজীবন মোহমুগ্ধ ছাত্র হয়ে কাটাতে চাই।

জনমন জনমত

মিছিলের মোমবাতি যেন না নেভে

আরজি কর ঘটনার প্রায় মাসখানেক হতে চলেছে। বিচার কত দূর? আসল দোষী কে বা কারা? এসব কিছু এখনও ধোঁয়াশা। তবে প্রতিবাদ শুরু হয়েছে। এখনও শহরের রাস্তায় কোনও কোনও সময় একসঙ্গে দু'তিনটি মিছিল হাঁটছে - 'উচ্চ কণ্ঠে দিচ্ছে ডাক, আরজি কর বিচার পাক'।

প্রশ্ন হল, এই আন্দোলনের ধারার সমাপ্তি ঠিক কোথায়? যেভাবে রাজনৈতিক দলগুলো বিষয়টিকে নিয়ে জলঘোলা শুরু করেছে তাতে সাধারণ মানুষ হতাশ হয়ে 'স্বাভাবিক রাজনৈতিক খেলা' বলে নিজেদের গুটিয়ে ফেলবে না তো? তাই এখন সংশয়!

তবুও বলব, এই মিছিলের মোমবাতি যেন নিভিয়ে দেওয়া না হয়। ততদিন জ্বলুক যতদিন না সুবিচার করা হয়। এই প্রতিবাদ যেন কোনও একান্ত ধর্ষিতার শাস্তির দাবিতে না হয়। প্রতিবাদের শব্দ যেন বলে সিস্টেম পরিবর্তনের কথা। শিক্ষার সিলেবাস যেন মানুষ তৈরির জন্য যথাযথ হয়ে ওঠে।

রাসেল সরকার
নেতাজি সুভাষ মহাবিদ্যালয়
হলদিবাড়ি, কোচবিহার।

ছাত্রীরা শিখুক আত্মরক্ষার কৌশল

বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে স্কুল পড়ুয়া বিশেষ করে মেয়েদের সেল্ফ ডিফেন্স বা আত্মরক্ষার কৌশল শেখাটা অত্যন্ত জরুরি। নারী সুরক্ষা, বর্তমান সমাজ ও সময়, সাম্প্রতিক ও অতীতের নারী সংক্রান্ত ঘটনাপ্রবাহকে গুরুত্ব দিয়ে স্কুলে পড়ার সময় থেকেই মেয়েদের এই প্রশিক্ষণটা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। অপ্রত্যাশিত কিছু রোখবার ঢাল হিসেবে জীবনশৈলীর একটি অংশ হল মেয়েদের আত্মরক্ষার কৌশল শেখা। এই ধরনের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মেয়েদের মধ্যে যেমন আত্মবিশ্বাস বাড়বে, তেমনি শারীরিকভাবেও তারা আরও বলশালী হবে।

এই কৌশল মেয়েদের শারীরিক নিগ্রহ থেকে নিজেকে বাঁচাতে বা আটকাতে অনেকাংশে সাহায্য করবে। মেয়েদের মধ্যে সামাজিক সচেতনতা বাড়াতে সেল্ফ ডিফেন্সের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। পাশাপাশি সেল্ফ ডিফেন্স পড়ুয়াদের আরও সুশৃঙ্খল হতে এবং ভবিষ্যতের জন্য নির্দিষ্ট লক্ষ্য স্থির করতে, নিজের মনকে শক্তিশালী করে গড়ে তুলতে সাহায্য করে থাকে। আবার অনেক ক্ষেত্রে স্কুলে নিয়মিত সেল্ফ ডিফেন্স প্রশিক্ষণ পরোক্ষভাবে স্কুলছুট বা ড্রপআউট কমাতে অনেকাংশে কাজ করে থাকে।

সমগ্র শিক্ষা মিশনের উদ্যোগে দেশের তথা রাজ্যের সব সরকারি স্কুলে ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণির মেয়েদের সেল্ফ ডিফেন্সের প্রশিক্ষণ যোগ্য প্রশিক্ষকের দ্বারা দেওয়া হয়ে থাকে। মার্শাল আর্টসের অঙ্গ হিসেবে ক্যারাটে, তাইকোন্ডো, বক্সিং, জুডো ইত্যাদি এই প্রকল্পের অধীনে শেখানো হয়ে থাকে। তবে, এখনকার প্রেক্ষাপটে এই প্রশিক্ষণ স্কুলে অনিয়মিতভাবে না করে নিয়মিতভাবে চালু রাখা উচিত।

সর্বোপরি, সময়ের দাবিকে মান্যতা দিয়ে নারী ক্ষমতায়নকে আরও মজবুত করতে এবং স্ব-সুরক্ষার দিক থেকে বিবেচনা করলে স্কুল পড়ুয়া মেয়েদের সবারই কমবেশি সেল্ফ ডিফেন্স শেখা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

সজল মজুমদার
বালুরঘাট, দক্ষিণ দিনাজপুর।

রবীন্দ্র ভবনে কবির মূর্তি

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুর শহরে বাম আমলে তৈরি রবীন্দ্র ভবন বর্তমানে ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। কয়েকদিন আগে একটি অনুষ্ঠানের জন্য রবীন্দ্র ভবন ভাড়া নিয়েছিলাম। গিয়ে যা দেখলাম তাতে ওই ভবন বর্তমানে ব্যবহারের অযোগ্য। ছাদ দিয়ে জল পড়ছে, ছাদের চাঙড় ভেঙে পড়ছে, ফ্যান নেই, নেই আলোর ব্যবস্থা। শহরবাসীর গর্বের রবীন্দ্র ভবনের জীর্ণ অবস্থা দেখে মনঃক্ষুণ্ণ হলাম।

নাম রবীন্দ্র ভবন হলেও নেই রবীন্দ্রনাথের আবক্ষ বা পূর্ণ মূর্তি। কেন নেই, এই প্রশ্নটা অনেককেই করতে শুনি। অবিলম্বে রবীন্দ্র মূর্তি চাই। আমি যতটুকু জানি রবীন্দ্র ভবন জেলা পরিষদ তৈরি করলেও বর্তমান গঙ্গারামপুর পুরসভার দায়িত্বে রয়েছে। আমি কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে অতি দ্রুত রবীন্দ্র ভবনের সংস্কার ও রবীন্দ্রমূর্তি স্থাপনের আবেদন করছি।

প্রাণগোপাল সাহা
সুভাষপল্লি, গঙ্গারামপুর।

পত্রলেখকদের প্রতি

যাঁরা জনমত বিভাগে মতামত জানিয়ে চিঠি পাঠাতে চান তাঁরা নিম্নলিখিত ই-মেল বা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর ব্যবহার করতে পারেন। নিজের এলাকা, রাজ্য, দেশ ও বিদেশের নানা বিষয়ে আপনার নিজের মতামত পাঠান। নিজের এলাকার সমস্যাদি নিয়ে বিশদে লিখতে পারেন। সঙ্গে ছবি পাঠালে ভালো হয়। এছাড়াও সরাসরি ডাকযোগেও চিঠি পাঠানো যাবে।

-ঃ ঠিকানা ঃ-
সম্পাদক, জনমত বিভাগ
উত্তরবঙ্গ সংবাদ, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি,
শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১

ই-মেল
janamat.ubs@gmail.com
হোয়াটসঅ্যাপ
9735739677

শব্দরঙ্গ ■ ৩৯২৯

১	★	২		৩		★	৪
৫			★		★	★	
	★	★	৬		৭		
	★	৮		★		★	★
★	★		★	৯		★	১০
১১			১২		★	★	
	★	★		★	১৩		
	★	১৪				★	

পাশাপাশি : ২। এখনকার অবস্থা, ধরনধারণ ৫। হাতের মাঝের আঙুল ৬। খুব কৃপণ ৮। ছলনা, কপটতা, শঠতা ৯। গৃহ, আবাস, তীর্থস্থান ১১। চাঁপা ফুলবিশেষ ১৩। গৌরব মাহাত্ম্য, শ্রেষ্ঠত্ব, অহংকার ১৪। যে দার্শনিক মত জগৎকে মিথ্যা বলে পরিপাদন করে।

উপর-নীচ : ১। সমারোহ, জাঁকজমক ২। হাত ও হাঁটুতে ভর দিয়ে চলা ৩। বড় ডেলা, পিণ্ড বা খণ্ড ৪। মৃত্যু ৬। অবস্থা, দশা, লাঙল ৭। স্বাভাবিক নয় এমন, নকল, জাল ৮। ছত্র, মাশরুম, মাছরাঙা পাখি ৯। জলভূমি, জঞ্জাল স্তূপ করার স্থান ১০। প্রবল গোলমাল, পুরাণোক্ত রাজা কুবলয়াশ্ব ১১। সোনা ১২। শামিয়ানা ১৩। বিষ, রোগবিশেষ, বদহজমের জন্য পেটে অজীর্ণ বস্তুর ভার।

সমাধান ■ ৩৯২৮

পাশাপাশি : ১। মোতায়েন ৩। আর্দ্রক ৫। নকলনবিশ ৬। বকেয়া ৭। নাদান ৯। নাচুনিকুঁদুনি ১২। কবুল ১৩। ভিমরুল।

উপর-নীচ : ১। মোসাহেব ২। নর্তক ৩। আশ্বিন ৪। কপিশ ৫। নয়া ৭। নানি ৮। নভোনীল ৯। নাস্তিক ১০। নিতল ১১। দুন্দুভি।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

ব্রুনেইয়ে প্রধানমন্ত্রীকে ঘিরে উচ্ছ্বাস

বন্দর সেরি বেগাওয়ান, ৩ সেপ্টেম্বর : দু'দিনের সফরে মঙ্গলবার ব্রুনেইয়ের মাটিতে পা রাখলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। রাজধানী বন্দর সেরি বেগাওয়ানের আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে তাঁকে স্বাগত জানান ব্রুনেইয়ের রাজকুমার হাজি-আল মুহাতাদি বিল্লাহ। মোদির সঙ্গী বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর এবং জাতীয় প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা অজিত দোভাল। ব্রুনেই সফরকারী প্রথম ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীকে দেখতে এদিন বিমানবন্দরের বাইরে ভিড় উপচে পড়েছিল। প্রবাসী ভারতীয়দের পাশাপাশি হাজির হয়েছিলেন বহু স্থানীয় বাসিন্দা। ভারতীয় দূতাবাসের একটি অনুষ্ঠানে যোগ দেন মোদি। সেখানেও তাঁকে কেন্দ্র করে প্রবাসী ভারতীয়দের উচ্ছ্বাস ছিল চোখে পড়ার মতো। বুধবার ব্রুনেইয়ের সুলতান হাজি হাসানাল বোলখিয়ার সঙ্গে বৈঠক করবেন প্রধানমন্ত্রী। রাজপরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গেও তাঁর দেখা করার কথা রয়েছে। জমকালো অভ্যর্থনা পেয়ে মোদি এক্স পোস্টে লিখেছেন, 'বিমানবন্দরে আমাকে স্বাগত জানানোর জন্য আমি ক্রাউন প্রিন্স হিজ রয়্যাল হাইনেস প্রিন্স হাজি আল-মুহতাদি বিল্লাহকে ধন্যবাদ জানাই।'

কপ্টার দুর্ঘটনাতেই মৃত্যু রইসির

তেহরান, ৩ সেপ্টেম্বর : ইরানের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম রইসি হেলিকপ্টার দুর্ঘটনাতেই মারা গিয়েছিলেন। ১৯ মে-র ওই হেলিকপ্টার ভেঙে পড়া যে দুর্ঘটনাই ছিল, এতদিনে নিশ্চিত করল ইরান। তেহরান জানিয়েছে, সেদিন ঘন কুয়াশার কারণে দৃশ্যমানতা কমে গিয়েছিল। তাতেই দুর্ঘটনা। কপ্টার দুর্ঘটনায় রইসির মৃত্যু নিয়ে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ ওঠে ইজরায়েলের বিরুদ্ধে। নেতানিয়াহুর দেশ অভিযোগ নাকচ করলেও বিষয়টি ঘিরে শোরগোল পড়ে যায় গোটা বিশ্বে। ঘটনার তিনমাসের মাথায় তার নিরসন ঘটল।

নিখোঁজ ৩ উপকূলরক্ষী

আরব সাগরে কপ্টার দুর্ঘটনা

পোরবন্দর, ৩ সেপ্টেম্বর : রাতেরবেলা গভীর সমুদ্রে উদ্ধারকাজ চালাতে গিয়ে দুর্ঘটনার কবলে পড়ল ভারতীয় উপকূলরক্ষী বাহিনীর একটি হেলিকপ্টার। নিখোঁজ ৩ উদ্ধারকারী। গুজরাটের পোরবন্দর থেকে ৪৫ কিলোমিটার দূরে আরব সাগরে ঘটনাটি ঘটেছে। উপকূলরক্ষী বাহিনীর তরফে জানানো হয়েছে, জরুরি অবতরণের সময় ঘটে বিপত্তি। হেলিকপ্টারে ৪ জন কর্মী ছিলেন। তাঁদের মধ্যে একজনকে পরে উদ্ধার করা হলেও বাকিদের খোঁজ মেলেনি। মঙ্গলবার সকাল থেকে তাঁদের খোঁজে ৪টি জাহাজ এবং ২টি হেলিকপ্টার নেমেছে।

পথ দুর্ঘটনায় মৃত ৮ পুণ্যার্থী

চণ্ডীগড়, ৩ সেপ্টেম্বর : পুণ্য অর্জনের পথে সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল আট পুণ্যার্থীর। আহত হয়েছেন ১০ জন। মৃতদের মধ্যে রয়েছেন দু'জন মহিলা ও এক কিশোর। সোমবার মাঝরাতে ভয়াবহ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে হিসার-চণ্ডীগড় জাতীয় সড়কে বিধারানা গ্রামে।

ছত্তিশগড়ে সংঘর্ষে মৃত্যু ৯ মাওবাদীর

রায়পুর, ৩ সেপ্টেম্বর : ছত্তিশগড়ের দান্তেওয়াড়ায় নিরাপত্তারক্ষীদের সঙ্গে সংঘর্ষে নিহত হলেন কমপক্ষে নয় মাওবাদী। জঙ্গলে আত্মগোপন করেছিলেন তাঁরা। মঙ্গলবার সকালে ঘটনাটি ঘটে।

দান্তেওয়াড়া এবং বিজাপুর জেলার সীমানার জঙ্গলে মাওবাদীদের লুকিয়ে থাকার খবর আগেই গোপন সূত্রে পেয়েছিল পুলিশ। এরপরেই তাঁদের ধরতে শুরু হয় চিরুনি তল্লাশি। মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ১০টা নাগাদ নিরাপত্তারক্ষী অভিযান শুরু করে। দু'পক্ষে শুরু হয় গুলির লড়াই। শেষমেশ হার মানেন মাওবাদীরা। পুলিশ জানিয়েছে, সংঘর্ষে অন্তত নয় জনের মৃত্যু হয়েছে। নিহতদের সকলেই মাওবাদী সংগঠন পিপলস লিবারেশন গেরিলা আর্মি (পিএলজিএ)-র সদস্য। তাঁদের দেহগুলি উদ্ধার করা হয়েছে। তাঁদের ডেরা থেকে উদ্ধার হয়েছে প্রচুর আগ্নেয়াস্ত্রও।

তবে মাওবাদীদের সঙ্গে সংঘর্ষে নিরাপত্তাবাহিনীর একজনও আহত হননি। ওই এলাকায় আরও মাওবাদী আত্মগোপন করে রয়েছেন কি না, সে বিষয়ে নিশ্চিত হতে এখনও তল্লাশি অভিযান চালানো হচ্ছে।

গত সপ্তাহেও ছত্তিশগড়ের বিজাপুর জেলায় মাওবাদীদের হানায় প্রাণ হারান তিনজন গ্রামবাসী। পুলিশের গুপ্তচর সন্দেহে তাঁদের হত্যা করা হয়।

মাওবাদীদের এভাবে মারার ফলে ছত্তিশগড় সরকারকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছে অনেক মানবাধিকার মঞ্চ ও নকশাল সংগঠন।

গোরক্ষকদের গুলিতে মৃত্যু স্কুল পড়ুয়ার

ধৃত ৫

ফরিদাবাদ, ৩ সেপ্টেম্বর : বিজেপি শাসিত হরিয়ানায় স্বঘোষিত গোরক্ষকদের বেপরোয়া তাণ্ডবের বলি হলেন এবার এক কিশোর পড়ুয়া। গোরু পাচারকারী সন্দেহে গুলি করে খুন করা হল দ্বাদশ শ্রেণির এক ছাত্রকে। হরিয়ানার ফরিদাবাদের এই ঘটনায় পাঁচজন 'গোরক্ষক'কে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। প্রাথমিক তদন্তের পর তাদের অনুমান, সম্ভবত ভুল বোঝাবুঝি থেকেই এই খুন। গাড়িতে চেপে গোরু পাচারকারীরা শহরে টহল দিচ্ছে, এই গুজব থেকেই শেষমেশ গুলি করা হয় ওই পড়ুয়াকে। যদিও গোরক্ষার নামে এই গুন্ডামি সরকারি প্রশ্রয়েই বাড়ছে কি না তা নিয়ে ইতিমধ্যে প্রশ্ন উঠেছে।

ঘটনাটি ২৩ অগাস্টের। ওইদিন রাতে দুই বন্ধু হর্ষিত এবং শ্যাঙ্কিকে নিয়ে একটি গাড়িতে করে নুডলস খেতে বেরিয়েছিলেন বছর উনিশের আরিয়ান মিশ্র। গাড়ি চালাচ্ছিলেন হর্ষিত। পিছন থেকে একটি গাড়ি তাঁদের অনুসরণ করছে দেখে তিনি গাড়ির গতি বাড়িয়ে দেন। আরিয়ানদের গাড়িটিকে প্রায় ২৫ কিলোমিটার তাড়া করে এসে গুলি চালান গোরক্ষকরা।

গ্রেপ্তার হওয়া পাঁচজন পুলিশি জেরায় জানিয়েছেন, তাঁদের সন্দেহ হয়েছিল সামনের গাড়িতে গোরক্ষকরা রয়েছে। তখন গাড়িটিকে ধাওয়া করা হয়। সেই দেখে সামনের গাড়ি গতি বাড়ালে তাঁরা নিশ্চিত হন, গাড়ির আরোহীরা গোরু পাচারকারীই বটে। আরিয়ানদের গাড়িটি একটি টোল প্লাজায় ধাক্কা মারলে সেই সুযোগে গুলি চালান তাঁরা।

অভিযুক্ত পাঁচ গোরক্ষক হলেন অনিল কৌশিক, বরুণ, কৃষ্ণ, আদেশ এবং সৌরভ।

গোরক্ষা কিংবা ভারতমাতার সম্মানের নামে বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে যেভাবে ধর্মীয় বিভাজন, সাম্প্রদায়িক হিংসা এবং পীড়নের ঘটনা বাড়ছে, তা যথেষ্ট অস্বস্তিতে ফেলেছে কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদি সরকারকে। কিছুদিন আগেই গোমাংস খাওয়ার অভিযোগে হরিয়ানার চরকি দাদরিতে পিটিয়ে খুন করা হয় সাবির মল্লিক নামে এক পরিযায়ী বাঙালি শ্রমিককে। সাবির দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসন্তীর বাসিন্দা। ওই ঘটনায় সাবিরের এক বন্ধুও গুরুতর জখম হন।

দুদিন আগে মহারাষ্ট্রের নাসিকে ঢুলে এক্সপ্রেসে প্লাস্টিকের কৌটোয় 'গোমাংস' নিয়ে ওঠার অভিযোগে প্রকাশ্যেই গালি দিয়ে ও চড়থাপ্পড় মেরে নিগ্রহ করা হয় আশরফ মুনিয়ার নামে এক প্রবীণ ব্যক্তিকে। সম্প্রতি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিভঙ্গের অভিযোগে অসমে জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী আলতাফ হুসেইনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। শিল্পীর শেষ অ্যালবামটি উসকানিমূলক বলে অভিযোগ। রাজনৈতিক মহলের মতে, এই সব ঘটনা যে কেবল ভারতীয় সংবিধানের বহুত্ববাদী মূল্যবোধকে আঘাত করছে তা নয়, একইসঙ্গে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও ক্ষতি করছে ভারতের ভাবমূর্তিরও।

শা-কে চিঠি মুখ্যমন্ত্রী বীরেনের জামাইয়ের

ইম্ফল ও নয়াদিল্লি, ৩ সেপ্টেম্বর : কুকি-মেইতেই সংঘর্ষে ফের উত্তপ্ত মণিপুর। দু'পক্ষের গুলির লড়াইয়ের মধ্যেই প্রশাসনের রক্তচাপ বাড়িয়েছে একের পর এক ড্রোন হামলা। সোমবার সন্ধ্যায় এমনই একটি হামলায় ৩ জন আহত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে একজন মহিলা। কুকি জঙ্গিরা হামলার জন্য দায়ী বলে মনে করা হচ্ছে। এদিকে অশান্তি থামাতে ব্যর্থ হওয়ায় রাজ্যে মোতায়েন কেন্দ্রীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন মণিপুরের বিজেপি বিধায়ক ইমো সিং।

মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিংয়ের জামাই ইমো সিং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা-কে লেখা চিঠিতে মণিপুরে মোতায়েন কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীকে (সিএপিএফ) প্রত্যাহারের অনুরোধ জানিয়েছেন। বাহিনীর পরিবর্তে হিংসা মোকাবিলায় রাজ্য পুলিশের সক্রিয়তা বৃদ্ধির পক্ষে সওয়াল করেছেন তিনি। ইমো লিখেছেন, 'কেন্দ্রীয় বাহিনী এখানে

সিএপিএফ প্রত্যাহারের দাবি

নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছে। তাদের ভূমিকা নিয়ে সাধারণ মানুষের মনে প্রশ্ন উঠছে। শান্তি ফেরাতে রাজ্যের বাহিনীকে দায়িত্ব দেওয়া হোক।' সেনজাম চিরাং এলাকায় একটি বাড়ির ওপর ড্রোনের সাহায্যে ২টি বোমা ফেলা হয়। বিস্ফোরণে বাড়ির ইস্পাতের চাল ভেঙে পড়ে ৩ জন আহত হয়েছেন। তাঁদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। নিন্দা করে মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিং বলেন, 'ড্রোনের সাহায্যে বেসামরিক জনতা ও নিরাপত্তা বাহিনীর ওপর বোমাবর্ষণ সন্ত্রাসবাদী নাশকতা। আমি বিনা উসকানিতে এই ধরনের হামলার নিন্দা করছি।'

আরজি করে আধাসেনা, সুপ্রিম কোর্টে কেন্দ্রের নালিশ

নয়াদিল্লি, ৩ সেপ্টেম্বর : আরজি কর হাসপাতালে আধাসেনা মোতায়েন নিয়ে এবার সুপ্রিম কোর্টে রাজ্যের বিরুদ্ধে নালিশ ঠুকল কেন্দ্র। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের অভিযোগ, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে আরজি কর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের নিরাপত্তার দায়িত্বে মোতায়েন করা হয়েছে সিআইএসএফ জওয়ানদের। হাসপাতাল পাহারায় রয়েছেন ৫৪ জন মহিলা সহ মোট ৯২ জন সিআইএসএফ জওয়ান। কিন্তু এই জওয়ানদের জন্য উপযুক্ত থাকা-খাওয়ার বন্দোবস্ত করেনি রাজ্য সরকার। কেন্দ্রের দাবি, যদি দ্রুত সেই ব্যবস্থা না করা হয়, তাহলে রাজ্যের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার মামলা করা হোক।

আরজি কর ইস্যুতে স্বতঃপ্রণোদিত মামলা দায়ের করেছে সুপ্রিম কোর্ট। সেই মামলাতেই ২১ অগাস্ট অংশ হতে চেয়ে আবেদন জানিয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। অমিত শা'র মন্ত্রকের বক্তব্য, আরজি করে নিযুক্ত সিআইএসএফ জওয়ানদের জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগসুবিধার ন্যূনতম ব্যবস্থা নেই। এমনকি তাদের সঙ্গে সহযোগিতাও করা হচ্ছে না প্রশাসনের তরফে। রাজ্য যদি জওয়ান মোতায়েন নিয়ে বিরূপ মনোভাব দেখায় এবং নেতিবাচক কার্যকলাপ চালিয়ে যায়, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার মামলা করা ছাড়া উপায় নেই।

আরজি করে তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুন এবং তারপর বহিরাগত দুষ্কৃতীদের হাসপাতালে তাণ্ডবের জেরে নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে সুপ্রিম কোর্ট। হাসপাতালের নিরাপত্তায় তাই কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের নির্দেশ দেয় প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়ের বেঞ্চ। সেই সুবাদেই আরজি করে আসা সিআইএসএফ-এর।

পশ্চিমবঙ্গে দুর্নীতি ২৫ হাসপাতালে

রিপোর্ট জমা পড়বে সুপ্রিম কোর্টে

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ৩ সেপ্টেম্বর : পশ্চিমবঙ্গের ২৫টি মেডিকেল কলেজ এবং হাসপাতালে চলছে ব্যাপক দুর্নীতি। তারই ১,১০০ পাতার পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট সুপ্রিম কোর্টে জমা দিতে চলেছে অল ইন্ডিয়া ফেডারেশন অফ গভর্নমেন্ট ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন। ইতিমধ্যেই এই রিপোর্ট ডাক্তারদের অ্যাসোসিয়েশন জমা দিয়েছে সিবিআইয়ের হাতে। এবার তা জমা পড়বে সর্বোচ্চ আদালতেও। রাজ্যের সমস্ত সরকারি হাসপাতালে কীভাবে বছরের পর বছর দুর্নীতি চলে আসছে, তারই পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট সেখানে তুলে ধরা হয়েছে বলে দাবি। মঙ্গলবার নয়াদিল্লিতে প্রেস ক্লাব অফ ইন্ডিয়ায় সর্বভারতীয় সরকারি ডাক্তার অ্যাসোসিয়েশনের তরফে সাংবাদিক বৈঠকে একথা জানানো হয়। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের অতিরিক্ত সাধারণ সম্পাদক ড: সুবর্ণ গোস্বামী এবং প্রফুল্ল কুমার। সাংবাদিক বৈঠকে সুবর্ণ গোস্বামী জানান, 'রাজ্য প্রশাসনের মধ্যে বেশ কয়েক বছর ধরে এই ধরনের নেক্সাস কাজ করছে। সেই মর্মেই রাজ্যের ২৫টি কলেজের নাম ও সমস্ত তথ্য সহ আমরা সুপ্রিম কোর্টে জমা করতে চলেছি। দুর্নীতিতে সবার ওপরে রয়েছে আরজি কর মেডিকেল কলেজ।' তাঁর বক্তব্য, আরজি কর মেডিকেল কলেজে মহিলা ডাক্তারকে ধর্ষণ করে খুনের যে ঘটনা ঘটেছে তার পুরোটাই ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা চালানো হয়েছে, এমনকি কলকাতা পুলিশকেও ব্যবহার করা হয়েছে ক্ষুদ্র রাজনৈতিক স্বার্থে।

এদিন চিকিৎসক সংগঠনের তরফে জানানো হয়, বেশ কয়েক বছর ধরে রাজ্যের সমস্ত সরকারি মেডিকেল কলেজকে যেভাবে দুর্নীতি গ্রাস করেছে, একাধিকবার প্রশাসনকে জানিয়েও সুফল পাওয়া যায়নি। ড: সুবর্ণ গোস্বামী জানান, 'সরকারি তথ্যের ওপর ভিত্তি করেই যে সমস্ত দুর্নীতি চলছে রাজ্যের

নয়াদিল্লিতে সাংবাদিক বৈঠকে সর্বভারতীয় ডাক্তার অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা

সরকারি হাসপাতালগুলিতে তার তথ্যপ্রমাণ সহ আমরা একাধিকবার হাইকোর্টেও গিয়েছি। কিন্তু সেখানেও তারিখের চক্করে বারবার বিচার পেতে বিলম্ব হয়েছে।' তাঁর মতে, 'সেদিনের ঘটনায় যদি কোনও ডাক্তার জড়িত থাকে তাহলে তাদের ডাক্তার বলাই অনুচিত, তারা খুনি। তাদের সর্বোচ্চ শাস্তি চাই।' যতক্ষণ না আরজি করের মহিলা ডাক্তারকে ধর্ষণ করে খুনের মামলার নিষ্পত্তি হচ্ছে ততক্ষণ ডাক্তারদের এই প্রতিবাদ চলবে বলেই জানানো হল সংগঠনের তরফে।

আরজি করের ঘটনায় প্রাক্তন প্রিন্সিপাল সন্দীপ ঘোষের রেজিস্ট্রেশন বাতিলের জন্যও আবেদন জানানো হয়েছে ন্যাশনাল মেডিকেল কাউন্সিলের কাছে। ৫ সেপ্টেম্বর সুপ্রিম কোর্টে রয়েছে আরজি কর মামলার শুনানি। চিকিৎসক সংগঠনের তরফে জানানো হয়, ৫ সেপ্টেম্বর সর্বোচ্চ আদালতে শুনানির আগে দেশজুড়ে চলবে প্রতিবাদ। ৪ সেপ্টেম্বর ৩৫টি মহিলা সংগঠনের তরফেও রাত্রি ন'টা থেকে দশটা পর্যন্ত প্রতিবাদ মিছিল হবে মহিলা মানববন্ধনের মাধ্যমে। জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ও ছাত্র সংগঠনের তরফে সন্ধ্যা ৭টা থেকে অভয়ার সাথে হওয়া অন্যায়ের সুবিচারের দাবিতে মোমবাতি মিছিল করবে ছাত্ররা।

কংগ্রেসের প্রতিশ্রুতি 'হাইজ্যাক'-এর চেষ্টায় মোদি!

নয়াদিল্লি, ৩ সেপ্টেম্বর : প্রান্তিক শ্রেণিকে উন্নয়নের মূলস্রোতে যুক্ত করতে জাতভিত্তিক গণনায় তাদের আপত্তি নেই। সোমবার আরএসএসের তরফে সেই ইঙ্গিত মেলার পর রাজনৈতিক মহলে জল্পনা শুরু হয়েছে। মঙ্গলবার পর্যন্ত জাতভিত্তিক গণনা নিয়ে অবস্থান স্পষ্ট করেনি বিজেপি। নীরব কেন্দ্র। তবে আরএসএসের

জাতগণনা

অবস্থান বদলকে হাতিয়ার করে মোদি সরকারের বিরুদ্ধে তোপ দাগতে শুরু করেছে কংগ্রেস। এদিন দলের সাধারণ সম্পাদক জয়রাম রমেশের দাবি, জাতভিত্তিক গণনা ইস্যুতে আরএসএসের সবুজ সংকেত পাওয়ার পর এবার কংগ্রেসের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত করে কৃতিত্ব দাবি করতে পারেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

এক্স পোস্টে রমেশ লিখেছেন, 'এখন আরএসএস সবুজ সংকেত দিয়েছে। তাহলে কি অ-জৈবিক প্রধানমন্ত্রী কংগ্রেসের আরও একটি গ্যারান্টি হাইজ্যাক করবেন? জাতগণনা হবে?' এই নিয়ে সংঘ পরিবারকে নিশানা করে কংগ্রেস নেতা বলেছেন, 'আরএসএসের অনুমতি নিয়ে কি জাতভিত্তিক গণনা করতে হবে? নির্বাচনি প্রচারের জন্য জাতভিত্তিক গণনাকে হাতিয়ার করা যাবে না বলে সংঘ কী বোঝাতে চেয়েছে? তারা কি বিচারক বা আম্পায়ার হতে পারে?' দলিত, আদিবাসী এবং অন্যান্য পিছিয়ে পড়া শ্রেণির স্বার্থে ৫০ শতাংশ সংরক্ষণের সীমা তুলে দেওয়া নিয়ে আরএসএস নীরব কেন সেই প্রশ্ন তুলেছেন রমেশ।

হরিয়ানায় জোট নিয়ে সক্রিয় রাহুল

নয়াদিল্লি, ৩ সেপ্টেম্বর : দরজায় কড়া নাড়ছে বিধানসভা ভোট। প্রচারে ঝাঁপিয়ে পড়েছে সব দল। হরিয়ানায় ক্ষমতাসীন বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার হাওয়ায় পাল তুলে ক্ষমতা দখলের স্বপ্ন দেখছে কংগ্রেস। তবে লোকসভা নির্বাচনের মতো বিধানসভাতেও আম আদমি পার্টির (আপ) সঙ্গে জোট বেঁধে কংগ্রেস লড়াই করবে কি না তা নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। দলীয় সূত্রের দাবি, ৯০ আসনের হরিয়ানা বিধানসভায় আপকে ৩-৪ আসন ছেড়ে দিতে আপত্তি নেই রাহুল গান্ধির। এই ব্যাপারে প্রদেশ নেতৃত্বের মতামত জানতে চেয়েছেন তিনি।

এর আগে আপের সঙ্গে সমঝোতার কথা কার্যত খারিজ করে দিয়েছিলেন হরিয়ানার প্রবীণ কংগ্রেস নেতা ভূপিন্দর সিং হুডা। তিনি বলেছিলেন, 'আপের সঙ্গে আমাদের যে জোট তা জাতীয় স্তরে ছিল। আমরা ওদের সঙ্গে কথা বলিনি। এখানে লড়াই বিজেপি এবং কংগ্রেসের মধ্যে।' তবে রাহুল গান্ধি নিজে আপের সঙ্গে সমঝোতায় আগ্রহী হওয়ায় পরিস্থিতি নতুন মোড় নিতে পারে বলে পর্যবেক্ষকদের ধারণা।

মঙ্গলবার দিল্লিতে এআইসিসি'র সদস্যদের সঙ্গে বৈঠক করেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। সেখানে উপস্থিত ছিলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুলও। বৈঠকে গুরুত্ব পেয়েছে

হরিয়ানায় জোট নিয়ে কথাবার্তার ফাঁকে রাহুল গান্ধি দেখা করলেন ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনের সঙ্গে। নয়াদিল্লিতে।

হরিয়ানার বিধানসভা নির্বাচন।

এদিকে কংগ্রেসের সঙ্গে আসন সমঝোতায় তাদের যে আপত্তি নেই এদিন সেই বার্তা দিয়েছে আপ। দলের সাংসদ সঞ্জয় সিং বলেন, 'আমরা কংগ্রেসের সঙ্গে সমঝোতাকে স্বাগত জানাই। আমাদের অগ্রাধিকার হল বিজেপিকে হারানো... আমাদের হরিয়ানার দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতা সন্দীপ পাঠক এবং সুশীল গুপ্তা এই ব্যাপারে আলোচনা করবেন। অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে এ বিষয়ে অবহিত করা হবে এবং তাঁর মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।'

রাক্ষুসে বন্যায় তরুণী বিজ্ঞানীর অকালমৃত্যু

হায়দরাবাদ, ৩ সেপ্টেম্বর : অন্ধ্রপ্রদেশ, তেলেঙ্গানায় বন্যার পরিস্থিতি। রাক্ষুসে বন্যায় অকাল প্রাণ হারালেন বিজ্ঞানী। সাফল্যের সীমা ছাড়িয়ে যাওয়ার স্বপ্নকে সাকার করেছিলেন জেনেটিক্স ও উদ্ভিদ প্রজনন বিজ্ঞানী ড. নুনাভন্ত অশ্বিনী। মাত্র ২৬ বছরেই পেয়েছেন কৃষি বিজ্ঞানীর পুরস্কার। প্রাপ্তির আনন্দ স্থায়ী হল না। অকালে ঝরে গেল প্রাণ। রাক্ষুসে বৃষ্টি তাঁকে কেড়ে নিল। অশ্বিনীর বাবাকেও। রবিবার শামসাবাদের রাজীব গান্ধি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে যাওয়ার পথে মেহবুবাবাদের মারিপেদায় তাঁদের গাড়ি ভেসে যায়।

ছত্তিশগড়ের বারোন্দার আইসিএআর-এর কৃষি বিজ্ঞানী অশ্বিনী রায়পুর থেকে হায়দরাবাদে এসেছিলেন তাঁর ভাই অশোক কুমারের বাড়িতে। রবিবার তাঁর কর্মস্থল রায়পুরে ফিরে যাওয়ার কথা। সোমবার অফিসে যাবেন। মেয়েকে বিমানবন্দরে পৌঁছে দিতে যান বাবা মতিলাল। গত কয়েকদিনের পাশাপাশি রবিবারও ভোর থেকে বৃষ্টিতে ভাসছিল হায়দরাবাদ। তাঁদের গাড়ি মারিপেদায় ঢোকার পর কিছুটা এগোতে সামনে পড়ে জলপ্লাবিত আকেরু ভাগু সেতু। সেতুতে উঠেই বিপত্তি। গাড়িতে হুহু করে জল ঢুকে পড়ে। ভয়ে সিঁটিয়ে পড়েন অশ্বিনী। প্যানিক বোতাম টিপে ভাইকে ফোনে বলেন, 'আমাদের ঘাড় পর্যন্ত জল উঠে গিয়েছে।' অশোক রিং ব্যাক করে আর সাড়া পাননি।

অশোক মারিপেদা থানায় ফোন করার সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ আসে। অশ্বিনীর দেহ সেদিনই একটি মাঠে মিলেছে। তাঁর বাবার দেহ পাওয়া গিয়েছে পরের দিন। এক পুলিশ অফিসার জানিয়েছেন, তুমুল গতিতে ধেয়ে আসা জলের শক্তি সম্ভবত আন্দাজ করতে পারেননি তাঁরা। খাম্মামের গ্রাম্যজীবন থেকে বেরিয়ে আসার সাহস দেখানো তরুণীর সাহসিকতা ভেসে গেল প্লাবনে।

বুলডোজারে জলবন্দি ৯ জনকে উদ্ধার

হায়দরাবাদ, ৩ সেপ্টেম্বর : সাহসিকতার জন্য সবসময় যে কবচকুণ্ডল লাগে না সেটা প্রমাণ করে দিলেন সুভান খান। বন্যায় ডুবে যাওয়া সেতুতে আটকে পড়া ৯ জনকে উদ্ধার করে তেলেঙ্গানায় এখন বীরের মর্যাদা পাচ্ছেন হরিয়ানার এই তরুণ।

বন্যায় নদী উপচে জল উঠে এসেছিল সেতুর ওপর। সেই সেতু পেরোতে গিয়ে জলবন্দি হয়ে পড়েছিলেন নয় জন। জলের স্রোত বাড়তে থাকায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন তাঁরা। সেতুর দু'দিকে বহু মানুষ থাকলেও কেউই কিছু করতে পারছিলেন না। ঠিক তখনই

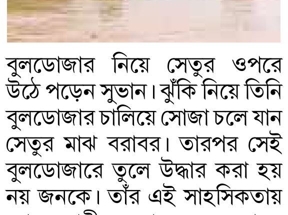

বুলডোজার নিয়ে সেতুর ওপরে উঠে পড়েন সুভান। ঝুঁকি নিয়ে তিনি বুলডোজার চালিয়ে সোজা চলে যান সেতুর মাঝ বরাবর। তারপর সেই বুলডোজারে তুলে উদ্ধার করা হয় নয় জনকে। তাঁর এই সাহসিকতায় মুগ্ধ স্থানীয় মানুষজন থেকে প্রশাসন। ঘটনাটি তেলেঙ্গানার। গত কয়েকদিনের বৃষ্টিতে সেখানে বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। খাম্মাম জেলায় মুনেরু নদীর ওপর প্রকাশ নগর সেতু পেরোতে গিয়ে আটকে পড়েছিলেন ন'জন। সেতুর ওপর দিয়ে মুনেরু নদীর জল বইছিল। জলবন্দি মানুষগুলিকে দেখে 'গেল গেল রব' উঠলে সেটা কানে যায় সুভানের। তিনি একটি বুলডোজার চালিয়ে সোজা উঠে পড়েন সেতুতে।

বিপন্ন মানুষদের উদ্ধারের পর সুভান বলেন, 'ওঁদের বাঁচাতে গিয়ে আমি মরলে একটা প্রাণ যাবে। কিন্তু ওঁদের নিয়ে ফিরতে পারলে ন'জনই বেঁচে যাবেন, এটাই মাথায় ঘুরছিল।'

ইউক্রেনে জোড়া হানায় মৃত ৪১

কিভ, ৩ সেপ্টেম্বর : যুদ্ধ-বন্ধের জন্য শান্তি চুক্তি হলেও, যুদ্ধ থামার কোনও লক্ষণ নেই। মঙ্গলবার ফের ইউক্রেনে হামলা চালাল রুশ বাহিনী। পলতোভায় রাশিয়ার একজোড়া ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র হানায় অন্তত্পক্ষে ৪১ জনের মৃত্যু হয়েছে। মারাত্মক আহত হয়েছেন ১৮০ জন। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভোলোদিমির জেলেনস্কি ভিডিও বার্তায় দাবি করেছেন, একটি ক্ষেপণাস্ত্র পড়েছে শিক্ষা সংক্রান্ত সুযোগসুবিধা দেওয়ার এক প্রতিষ্ঠানে। অন্য ক্ষেপণাস্ত্রটি পড়েছে একটি হাসপাতালে। ইউক্রেনে রুশ হামলা আড়াই বছরে পড়েছে। রাশিয়ার এবারের ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় পলতোভায় ইন্সটিটিউট অফ কমিউনিকেশনের

একটি ভবনের ক্ষতি হয়েছে। এখানে চারিদিকে বিপুল ধ্বংসস্তূপ। তার মধ্যে আটকে পড়েছিলেন অনেকে। ২৫ জনকে বাঁচানো গিয়েছে।

নতুন ছবি ‘ দ্য বাকিংহাম মার্ডারস’-এর ট্রেলার লঞ্চ অনুষ্ঠানে করিনা কাপুর খান। মঙ্গলবার মুম্বইতে।-এএফপি

ট্রেলারে দ্য বাকিংহাম মার্ডারস

আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশিত হল করিনা কাপুর খান অভিনীত দ্য বাকিংহাম মার্ডারস-এর ট্রেলার। একটি দশ বছরের বাচ্চার খুনের কিনারা করতে ময়দানে নামছেন করিনা, তিনিই গোয়েন্দা। ট্রেলারে দেখা যাচ্ছে, ১৪ নভেম্বরের ঘটনায় কতজন সন্দেহভাজন আছে, করিনা তা জানতে চইছেন যাতে তাদের অবস্থান সম্পর্কে জানা যায়। একটি সম্প্রদায়ের মধ্যে অস্থিরতা দেখা যায় যখন একটি বাচ্চার খুনের ঘটনায় এক মুসলিম বালককে গ্রেপ্তার করা হয়। করিনা একজন গোয়েন্দা ও মা হিসেবে এই ঘটনার তদন্ত শুরু করেন এবং এর জন্য মানুষের মনে ভয় জাগছে, এমন দোষও তাঁকে দেওয়া হয়। তিনি কি পারবেন রহস্য ভেদ করতে? ছবিতে আছেন রণবীর ব্রার, অ্যাশ ট্যান্ডন, কেথ অ্যালেন। করিনা এই ছবিতে প্রযোজকও হয়েছেন। তিনি একাধিক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, ছবিতে তাঁর চরিত্রটি কেট উইনস্লটের মেয়ার উফ ইস্টটাউন-এর চরিত্র থেকে অনুপ্রাণিত। পরিচালক হনসল মহেতা। ছবির মুক্তি ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৪।

কাঞ্চন দুঃখিত, ক্ষমাপ্রার্থী

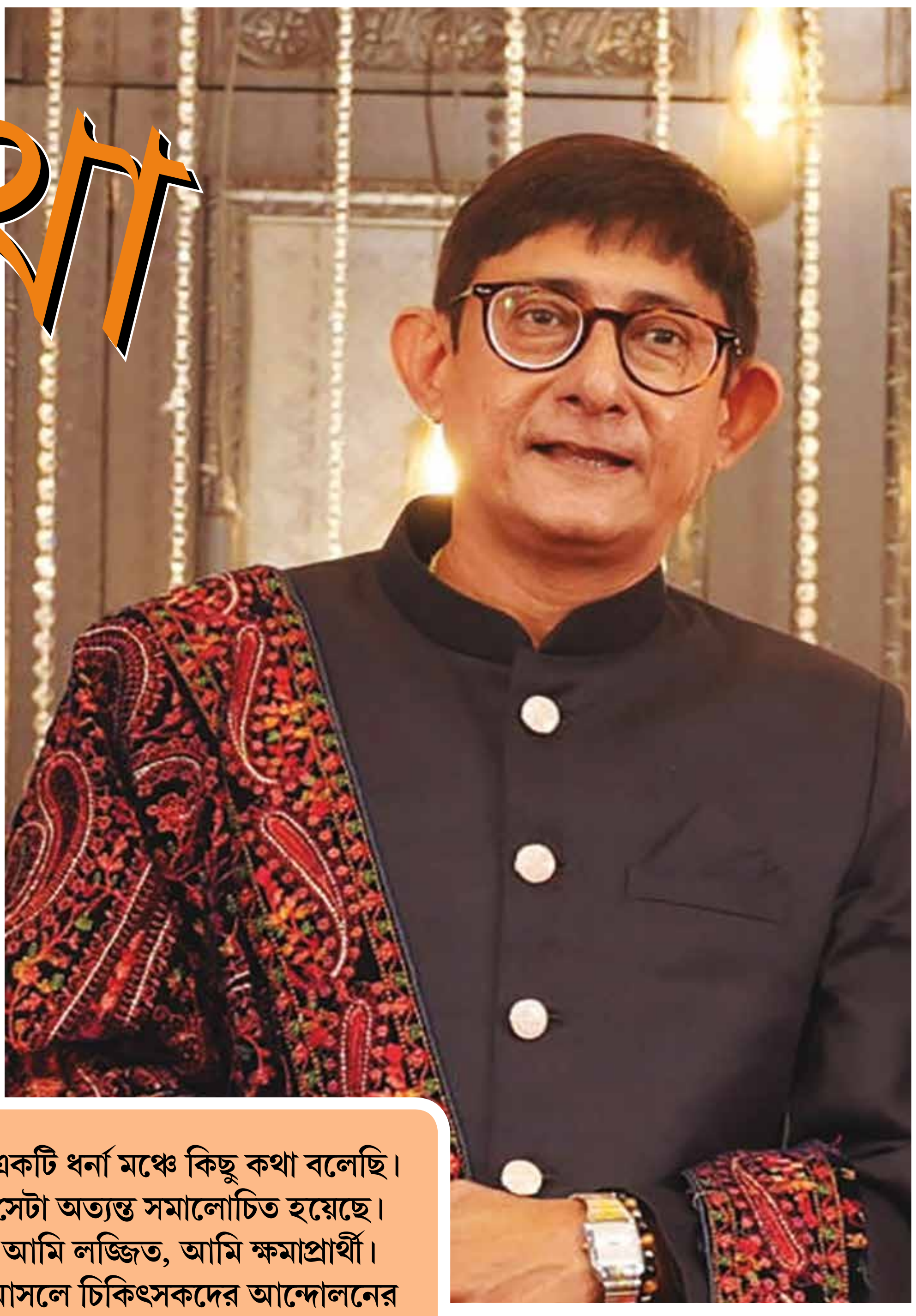

অভিনেতা কাঞ্চন মল্লিক এভাবেই মাথা নোয়ালেন নিদারুণ শ্লেষ. কটুক্তি আর তীব্র প্রতিবাদের সামনে। দীর্ঘ পোস্টে তিনি লিখেছেন, ‘একটি ধর্নামঞ্চে কিছু কথা বলেছি। সেটা অত্যন্ত সমালোচিত হয়েছে। আমি লজ্জিত, আমি ক্ষমাপ্রার্থী। আসলে চিকিৎসকদের আন্দোলনের জন্য আমি দু-তিনটি হাসপাতাল ঘুরেও বন্ধুর মাকে ভর্তি করাতে পারিনি। পরে বন্ধু ফোন করে জানায়, তোর সাহায্য লাগবে না। মা আর নেই। এটা নিতে পারিনি।’

প্রসঙ্গত, আরজি করের ঘটনায় আন্দোলনকারীদের উদ্দেশে তিনি বলেছিলেন, ‘মাসের শেষে সরকারি বেতন, পুজোর সময় হাত পেতে বোনাস নেবেন তো?’

এরপরই তাঁর বিরুদ্ধে সমালোচনার ঝড় উঠেছিল সর্বস্তরে। এবার ক্ষমা চেয়ে তাঁর এই বক্তব্য প্রকাশ্যে এল। তাঁর সহকর্মী যেমন সুদীপ্তা চক্রবর্তী বলেছিলেন, ‘তোকে ত্যাগ দিলাম’। সুজন মুখোপাধ্যায় কাঞ্চনকে তাঁর নাটক থেকে বাদ দিয়েছেন, নাটকে কাঞ্চন গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে ছিলেন। সে নাটক আর কোনও দিন মঞ্চস্থ করতে পারবেন না বলে সুজন আক্ষেপও করেছেন। তবে এই বয়কট-এর ব্যাপারে সহমত পোষণ করেননি পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়। তিনি বলেছেন, ‘কাঞ্চনদা আমার প্রিয় অভিনেতা এবং তাই থাকবেন। ওঁর আজকের কথার আমি তীব্র বিরোধিতা করছি। কিন্তু কাজের জায়গায় কাউকে কোনও রকম ত্যাগ করা বা বয়কট করার পক্ষে আমি নই।’ তাঁর কথায়, তাহলে অন্য অনেককেই বয়কট করতে হয়, যাঁরা নানা সময়ে নানা দলের পক্ষে কথা বলেছেন।

কিন্তু অভিনেত্রী দেবলীনা দত্ত একেবারে চাঁচাছোলা ভাষায় কাঞ্চনকে বলেছেন, ‘ক্ষমা চাওয়াতেও রাজনীতি! একেবারে অচেনা হয়ে গেলি।’ ঋত্বিক চক্রবর্তী নাম না করে বলেছেন, ‘বাজারে চা-দোকানের লোকটা সিরিয়াস গলায় বলল—ব্যাং যখন ফোঁস করে তখন দেখবি, একটু পরে নিজের থুথু নিজেই চেটে নিচ্ছে।’ দেবলীনার মতো করেই ভেবেছেন নাট্যকার চন্দন সেন। সেদিন কাঞ্চন প্রতিবাদীদের খোঁচা দিয়ে সরকারি সম্মান ফিরিয়ে দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন। সেই আহ্বান শুনে চন্দন সেন নাট্যজগতের শ্রেষ্ঠ সম্মান দীনবন্ধু মিত্র পুরস্কার ফিরিয়ে দেবেন বলে জানিয়েছেন।

একই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন অভিনেতা বিপ্লব বন্দ্যোপাধ্যায়। চলতি বছরে তিনি ‘দায় আমাদেরও’ নাটকের জন্য পশ্চিমবঙ্গ নাট্য অ্যাকাডেমি থেকে সেরা নির্দেশকের পুরস্কার পান। তিনি বলেছেন, পুরস্কার ও অর্থমূল্য দুটোই আমি ফিরিয়ে দিতে চাই। ওদের ইমেল করে জানিয়েছি। তাঁর বক্তব্য, আরজি কর ঘটনার পর থেকেই তাঁর মনখারাপ। ইনকিলাব নামে একটি পথনাটিকাও তাঁর দল করেছে। কাঞ্চনের প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, কাঞ্চন মল্লিকের সরকারি পুরস্কার সম্পর্কিত মন্তব্য শুনি। ওঁর বলার ভঙ্গিমার সঙ্গে সরকারের ভূমিকা কোথাও যেন মিলে যায়। তার পরেই পুরস্কার ফিরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিই। আরজি কর কাণ্ডে শুরু থেকেই প্রমাণ লোপাট ও দোষীদের আড়াল করার চেষ্টা হচ্ছে বলেই তিনি মনে করেন। তিনি বলেছেন, অরিজিৎ সিংহের প্রতি কুণাল ঘোষের সাম্প্রতিক মন্তব্যের সঙ্গে কাঞ্চন মল্লিকের বক্তব্য মিলে যাচ্ছে। আসলে সকলের বক্তব্যই এক, শুধু ব্যক্তিবিশেষ বদলে যাচ্ছে। কাঞ্চনের ক্ষমা চাওয়া প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, ‘এর নেপথ্যে দলের কতটা অভ্যন্তরীন চাপ রয়েছে, আমি জানি না। সত্য আগে প্রকাশ হোক। তাকে এখন ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টার কোনও মানে নেই।’ তাঁর এই সিদ্ধান্তে প্রশংসা করে পোস্ট করেছেন দেবদূত ঘোষ, মনামী ঘোষ। অ্যাকাডেমির তরফে বিপ্লবকে এখনও কিছু জানানো হয়নি। তবে তিনি মঙ্গলবারই পুরস্কার ফেরত দিতে চান।

‘একটি ধর্না মঞ্চে কিছু কথা বলেছি। সেটা অত্যন্ত সমালোচিত হয়েছে। আমি লজ্জিত, আমি ক্ষমাপ্রার্থী। আসলে চিকিৎসকদের আন্দোলনের জন্য আমি দু’তিনটি হাসপাতাল ঘুরেও বন্ধুর মাকে ভর্তি করাতে পারিনি। পরে বন্ধু ফোন করে জানায়, তোর সাহায্য লাগবে না। মা আর নেই। এটা নিতে পারিনি।’

সম্মান ফিরিয়ে দিলেন সুদীপ্তা

তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে সুদীপ্তা চক্রবর্তীও তাঁর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তরফে পাওয়া বিশেষ চলচ্চিত্র সম্মান তিনি ফিরিয়ে দিতে চান। এর জন্য সংশ্লিষ্ট বিভাগে তিনি ইমেল করেছেন। এ কথা সমাজমাধ্যমে পোস্ট করে জানিয়ে তিনি লিখেছেন, ‘ভারাক্রান্ত হৃদয়ে এবং যন্ত্রণাবিদ্ধ মন নিয়ে জানাচ্ছি, চলচ্চিত্রে বিশেষ অবদানের জন্য সরকারের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রক থেকে যে বিশেষ পুরস্কার আমাকে দেওয়া হয় ২৪ জুলাই, ২০১৩-তে, তা আমি ফিরিয়ে দিতে চাই। ...এর সঙ্গে আমি ২৫০০০ টাকাও পেয়েছিলাম। দয়া করে আমাকে জানান, কীভাবে আমি ওই টাকাও ফিরিয়ে দিতে পারি।’ শেষে তিনি লিখেছেন, ‘আমি সমঝোতা করব না। রাস্তায় দাঁড়িয়ে বিচার চাইব-- আইনি ও সামাজিক, দুটোই।’ তাঁর এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়েছেন স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায়।

উল্লেখ্য, কাঞ্চন জুনিয়ার ডাক্তারদের আন্দোলনের জন্য চিকিৎসা পরিষেবা নষ্ট হয়েছে বলে অভিযোগ করেছিলেন। তার প্রতিবাদ করে কণীনিকা বন্দ্যোপাধ্যায় বলছেন, গত ছ মাস ধরে আমার মা হাসপাতালে ভর্তি। অনেক হাসপাতালে ঘুরেছি, আপাতত তিনি সরকারি হাসপাতালে ভর্তি। তার মধ্যে এই তিলোত্তমার ঘটনাটা ঘটে। আমার বাবা, কাকা আমি রোজ সরকারি হাসপাতালে যাতয়াত করি। জুনিয়ার ডাক্তারেরা প্রতিবাদ করছেন। যাঁরা বলছেন সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা হচ্ছে না, তাঁরা মিথ্যে কথা বলছেন। আমার মাকে যে সিনিয়র চিকিৎসক দেখছেন, তিনি মধ্যরাতেও এসে দেখে যাচ্ছেন।’

অন্যদিকে কাঞ্চনের ক্ষমা চাওয়া প্রসঙ্গে অভিনেত্রী অনন্যা চট্টোপাধ্যায়ও পোস্ট করে লেখেন, ‘কাঞ্চন আপনি এই কথাগুলো বলতে পারলেন? আপনারা জননেতা। আপনাদের উপর থেকে মানুষের বিশ্বাস, ভরসা সরে যেতে দেবেন না এই ভাবে। একা হয়ে যাবেন একদিন।’ অভিনেতার স্ত্রী অভিনেত্রী শ্রীময়ী চট্টরাজ সমাজমাধ্যমে লিখেছেন, কাঞ্চন যা বলেছে, তার সঙ্গে সহমত পোষণ করছি না। ঘটনার আকস্মিকতায় বলে ফেলেছে। এটা কাউকে ছোট করার জন্য বা কারওর পক্ষ নেওয়ার জন্য নয়। অন্যায় হয়েছে, ভুল হয়েছে, আমরা সকলেই চাইছি জাস্টিস ফর আরজি কর।’

আচমকা অমিতাভর কাছে ঐশ্বর্য

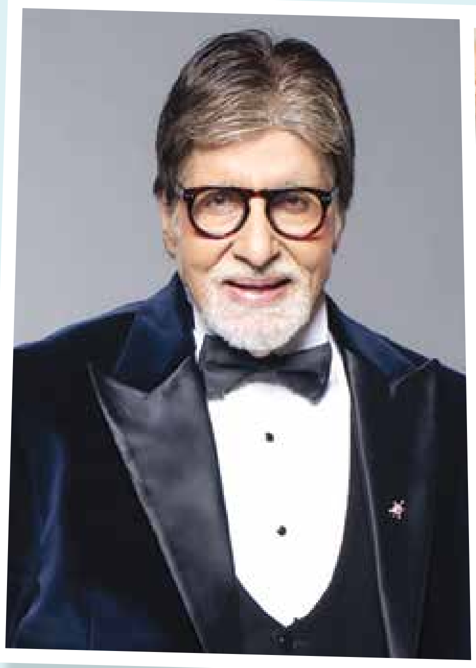

অভিষেক বচ্চন ও ঐশ্বর্য রাইয়ের বিচ্ছেদ নিয়ে চর্চার মধ্যে হঠাৎই অ্যাশ জলসায় গেলেন, সঙ্গে মেয়ে আরাধ্যা। তাঁদের গাড়ি থেকে নেমে বাড়িতে ঢুকতে দেখা গিয়েছে। সেই ছবি নেটে ভাইরাল। এরপরই জল্পনা শুরু, কেন তিনি জলসায়! মনে করা হচ্ছে, অমিতাভর সঙ্গে বিশেষ বিষয়ে আলোচনার জন্যই অ্যাশ গিয়েছেন জলসায়। আরও লক্ষ্যণীয়, সেই সময় জয়া বচ্চন বাড়িতে ছিলেন না। জেনেবুঝেই অ্যাশ সেই সময়টাই বেছে নিয়েছেন জলসা-তে যাওয়ার জন্য। শোনা যায়, বিয়ের পর থেকেই ঐশ্বর্যর সঙ্গে জয়ার সম্পর্ক ভালো নয়। এর ওপর যোগ হয় ননদ শ্বেতার উপস্থিতি। তিনি বাবার কাছেই থাকেন, তাঁর সঙ্গেও ঐশ্বর্যের সম্পর্ক ভালো নয়। প্রতীক্ষা বাংলোটি অমিতাভ মেয়ের নামে করে দেন। তারপর থেকেই নাকি শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে অ্যাশের সম্পর্ক খারাপ হয়। সম্পত্তির এই ভাগাভাগি নাকি ঐশ্বর্য মেনে নিতে পারেননি। দুজনের সাম্প্রতিক ছবিতে কারোর হাতে আংটি দেখা যায়নি, দুজনকে একসঙ্গে দেখাও যায় না। এই কারণেই কি অমিতাভ মুম্বইতে জমি কিনেছেন? কোনও পক্ষই অবশ্য এই নিয়ে কোনও কথা বলেননি।

হলিউডি সিরিজে পা ঈশানের

.দ্য পারফেক্ট কাপল সিরিজে দেখা যাবে ঈশান খট্টরকে। এর সঙ্গে প্রথমবার হলিউডের প্রজেক্টে পা রাখলেন তিনি। তাঁর সহ অভিনেতাদের দলে আছেন অ্যাকাডেমি বিজয়িনী নিকোল কিডম্যান। লন্ডনে বিএফআই আইম্যাক্সে সম্প্রতি প্রিমিয়ার হল এই সিরিজের। সেখানে হাজির ছিল পুরো টিম, ঈশানকেও তাঁদের সঙ্গে দেখা গেল ফোটোগ্রাফারদের ক্যামেরার সামনে। ওঁরা দুজন ছাড়া আছেন স্যাম নিভোলা, বিলি হাওলে, লিভ শ্রেইবার, ইভ ইউসন প্রমুখ। ৫ সেপ্টেম্বর থেকে নেটফ্লিক্সে সিরিজ দেখা যাবে। ২০১৮ সালে এলিন হিল্ডার্ব্র্যান্ডের লেখা একই নামের উপন্যাস অবলম্বনে এই সিরিজ নির্মিত। বিয়েবাড়িতে একটি মৃতদেহ আবিষ্কৃত হলে রহস্য ঘনীভূত হয় এবং তদন্ত শুরু হয়। এই গল্প নিয়ে সিরিজ, পরিচালক সুসানে বিয়ার।

একনজরে সেরা ৫

নতুন

ছবির কথা ঘোষণা করলেন কঙ্গনা রানাওয়াত। নাম ভারত ভাগ্য বিধাতা। ছবির বিষয় দেশের অকথিত নায়ক— যারা দেশের মেরুদণ্ড। সেইসব প্রত্যেক দিনের নায়কদের কথা বলবে এই ছবি। প্রধান চরিত্রে কঙ্গনা। ছবির প্রযোজক ও পরিচালক মনোজ তাপদিয়া। প্রসঙ্গত, কঙ্গনার এমারজেন্সি ছবিটির মুক্তি শিখ সম্প্রদায়ের চাপে পিছিয়ে গিয়েছে।

আশিকি

শব্দটি দিয়ে সিনেমা বানানো যাবে না— এই মর্মে একটি অন্তর্বর্তীকালীন স্থগিতাদেশ দিয়েছে দিল্লি হাইকোর্ট, আশিকি ছবির প্রযোজক বিশেষ ফিল্মসের কর্ণধার মুকেশ ভাটের পক্ষে। টি-সিরিজের সঙ্গে তিনি আশিকি ৩ বানাবেন ঠিক হলেও প্রথম পক্ষ আশিকি নামের অন্য ছবির কথা ঘোষণা করলে তিনি এই পদক্ষেপ নিয়েছেন।

পাঁজরে

চোট, তবু সিকান্দার ছবির অ্যাকশন দৃশ্যের শুটিং করছেন সলমন খান। মুম্বইয়ে একটু হালকা ধাঁচের অ্যাকশন দৃশ্য তিনি সামলাচ্ছেন। ভারী স্টান্টের জন্য বডি ডাবল নেওয়া হচ্ছে। তাঁর স্বাস্থ্যকেই বেশি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। ছবিতে বিশ্বাসযোগ্যতা বজায় রাখার জন্য ১৫ কোটি টাকা দিয়ে ধারাভি ও মাতুঙ্গার সেট তৈরি হয়েছে।

গণেশ চতুর্থী

আসছে আরজি কর-এর প্রতিবাদের মুখ হয়ে। হাজরার মহারাষ্ট্র মণ্ডলের গণেশ পুজো কলকাতার সবথেকে পুরোনো। সেখানে পুজোর আগে বিশেষ প্রার্থনা হল তিলোত্তমার জন্য দ্রুত বিচার চেয়ে। এবার পুজো ১০০ বছরের। ইকো ফ্রেন্ডলি মূর্তির পুজো হবে। পুজোয় প্লাস্টিক বাদ দিয়ে পরিবেশ রক্ষার উপযোগী ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

ভিন ডিসেল

দীপিকা পাড়ুকোনের বেবি বাম্প দেখে উচ্ছ্বসিত তাঁর অনুরাগীরা। কারণ এবার প্রমাণ হল, তিনি সত্যিই মা হচ্ছেন! তাঁর হলিউডি ছবির নায়ক ভিন ডিসেলও তাঁকে শুভেচ্ছা, ভালোবাসা জানিয়েছেন এই ছবি দেখে। এক্স এক্স এক্স: দ্য জেন্ডার কেজ ছবিতে দুজন একসঙ্গে কাজ করেছেন।

পোস্টারের জন্য কার্তিক, বিদ্যার শুটিং

ভুলভুলাইয়া ৩ ছবিতে কার্তিক আরিয়ান ও বিদ্যা বালানকে একসঙ্গে দেখা যাবে। সম্প্রতি এই দুই তারকা ছবির পোস্টারের জন্য শুটিং করতে এসেছিলেন। সেখান থেকেই একটি ছবি প্রকাশ করা হয়। কালো কুর্তা, ধুতি, ব্যান্ডানা আর গলায় রুদ্রাক্ষ পরিহিত অবস্থায় কার্তিককে দেখা গিয়েছে। আর বিদ্যা পরেছিলেন কালো শাড়ি, তাঁর খোলা চুল ছড়ানো ছিল কাঁধে। এরকমই আর একটি ছবিতে দেখা যাচ্ছে বিদ্যা কার্তিকের গাল টিপছেন! প্রসঙ্গত, প্রথম ভুলভুলাইয়া ছবিতে মঞ্জুলিকা হয়ে বিদ্যা একটা নজির সৃষ্টি করেছিলেন। এই হরর কমেডিতে দুজনের আগমন অনুরাগীদের দারুণ খুশি করেছে, তাঁরা স্বাগত জানিয়েছেন এই জুটিকে। এর সঙ্গে অনেকে ছবিতে অক্ষয়কুমারের ক্যামেও উপস্থিতিও চাইছেন। তাঁরা লিখেছেন, ‘ভুলভুলাইয়া ৩ ছবিতে অক্ষয়কুমারের স্পেশাল এন্ট্রি হলে কেঁপে যাবে সব।’ দিওয়ালিতে আসছে রুহ বাবা ও মঞ্জুলিকা।

বৃষ্টি থেকে বাঁচাতে পলিথিন দিয়ে ঢাকা হচ্ছে বিশ্বকর্মা প্রতিমা। মঙ্গলবার ময়নাগুড়িতে অর্ঘ্য বিশ্বাসের তোলা ছবি

যত্রতত্র পার্কিংয়ে নাভিশ্বাস

রাস্তায় গাড়ি রেখেই চলছে বাজার

অনীক চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ৩ সেপ্টেম্বর : জলপাইগুড়ি শহরের দিনবাজারে গাড়ি পার্কিংয়ের কোনও ব্যবস্থা নেই। যার জেরে নাকানিচোবানি খেতে হচ্ছে বাজারে আসা মানুষজনকে। দিনবাজারে সবজি ও মাছ বাজারে ঢোকার মুখে বাইক, স্কুটার, টোটো আর রিকশা যত্রতত্র দাঁড়িয়ে থাকে। তাতে কারও কোনও অসুবিধা হচ্ছে কি না তা নিয়ে ওইসব গাড়ির চালক ও মালিকরা ভ্রূক্ষেপহীন। পুরসভা থেকেও দিনবাজার বা কাছাকাছি কোথাও পার্কিং প্লেস তৈরির এখনই কোনও পরিকল্পনা নেই বলেই খবর।

বাজারের বাইরে অনেক সময় বাইক এবং স্কুটার এমনভাবে পার্কিং করা হয় যার জেরে রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়। ফলে, ওই এলাকায় প্রতিনিয়ত যানজট লেগেই থাকে। দিনবাজারের ব্যবসায়ী সুশীল ঘোষ জানান, রাস্তায় প্রচুর ভিড় হয়। বিশেষ করে রাস্তার ওপর বাইক-স্কুটার রেখে দেওয়ায় ভিড় বাড়ে। যার প্রভাবে তৈরি হয় যানজট। রাস্তাটি দিয়ে স্কুলের সময় প্রচুর পড়ুয়া যাতায়াত করে। এছাড়া অ্যাম্বুল্যান্সও যায়। দু'চাকার গাড়ির সঙ্গে টোটো ও রিকশার অনিয়ন্ত্রিত পার্কিংয়ে ব্যবসায় খুবই সমস্যা হয়।

জলপাইগুড়ির নয়াবস্তির বাসিন্দা অমিত সরকারের কথায়, 'বাজারে বাইক ও অন্যান্য যানবাহন পার্কিংয়ের ব্যবস্থা নেই। যত্রতত্র মানুষ গাড়ি রেখে দিচ্ছেন। যাঁরা হেঁটে বাজারে ঢুকতে যান তাঁরা সমস্যায় পড়েন। এমনকি, বাজারের ভিতরেও অনেকে বাইক নিয়ে ঢুকে যান। বাজারটা ক্রমাগত ঘিঞ্জি হয়ে উঠছে।'

বাজারের সামনে ফলের পসরা নিয়ে বসেন বেশ কিছু ব্যবসায়ী। একটু ভিতরে ঢুকলেই সবজি ও মাছ-মাংসের বাজার। পাশের গলিতেই রয়েছে প্রসাধনী ও শাড়ির দোকান। ফলে, দিনভর মানুষের আনাগোনা লেগে থাকে। রাস্তা বন্ধ করে যেখানে সেখানে গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকে। গোদের উপর বিষফোড়া টোটো ও রিকশা। এজন্য পুলিশ প্রশাসন ও পুরসভাকে বারবার বলেও কোনও লাভ হয়নি বলেই স্থানীয় ব্যবসায়ীদের দাবি।

হেলদোল নেই

- গাড়ি পার্কিংয়ের কোনও ব্যবস্থা নেই দিনবাজারে
- দিনবাজারে সবজি ও মাছ বাজারে ঢোকার মুখে বাইক, স্কুটার, টোটো আর রিকশা যত্রতত্র দাঁড়িয়ে থাকে
- কারও কোনও অসুবিধা হচ্ছে কি না তা নিয়ে ওইসব গাড়ির চালক ও মালিকরা ভ্রূক্ষেপহীন
- বাজারের বাইরে অনেক সময় বাইক এবং স্কুটার এমনভাবে পার্কিং করা হয়

ব্যবসায়ী সুমন চৌধুরী বললেন, 'বাজারের ভিতরে ও বাইরে অপরিকল্পিতভাবে পার্কিং করায় যানবাহনচালক ও ক্রেতাদের মধ্যে প্রায়শই বচসা বাধে। চালকদের দোকানের সামনে বাইক দাঁড় করতে মানা করলে তাঁরা গালিগালাজ করেন। ব্যবসা করাই সমস্যা হচ্ছে। ব্যবসায়ী ও ক্রেতাদের অসুবিধা থাকলেও এখনও অবধি পুলিশ বা পুরসভা কোনও ব্যবস্থা না নেওয়ায় স্থানীয় ব্যবসায়ী ও ক্রেতাদের ক্ষোভ বাড়ছে।

জলপাইগুড়ি পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান সৈকত চট্টোপাধ্যায় জানান, শহরের বেশ কিছু জায়গায় পার্কিংয়ের জন্য জমি চিহ্নিত করা হয়েছে। দিনবাজারের ক্ষেত্রে কোনও জমি চিহ্নিত হয়নি। এনিয়ে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

দিনবাজার সেতুতে টোটোর দাপট। (ডানে) বাজারে রাস্তার ওপরে পার্কিং। - সংবাদচিত্র

ছাড়পত্র দাবি

জলপাইগুড়ি, ৩ সেপ্টেম্বর : জলপাইগুড়িতে টোটোচালকদের পুরসভা রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে হয়রানি করছে। মঙ্গলবার সিটু প্রভাবিত ই-রিকশাচালক ইউনিয়নের জলপাইগুড়ি জেলা সম্পাদক শুভাশিস সরকার এমনই অভিযোগ করেছেন। শুভাশিসের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে জলপাইগুড়ি শহরে যেসব টোটোর জিএসটি বিল নেই সেগুলোর রেজিস্ট্রেশন দেওয়া হচ্ছে না। শুধু তাই নয়, যে সমস্ত টোটোচালকরা পুরোনো টোটো কিনেছেন তাঁদেরকেও রেজিস্ট্রেশন পুর কর্তৃপক্ষ দিচ্ছে না। সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত রেজিস্ট্রেশন লাইনে দাঁড়িয়ে টোটোচালকরা হয়রানির শিকার হচ্ছেন।

শুভাশিস বলেন, আটকে দিয়ে নয়, শহর সংলগ্ন গোল গুমটি এলাকার বেলাকোবা গ্রাম পঞ্চায়েতের কিছু অংশ, গড়ালবাড়ি, মণ্ডলঘাট, বাহাদুর, নগর বেরুবাড়ির টোটোচালকদের শহরে টোটো চালানোর ছাড়পত্র দেওয়া প্রয়োজন। পুরসভাকে এব্যাপারে ব্যবস্থা নিতে হবে। জলপাইগুড়ি পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান সৈকত চট্টোপাধ্যায় এব্যাপারে বলেন, 'শহরে টোটোর চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে। ট্রাফিক পুলিশ ইতিমধ্যেই বাইরের টোটো শহরে ঢুকতে দিচ্ছে না। টোটো চলাচল নিয়ন্ত্রণ করতে পুরসভা থেকে রেজিস্ট্রেশন দেওয়া হচ্ছে। বিষয়টি আমরা আলোচনা করব।'

ষাঁড় তাড়াতে আনা হল জলকামান

অনীক চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ৩ সেপ্টেম্বর : সকাল সাড়ে ১০টা। অন্যান্য দিনের মতোই স্বাভাবিক ছন্দে চলছিল নগরজীবন। স্কুলের গেটের সামনে পড়ুয়াদের ভিড়। পোস্ট অফিস মোড়ের চারিদিকে হাজারো যানবাহনের সারিবদ্ধ লাইন। হর্নের শব্দ, ট্রাফিকের নজরদারি। কিন্তু বেলা এগারোটা বাজতেই ছন্দপতন! সকলেই এদিক-ওদিক ছুটছেন। ট্রাফিকে কর্তব্যরত পুলিশকর্মীরা রাস্তা ফাঁকা করছেন। দমকলবাহিনী সেখানে হাজির। না কোনও রাজনৈতিক গণ্ডগোল সামাল দিতে নয়। একটি ষাঁড়ের তাণ্ডব। সামনে যেই আসছে না কেন, তার পিছু নিচ্ছে সে। তাড়া করছে চলন্ত বাইক কিংবা গাড়িকে। তার লম্বা সিংয়ের ধার ঘেঁষে পালিয়ে যারা যেতে পেরেছেন তাঁদের কাছে এই সকাল যেন নতুন জীবন।

ষাঁড়ের তাণ্ডবে বিপর্যস্ত জনজীবন। মঙ্গলবার জলপাইগুড়িতে।

সম্পূর্ণ পোস্ট অফিস মোড় থেকে স্টেশনপাড়াজুড়ে প্রায় এক ঘণ্টা ষাঁড়ের তাণ্ডবে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল জনজীবন। অবশেষে ফায়ার ব্রিগেডের জলকামান দিয়ে ষাঁড়টিকে সরিয়ে দেওয়া হয় এলাকা থেকে। তারপরও বেশ কিছুক্ষণ ওই চত্বরের আশপাশে ষাঁড়ের দেখা মিললেও, পরবর্তীতে ক্লাব রোড সংলগ্ন এলাকায় চলে যায় সে। সেখানে অপর একটি ষাঁড়ের সঙ্গে প্রায় দশ মিনিট ধরে চলে তার খণ্ডযুদ্ধ। ষাঁড়ের জন্য জনজীবন ব্যাহত হওয়ায় বিস্মিত সকলেই। পথচারী রাজু দাস বলেন, 'আমি বাজার সেরে বাড়ির উদ্দেশে পোস্ট অফিস মোড় দিয়ে যাচ্ছিলাম। সকলেই ছোটাছুটি করলেও অতটা পাত্তা দিইনি। কিন্তু ষাঁড় যখন আমার দিকে ছুটে আসে, তখন ব্যাগ ফেলে আমিও দৌড় লাগাই। একটুর জন্য গুঁতো খাইনি।'

এদিকে স্থানীয় ব্যবসায়ী রাজ ঘোষের কথায়, রোজই ওই রাস্তা দিয়ে গোরু, ষাঁড় ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু ওই ষাঁড়টি যেভাবে সকলের পিছুধাওয়া করছে তা আগে দেখিনি। আজ যদি পুলিশ এবং দমকল ওটাকে না সরাতো তাহলে কেউ না কেউ আহত হতই। দিগভ্রষ্টের মতো ষাঁড়টি কখনও ফণীন্দ্র দেব স্কুলের দিকে, তো কখনও স্টেশন রোডের দিকে ছোটাছুটি করতে থাকে।

পুলিশ যানবাহন এবং মানুষের ওই পথ দিয়ে চলাও কিছুক্ষণের জন্য বন্ধ করে দেয়। পোস্ট অফিস মোড়ের সামনে ফায়ার ব্রিগেডের জলকামান দিয়ে ষাঁড়টিকে শান্ত করার চেষ্টা করলে সেটি স্টেশন রোডের একটি গলিতে ঢুকে অপর একটি ষাঁড়ের সঙ্গে লড়াই শুরু করে দেয়। সেখানেও দমকলের একটি ইঞ্জিন জলকামান দিয়ে ষাঁড়ের লড়াই বন্ধ করে দুটিকে আলাদা করলে জনজীবন স্বাভাবিক হয়।

জরুরি তথ্য

ব্লাড ব্যাংক

(মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত)

জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজের ব্লাড ব্যাংক

এ পজিটিভ	১
এ নেগেটিভ	০
বি পজিটিভ	৪
বি নেগেটিভ	০
এবি পজিটিভ	৩
এবি নেগেটিভ	০
ও পজিটিভ	৭
ও নেগেটিভ	০

মালবাজার সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল ব্লাড ব্যাংক

পিআরবিসি

এ পজিটিভ	১০
এ নেগেটিভ	০
বি পজিটিভ	১৭
বি নেগেটিভ	০
ও পজিটিভ	১৮
ও নেগেটিভ	০
এবি পজিটিভ	৯
এবি নেগেটিভ	০

এফএফপি

এ পজিটিভ	২৫
এ নেগেটিভ	০
বি পজিটিভ	২৬
বি নেগেটিভ	০
ও পজিটিভ	৩০
ও নেগেটিভ	০
এবি পজিটিভ	২০
এবি নেগেটিভ	০

প্লেটলেট

এ পজিটিভ	১
এ নেগেটিভ	০
বি পজিটিভ	১
বি নেগেটিভ	০
ও পজিটিভ	১
ও নেগেটিভ	০
এবি পজিটিভ	১
এবি নেগেটিভ	০

ফাঁকা প্লটে জমছে আবর্জনা

বিদেশ বসু

মালবাজার, ৩ সেপ্টেম্বর : মাল শহরের প্রায় প্রতিটি ওয়ার্ডেই এক বা একাধিক ফাঁকা প্লট রয়েছে। আর একাংশ বাসিন্দার অসচেতনতায় সেই ফাঁকা প্লটই হয়ে উঠেছে আবর্জনা ফেলার ভ্যাট। সমস্যা পোহাতে হচ্ছে সকলকেই। বাড়ি বাড়ি থেকে আবর্জনা সংগ্রহকারী পুরসভার গাড়ি সব ওয়ার্ডেই ঘোরে। তবুও কিছু বাসিন্দা আবর্জনা এনে ফেলছেন ওইসব স্থানে। এনিয়ে অসন্তোষ ছড়িয়েছে সচেতন নাগরিকদের মধ্যে।

আবর্জনা জমে যাতে শহর দূষিত না হয়, সেকারণেই একসময় বাড়ি বাড়ি আবর্জনা সংগ্রহ চালু করেছিল পুরসভা। কিন্তু একাংশ বাসিন্দার কর্মকাণ্ডে পুরসভার সেই উদ্যোগ তেমন কাজে আসছে না। বিভিন্ন ওয়ার্ডে ফাঁকা প্লটগুলিতে স্থানীয়রাই সবসময় আবর্জনা ফেলে যাচ্ছেন। এতে আশপাশের বাসিন্দারা দারুণ সমস্যায় পড়ছেন। দূষণ ছড়াচ্ছে। পুর কর্তৃপক্ষ সেই জমা আবর্জনা পরিষ্কার করতে হিমসিম খাচ্ছে। ৫ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার সুরজিৎ দেবনাথ বলেন, 'আমাদের ওয়ার্ডেও কিছু ফাঁকা স্থান আছে। সেখানেও আবর্জনা ফেলা হয়। বারবার পরিষ্কার করেও লাভ হচ্ছে না।'

৯ নম্বর ওয়ার্ডের দক্ষিণ কলোনি এলাকায় নজরুল শিশু উদ্যান রয়েছে। উদ্যানের প্রাচীর ঘেঁষেই আবর্জনা স্তূপাকারে ফেলে রাখা হচ্ছে। দিনের পর দিন এভাবেই চলছে। স্থানীয় বাসিন্দা কার্তিক পাল বলেন, 'শিশু উদ্যানের সামনেটা সবসময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা দরকার। অথচ এখানে উলটো ঘটনা ঘটছে। উদ্যানের সামনেই আবর্জনা ফেলা হচ্ছে। এধরনের ঘটনা একেবারেই কাম্য নয়।' ওয়ার্ডের কাউন্সিলার রুমা দাস দে'র এব্যাপারে বক্তব্য, 'পুরসভা সবসময়ই যেখান সেখানে ফেলা আবর্জনা পরিষ্কার করে থাকে। তবে, নির্দিষ্ট জায়গা ছাড়া আবর্জনা ফেলা উচিত নয়। বাড়ি বাড়ি আবর্জনার গাড়ি ঘোরে। তাই নাগরিকদের সেই গাড়িতে আবর্জনা ফেলতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়।'

মাল শহরের ৫ নম্বর ওয়ার্ডে ফাঁকা প্লটে আবর্জনার স্তূপ।

বয়কটের সিদ্ধান্ত

জলপাইগুড়ি, ৩ সেপ্টেম্বর : বামপন্থী শিক্ষক সংগঠন শিক্ষক দিবসের অনুষ্ঠান বয়কট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। জলপাইগুড়ি জেলা নিখিলবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি এবং নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি যৌথভাবে সরকারি শিক্ষক দিবসের যাবতীয় অনুষ্ঠানে যোগ দেবে না। দুই সংগঠনের পক্ষে নিখিলবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি জলপাইগুড়ি জেলা সম্পাদক বিপ্লব ঝা বলেন, ডাক্তারি পড়ুয়ার মৃত্যুর ঘটনায় শোকের আবহ চলছে। ওই চিকিৎসককে ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে। শিক্ষক দিবসে শিক্ষকরা কালো ব্যাজ পরে প্রতিবাদ জানাবেন।

গাছ উপড়ে বিপত্তি

ধূপগুড়ি, ৩ সেপ্টেম্বর : শহরের প্রাণকেন্দ্রে জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের ডাকবাংলো সংস্কারের কাজ চলাকালীন সোমবার সকালে একটি বড় মাপের সেগুন গাছ শেকড় সহ উপড়ে যায়। এতে বিদ্যুতের তারের ব্যাপক ক্ষতি হয়। এর জেরে এদিন সন্ধ্যার পরেও বিদ্যুৎ ফেরেনি ১২ নম্বর ওয়ার্ডের একাংশে। ব্যস্ত এলাকায় গাছ উপড়ে পড়ায় যান চলাচল এবং পথচারীদেরও চরম ভোগান্তি হয়। এই ঘটনায় ফুটপাথে তিন পথচারী আহত হয়েছেন। যাঁদের একজনের মাথা ফেটেছে। সেইসঙ্গে দুটো মোটরবাইক ভেঙেছে। গাছটির মূল অংশ বিদ্যুৎ পরিবাহী তারের ওপর পড়ায় ক্ষতি হয়েছে। মোটা ডাল ভেঙে ক্ষতি হয়েছে দোকানেরও। জেলা পরিষদের কাছে ক্ষতিপূরণ এবং চিকিৎসা খরচ দেওয়ার দাবি তুলেছেন কয়েকজন। সকাল ১১টা নাগাদ আকাশ মেঘলা করে ঝোড়ো হাওয়া শুরু হতেই এই বিপত্তি হয় বলে জানান প্রত্যক্ষদর্শীরা। স্থানীয় দোকানি সঞ্জয় তরফদার বলেন, 'নতুন প্রাচীর দেওয়ার জন্যে পুরোনো দেওয়াল ভেঙে ফেলেছে জেলা পরিষদের লোকেরা। সেকারণেই হয়তো দেওয়াল ঘেঁষা গাছের গোড়ার মাটি নরম হয়ে গিয়েছিল। এদিন আচমকা হাওয়া শুরু হতেই গাছটি আমার দোকানের ওপর ভেঙে পড়ে। অল্পের জন্যে প্রাণে বেঁচে গিয়েছি।' জেলা পরিষদের তরফে এই ঘটনা নিয়ে কোনও মতামত মেলেনি। তবে বাংলো সংস্কারের বরাত পাওয়া ঠিকাদার এজেন্সির তরফে গাছ কাটা সহ অন্যান্য কাজ করা হয়েছে।

একের পর এক পাম্প চুরিতে আতঙ্ক

সন্তু চৌধুরী

মালবাজার, ৩ সেপ্টেম্বর : ফের দুটি পাম্প চুরি গেল মালবাজার শহর সংলগ্ন ক্ষুদিরামপল্লি এলাকায়। রবিবার রাতেই ওই পাম্প দুটি চুরি গিয়েছে বলে অভিযোগ। এই নিয়ে এক মাসে এলাকার প্রায় ২০টি বাড়ি থেকে পাম্প চুরি হল। এলাকায় চোরের উপদ্রব বাড়ায় চিন্তিত স্থানীয়রা। প্রায় কুড়ি কিলোমিটার দূরে মেটেলি থানা অবস্থিত হওয়ায় কেউই চুরির অভিযোগ দায়ের করেননি। মেটেলি থানার ইনস্পেকটর ইনচার্জ মিংমা লামা বলেন, 'এখনও কোনও লিখিত অভিযোগ আমাদের কাছে জমা পড়েনি। তবে বিষয়টি নিয়ে আমরা দ্রুত পদক্ষেপ করব।'

মাল শহরের ১১, ১২ এবং ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের সীমানা এলাকায় ক্ষুদিরামপল্লিটি মাটিয়ালি ব্লকের অন্তর্গত। ওই এলাকার রবিবার রাতে দুটি বাড়ি থেকে পাম্প চুরি গিয়েছে। এর আগে শনিবার রাতে নিখিল দাসের বাড়িতে জলের পাইপ কেটে পাম্প নিয়ে চম্পট দিয়েছে দুষ্কৃতীরা। পাম্পটি বাথরুমের পাশে ছিল। নিখিলের পরিবারের সদস্যরা সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখেন পাম্পটি নেই।

বৃহস্পতিবার অনিলের প্রতিবেশী অখিল দাসের বাড়িতেও একটি পাম্প চুরি গিয়েছে। কয়েকটি বাড়িতে চুরির চেষ্টা করে বিফল হয়েছে চোরের দল। এলাকায় বাইরের কয়েকজনকে সন্দেহজনকভাবে চলাফেরা করতে দেখেন এলাকাবাসী। স্থানীয় বাসিন্দা নেপাল বণিক জানান, গত এক মাসে এতগুলো পাম্প চুরির ঘটনায় তাঁরা অবাক। এলাকার বহু মানুষ টোটো চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করেন। রাতে বাড়ির বাইরেই টোটো রাখেন তাঁরা। বাইরে চুরির পর বাড়ির ভেতরেও চোরদের হানার আশঙ্কা করছেন এলাকাবাসী। পাশাপাশি কয়েকজন প্রৌঢ় বাড়িতে সারাদিন একা থাকেন। চুরির প্রকোপ আটকাতে এলাকার তরুণরা পালা করে পাহারা দিচ্ছেন। এলাকার বাসিন্দা সাগর দাস বলেন, 'সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বাড়িতে একাই থাকি। পরপর এভাবে চুরির ঘটনায় নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছি।'

দুষ্কৃতীরা কেবল পাম্প কেন চুরি করছে সেই বিষয়ে জল্পনা শুরু হয়েছে। এলাকাবাসীর অনুমান, নেশাগ্রস্ত তরুণরা পয়সা জোগাড় করতেই এমন চুরি করছে। যে সকল বাড়িতে জলের ট্যাংক রাস্তা থেকে দেখা যায় সেই বাড়িগুলিতেই হানা দিচ্ছে দুষ্কৃতীরা। এলাকায় পথবাতি না থাকায় সমস্যা আরও বাড়ছে বলে দাবি এলাকাবাসীর। এলাকার মানুষ পুলিশি টহলের দাবি করছেন। মালবাজার পুলিশ টহল বাড়ানোর আশ্বাস দিয়েছেন।

মালবাজার

এভাবেই পাইপ কেটে পাম্প চুরি করছে দুষ্কৃতীরা।

আজও ভ্যানরিকশাকে আঁকড়ে সুখেনরা

অনীক চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ৩ সেপ্টেম্বর : বছর ষাটের সুখেন রায়ের আজও সঙ্গী ভ্যানরিকশা। যাত্রী ভাড়া তো দূরের কথা, বাড়ির আসবাব পরিবহণে আজ ভ্যানরিকশার জায়গা নিয়েছে টোটো, টেম্পো প্রভৃতি গাড়ি। এতে প্রায় কর্মহীন সুখেন, রঘু মণ্ডল, রবি রামের মতো শহরের শতাধিক ভ্যানরিকশাচালক। প্রতিদিন কিছু উপার্জনের আশায় ভ্যানরিকশা নিয়ে বের হলেও অনেকেরই জোটে না কাজ। কিছু উপার্জনের আশায় কেউ টেনে নিয়ে যান বাজারের সবজি অথবা ডিস্ট্রিবিউটারদের বাক্স। এইগুলো বয়ে সঠিক জায়গায় পৌঁছে দিলে জোটে ৩০-৪০ টাকা। তবুও কয়েক দশক ধরে ভ্যানরিকশার মায়া ছেড়ে অন্য কাজে যেতে পারছেন না তাঁরা।

বর্তমানে ভ্যানরিকশায় মাল বহনের কাজ জোটে না। মাল বহন ছেড়ে সবজি বিক্রি করেছেন বছর পঁয়তাল্লিশের রঘু মণ্ডল। রঘু বলেন, 'আগে সারা বছর জুড়ে বাড়ি বাড়ি প্রচুর আসবাব পৌঁছে দিতাম। পুজোর সময়ে কত প্রতিমা ভ্যানে চাপিয়ে মণ্ডপে পৌঁছে দিয়েছি। সংসার চালিয়েছি সচ্ছলভাবে। কিন্তু বর্তমানে টোটোর দাপটে পেশা বদলাতে হল। ভ্যানরিকশার মায়া ছাড়তে পারিনি। ওই ভ্যানরিকশা নিয়েই শহরে সবজি বিক্রি করছি।'

জীবনযুদ্ধে সুখেন। মঙ্গলবার জলপাইগুড়িতে।

বেশ কয়েক বছর ধরেই জলপাইগুড়ির বিভিন্ন জায়গায় ইট, বালি, পাথরের সাপ্লাইয়ারা সুখেনের কাজের ভরসা ছিল। আজও শহরের বিভিন্ন রাস্তায় সুখেনের দেখা মেলে। রবি রাম, রবিন শা ভ্যানরিকশাতে মাল বহনের কাজ না পেয়ে শহরের পড়ে থাকা জঞ্জাল ঘেঁটে প্লাস্টিকের বোতল, ভাঙা বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি প্রভৃতি সংগ্রহ করেন। সেগুলি ভ্যানরিকশায় টেনে নিয়ে গিয়ে ভাঙাড়িদের কাছে বিক্রি করেন। রবি বলেন, 'প্লাস্টিকের বোতল ১৩ থেকে ১৫ টাকা কেজি দরে বিক্রি হয়। বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম বিক্রি করে জোটে ২০-২৫ টাকা। তা দিয়ে কিছুটা উপার্জন হয়।' রবির সুরে গলা মিলিয়ে রবিন জানায়, রোজ গড়ে ১০০ থেকে ২০০ টাকা রোজগার হয়। তা দিয়েই কোনও রকমে সংসার চলে যায়।

গোশালা মোড় সংলগ্ন জাতীয় সড়ক কিংবা কখনও সুপার বাসস্ট্যান্ডের সামনে এমন ভ্যানরিকশাচালকদের সহজেই দেখা পাওয়া যায়। যাঁরা মোটামুটি বিকল্প একটা কিছু কাজ খুঁজে নিয়েছেন তাঁদের সংসার চলছে। তবে, যাঁরা এখনও সেই ভ্যানরিকশায় কেবল মাল পরিবহণ করে সংসার চালাচ্ছেন তাঁদের পরিস্থিতি দিন-দিন খারাপ হচ্ছে। শহরের রাস্তায় আধুনিক গাড়ির সংখ্যা বাড়ায় তাঁদের অস্তিত্ব সংকটের মুখে। বর্তমানে সকলেই চান তাঁদের জিনিস কম সময়ে সঠিক জায়গায় পৌঁছে যাক। স্বাভাবিকভাবেই জনসাধারণ ভরসা রাখছে টোটো বা ছোট টেম্পো গাড়ির ওপর।

কদমতলা বাসস্ট্যান্ডে গ্রাহকের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে ছিলেন ভ্যানরিকশাচালক বারুণী রায়। তাঁর কথায়, 'আজকাল আর কেউ আমাদের ওপর ভরসা রাখেন না। মাসের কয়েকটা দিন বালি, পাথর পৌঁছে দেওয়ার কাজ পেলেও বাকি দিন বসে থাকতে হয়।' বারুণী বলে চলেন, 'ভ্যানরিকশা নিয়ে কাজের আশায় বসে থাকি। টোটোগুলোকে রড, সিমেন্ট বয়ে নিয়ে যেতে দেখছি। যা পরিস্থিতি দেখছি তাতে আমাদের ভিক্ষা করা ছাড়া কোনও রাস্তা থাকবে না।'

আপনি থাকছেন স্যর...

কেউ বিনা পারিশ্রমিকেই পড়িয়ে যাচ্ছেন বছরের পর বছর, কেউ আবার প্রবীণদের শিক্ষার আলোয় নিয়ে আসতে চাইছেন। অবসরের পরও শিক্ষাদান করছেন কেউ। তিন জেলায় শিক্ষকতার ভিন্ন নজির গড়ছেন অনেকে। শিক্ষক দিবসের আগে তাঁদের নিয়ে বিশেষ প্রতিবেদন।

মহিষকুচি নিম্ন বুনিয়াদি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়াচ্ছেন মৃত্যুঞ্জয়।

বিনা পারিশ্রমিকে ২২ বছর ধরে পড়ান মৃত্যুঞ্জয়

সায়নদীপ ভট্টাচার্য

বক্সিরহাট, ৩ সেপ্টেম্বর : ভাইপোকে ভর্তি করাতে স্কুলে নিয়ে গিয়েছিলেন মৃত্যুঞ্জয় লাহিড়ি ওরফে মিলন। সেই থেকেই বাঁধা পড়ে গিয়েছেন স্কুলে। একটানা ২২ বছর বিনা পারিশ্রমিকে তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের মহিষকুচি নিম্ন বুনিয়াদি বিদ্যালয়ে তিনি শিক্ষকতা করছেন। পড়ানো তাঁর নেশা। এলাকায় তিনি 'মিলন মাস্টার' নামে জনপ্রিয়।

২০০২ সালে ভাইপোকে ভর্তি করাতে ওই স্কুলে আসেন মৃত্যুঞ্জয়। সেসময় স্কুলে ৫৫০ পড়ুয়া ছিল। শিক্ষক ছিলেন চারজন। আর ক্লাসরুম পাঁচটি। এত পড়ুয়া সামলাতে হিমসিম খেতেন শিক্ষকরা। তখনকার প্রধান শিক্ষক তারাপ্রসাদ ভট্টাচার্যের ডাকে সাড়া দিয়ে মৃত্যুঞ্জয় শিক্ষক হিসেবে স্কুলে যোগ দিয়েছিলেন। সেই শুরু। তখন থেকে পড়ুয়া থেকে অভিভাবক সকলের একমাত্র ভরসা বছর ৭৬-এর মিলন মাস্টার। সহকর্মীরা অবসর নিলেও তাঁর অবসরের কোনও বয়স নেই। মিলন স্যরের কথায়, 'পড়ানো আমার নেশা। ছাত্রছাত্রীরা আমার সন্তানসম। মৃত্যুর আগের দিন পর্যন্ত এই স্কুলেই পড়াতে চাই।'

দীর্ঘ ২২ বছর ধরে ঠিক সকাল ৯টা বাজলেই স্নান সেরে তৈরি হয়ে স্কুলে যান শালডাঙ্গার বাসিন্দা স্নাতক মৃত্যুঞ্জয়। সবার আগে স্কুলে গিয়ে ক্লাসঘরের তালা খোলেন। নিয়মিত অঙ্ক, ইংরেজি ও বাংলার ক্লাস নেন। নেশার টানেই শিক্ষকতায়। তাই এখনও টিউশনি করেই নিজের খরচ চালাতে হয় তাঁকে। তিনি অবিবাহিত। একসময় স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির তরফে তাঁকে পার্শ্বশিক্ষক হিসেবে নিয়োগের সুপারিশ করা হলেও তা বাস্তবায়িত হয়নি। তবে তাতে আক্ষেপ নেই তাঁর। বরং ২২ বছর ধরে যে শ্রদ্ধা এবং সম্মান তিনি পেয়েছেন তা যে কোনও সরকারি সম্মানের চেয়ে অনেক বেশি বলে মনে করেন তিনি। অভিভাবক, পড়ুয়ারাও চান, যিনি বিনা পারিশ্রমিকে স্বেচ্ছায় মানুষ গড়ার কারিগর হিসেবে কাজ করছেন, তাঁকে সরকার স্বীকৃতি দিয়ে সম্মানিত করুক। শিক্ষক দিবসের আগে প্রবীণ স্যরকে কুর্নিশ জানাচ্ছে পড়ুয়ারা।

> ছোটবেলায় আমরা মিলন স্যরের কাছে পড়াশোনা করেছি। অনেকেই আজ প্রতিষ্ঠিত। তিনি নিঃস্বার্থভাবে ছাত্রছাত্রীদের পড়ান। প্রশাসনের উচিত তাঁকে যোগ্য সম্মান দেওয়া।
>
> **সঞ্জয় বর্মন,** *স্কুলের প্রাক্তনী*

ওই স্কুলের প্রাক্তনী সঞ্জয় বর্মনের কথায়, 'ছোটবেলায় আমরা মিলন স্যরের কাছে পড়াশোনা করেছি। অনেকেই আজ প্রতিষ্ঠিত। তিনি নিঃস্বার্থভাবে ছাত্রছাত্রীদের পড়ান। প্রশাসনের উচিত তাঁকে যোগ্য সম্মান দেওয়া।' একই বক্তব্য আরেক প্রাক্তনী তথা বক্সিরহাট কলেজের ছাত্র দেবব্রত সাহার।

ঝড়-বৃষ্টি, কোনও প্রাকৃতিক দুর্যোগেই তিনি স্কুল বাদ দিতেন না। ছাত্রছাত্রীদের ক্লাস নেওয়ার পাশাপাশি মিড-ডে মিলের দায়িত্বও তিনি সামলান।

প্রধান শিক্ষক সুব্রত সাহার বক্তব্য, 'মৃত্যুঞ্জয়ের আর্থিক অবস্থা তেমন ভালো নয়। বেশ কয়েকবার তাঁকে সাহায্যের চেষ্টা করা হয়েছিল কিন্তু তিনি নিতে চাননি।'

কুলবাহাদুরদের পড়ায় সুধারা

আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

আলিপুরদুয়ার, ৩ সেপ্টেম্বর : মাস্টারমশাইদের বয়স ১৩ কিংবা ১৪। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে কারও বয়স ৮২, কারও কারও আবার ৬৫, ৫২। বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের পানিঝোরা গ্রামে গেলে এমনই দৃশ্য দেখা যাচ্ছে গত কয়েকদিন ধরে। পানিঝোরার বাসিন্দা কুলবাহাদুর ছেত্রীর পড়াশোনাটা আর হয়ে ওঠেনি সংসারের হাল ধরতে গিয়ে। তবে শেখার কোনও বয়স হয় না। তাই তো ৮২ বছর বয়সে গ্রামের খুদে 'স্যর-ম্যাডামদের' হাত ধরে নিজের নাম লেখা শিখছেন। স্লেটে নিজের নামটুকু লেখার পর মুখে হাসি শিক্ষক-ছাত্রের। বৃদ্ধ বললেন, 'যখন দরকার ছিল, সেই সময়ে পড়াশোনাটা করা হয়ে ওঠেনি। এখন আমাদের নাতি, নাতনিদের বয়সিদের থেকে শিখছি। বেশ ভালো লাগছে।'

শুধু কুলবাহাদুর নন, রাজাভাতখাওয়া লাগোয়া পানিঝোরা বনবস্তির অন্য কুলবাহাদুররাও সাক্ষরতার দিকে এগোচ্ছেন। ছোটবেলায় পড়াশোনার ইচ্ছে থাকলেও কেউ আর্থিক বাধায়, কেউ কাজের চাপে ইচ্ছে থাকলেও পড়াশোনা করতে পারেননি। তাঁদের নিজের নাম, ঠিকানা লেখা শেখানোর দায়িত্ব নিয়েছে গ্রামেরই স্কুল পড়ুয়ারা। তারাই এখন শিক্ষকের ভূমিকায়। সামনেই শিক্ষক দিবস। তার আগে শিক্ষার এমন ছবি চারদিকে আলোড়ন ফেলেছে।

আপনকথা এবং জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে বইগ্রামের উদ্বোধনের দিন গ্রামের ৪৮ জন নিরক্ষরের মধ্যে তিনজনের হাত দিয়ে এই সাক্ষর অভিযানের সূচনা হয়েছিল। অষ্টম শ্রেণির দীপিকা ওরাওঁ বলল, 'আমরা যদি ওঁদের পড়াশোনা শেখাতে পারি, সেটা তাহলে আমাদের কাছে বড় পাওনা। আমরা নিজেদের মতো করে চেষ্টা চালাচ্ছি। সবে নাম লেখানো শুরু হয়েছে।' আরেক 'শিক্ষক' কলেজ পড়ুয়া সুধা টোপ্পো জানান, বাচ্চাদের অনেকেই পড়ায়। বড়দের পড়াতে কখনও দেখেননি। পড়াতে পেরে খুশি কৃতা কেরকেট্টা, রিয়া মারাক, অমৃতা মারাক, রোহন ওরাওঁরাও।

ফের পড়াশোনার সুযোগ পাচ্ছেন কুলবাহাদুর। পানিঝোরা বনবস্তিতে।

কয়েকটা বাড়ি পরে ফুলমতি নার্জিনারিও গাছের ছায়ায় বসে বাংলায় নাম লিখছিলেন। কখনও ফাঁকা সময় পেলে মাস্টারমশাইরা পড়াতে চলে যাচ্ছে পড়ুয়াদের বাড়িতে। পড়ুয়ারাও স্লেট-চক নিয়ে বসে পড়ছেন। গত ২-৩ সপ্তাহ ধরে চেষ্টা করে পড়ুয়ারা নিজেদের ভাষায় নাম লিখতে পারছেন।

আপনকথার সম্পাদক পার্থ সাহা বললেন, 'একজন মানুষ এবং শিক্ষক হিসাবে মনে করি, কেবল ক্লাসরুমের পঠনপাঠনই শিক্ষা নয়। আসল শিক্ষা হল জীবনে চলার পাঠ, জীবনসংগ্রামের মানসিকতা তৈরি। সেই শিক্ষাই আজ ছাত্রছাত্রীরা সঞ্চারিত করছে বইগ্রামের কমিউনিটির মধ্যে।' কারণ আজকের যুগে দাঁড়িয়ে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কাজে স্বাক্ষরের প্রয়োজন হয়। কিন্তু বইগ্রামের ৪৮ জন নিরক্ষর মানুষ হয়তো আর্থসামাজিক কারণে কোনওদিন প্রথাগত শিক্ষার অন্দরমহলে যেতে পারেননি। তাঁরা এখনকার প্রজন্মের হাত ধরে নাম স্বাক্ষর, ঠিকানা লেখা শিখছেন। এটা সত্যিই একটা মহৎ কাজ বলে মনে করেন পার্থ।

আপনকথার সম্পাদকের কথায়, 'আমার বিশ্বাস, এই ১৪ জন স্বেচ্ছাসেবক ভবিষ্যতে আরও পড়াশোনা শিখে গ্রাম বদলের আলোকবর্তিকা হয়ে উঠবে।'

অবসর নিয়েও ক্লাসে

কৌশিক দাস

লাটাগুড়ি, ৩ সেপ্টেম্বর : ঘড়ির কাঁটা ১০টা বেজে ৪৫ মিনিট। বাস থেকে নেমেই ছুটতে ছুটতে স্কুলের পথে যাচ্ছেন গৌতম। সঠিক টাইমে স্কুলে ঢুকে জাতীয় সংগীতে অংশগ্রহণ করতে হবে যে। গত ৪০ বছর ধরে একদিনের জন্যও এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয়নি। বছর চারেক আগে শিক্ষকতার চাকরি থেকে অবসর নিলেও ছাড়তে পারেননি প্রিয় বিদ্যালয়কে। অবসরজীবনের আরাম ও সুখস্বাচ্ছন্দ্যকে অস্বীকার করে সুদূর জলপাইগুড়ি থেকে বাসে করে ঝুলতে ঝুলতে ৪০ কিমি পথ পাড়ি দিয়ে লাটাগুড়িতে এসে আগের মতোই নিয়মিত পাঠদান করে চলেছেন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক গৌতমকুমার ঘোষ।

গৌতমের পৈতৃক বাড়ি লাটাগুড়িতে। লাটাগুড়ি বিএফপি স্কুলেই ওঁর প্রাথমিক শিক্ষার পর্ব। এরপর ১৯৮৪ সালে সেই স্কুলেই শিক্ষকতার চাকরি পান। চাকরি পাওয়ার পর জলপাইগুড়িতে পরিবার নিয়ে বসবাস শুরু করেন। ২০২০ সালের ৩১ মার্চ করোনা পর্বে কর্মজীবন থেকে অবসর নেন তিনি। কিন্তু অবসর নিলেও প্রিয় বিদ্যালয়কে ছেড়ে থাকা তাঁর পক্ষে অসম্ভব। করোনার সময়েও নিয়মিতভাবে বিদ্যালয়ে এসে সহযোগিতা করেছেন।

জন্মগতভাবে পায়ের সমস্যা রয়েছে গৌতমের। তাতে শিক্ষাদানে কোনও খামতি নেই। অবসরের পর নিঃস্বার্থ এই শিক্ষাদানকে কত মানুষ কটূক্তি করেছেন। কখনও 'পাগল', 'খ্যাপাটের' মতো তকমা জুটলেও শিক্ষকতার নেশাকে আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চেয়েছেন তিনি।

লাটাগুড়ি বিএফপি স্কুলে ক্লাস নিচ্ছেন গৌতম ঘোষ।

সোম থেকে শনি ঠিক আগের মতোই পাবলিক বাসে ঝুলতে ঝুলতে গাঁটের কড়ি খরচ করে চলে আসেন স্কুলে। অনেক সময় দেখা যায় স্কুলের নিয়মিত শিক্ষকরাও সেই সময় হাজির হননি। নিজেই স্কুলের তালা খুলে স্কুলের যাবতীয় কাজ শুরু করে দেন। গৌতমের কথায়, 'এই স্কুলেই আমি পড়েছি আবার এখানেই পড়ুয়াদের পড়াতে পারছি এটা আমার সৌভাগ্য। স্কুলের প্রতিটি ইট, বালি, পাথরের সঙ্গে আমার আত্মীয়তার সম্পর্ক। কোনও কিছু প্রাপ্তির আশা আমি করি না। যতদিন শরীর সঙ্গ দেবে বাচ্চাদের পড়িয়ে যাব।'

ওই স্কুলের শিক্ষিকা মৌমিতা দে'র কথায়, 'উনি আমার অভিভাবকের মতো। স্কুলের প্রতি ওঁর ত্যাগ আমাদের শেখায়। এমন মানুষের সঙ্গে থাকতে পেরে আমি ধন্য।'

লাটাগুড়ির বাসিন্দা মুকুল চন্দ বলেন, 'গৌতমবাবুর মতো আদর্শ শিক্ষক বর্তমান সময়ে বিরল। আমরা লাটাগুড়িবাসী এমন মানুষকে পেয়ে গর্বিত।' জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক শ্যামলচন্দ্র রায় বলেন, 'অবসরের পরেও পড়ুয়াদের স্বার্থে গৌতমবাবু শিক্ষাদান করে চলেছেন যা জলপাইগুড়ি জেলাতে নজির। ওঁর এই উদ্যোগকে আমরা সম্মান জানাই। এমন শিক্ষক সমাজের গর্ব।'

এনবিইউ-তে স্নাতকের ফল

শিলিগুড়ি, ৩ সেপ্টেম্বর : মঙ্গলবার উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক স্তরের (সিবিসিএস ব্যবস্থাপনা) ষষ্ঠ সিমেস্টারের ফলাফল প্রকাশিত হয়। সরকারি নির্দেশে ৩১ অগাস্টের মধ্যেই ফলাফল প্রকাশের কথা বলা হয়েছিল। তবে গবেষক ও শিক্ষাকর্মীদের আন্দোলনের জেরে প্রশাসনিক ভবন বন্ধ থাকায় নির্দিষ্ট সময়ে ফল প্রকাশ করা যায়নি বলেই পরীক্ষা নিয়ামক দেবাশিস দত্ত জানিয়েছেন। বিএ, বিএসসি, বিকম-এর ক্ষেত্রে অনার্সে পাশের হার গড়ে ৭০ শতাংশের বেশি হলেও প্রোগ্রাম কোর্সে পাশের হার অনেকটাই কম। বিএ প্রোগ্রাম কোর্সে পাশের হার সবথেকে খারাপ। এতে মোট ৭০৫১ জন ছাত্র পরীক্ষা দিয়েছিলেন। ২০১৮ জন পাশ করেছেন। পাশের হার ২৮.৬৬ শতাংশ। বিএ প্রোগ্রাম কোর্সে মোট ১০ হাজার ৬৯৩ ছাত্রী পরীক্ষা দিয়েছিলেন। ৩৪৮১ জন পাশ করেছেন। এক্ষেত্রে পাশের হার ৩২.৬০ শতাংশ।

সার্কিট বেঞ্চে জামিন নাকচ

জলপাইগুড়ি, ৩ সেপ্টেম্বর : আদতে তেহরানের বাসিন্দা। বাবা, মেয়ে সহ চারজন এসেছিল ভারতে। তৈরি করিয়েছিল এদেশের ভোটার কার্ড, র‍্যাশন কার্ড। এসব দিয়ে উদ্বাস্তু মর্যাদা পেতে আবেদন জানানোর নথি তৈরির তোড়জোড় চলছিল। কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি। তাদের গ্রেপ্তার করেছিল কোচবিহার পুলিশ। জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চে জামিনের আবেদন জানায় ধৃত বাবা ইব্রাহিম ও মেয়ে এলহাম ডেরেক শানপুর। সেই আবেদন বাতিল করে দেন বিচারপতি হরিশ্চন্দ্র ট্যান্ডন ও বিচারপতি অপূর্ব সিংহ রায়। অভিযুক্তরা গত ১৯২ দিন কোচবিহার সংশোধনাগারে বন্দি রয়েছে।

চা নিলামকেন্দ্র চালুর দাবি

জলপাইগুড়ি, ৩ সেপ্টেম্বর : জলপাইগুড়িতে বন্ধ চা নিলামকেন্দ্র অবিলম্বে চালুর দাবিতে সরব হল শহর তৃণমূল। মঙ্গলবার বিকালে সংগঠনের শহর সভাপতি তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে পাঁচ কাউন্সিলার উত্তম বসু, স্বরূপ মণ্ডল, সুব্রত পাল, পিঙ্কু বিশ্বাস ও তারকনাথ দাস টি বোর্ডের জলপাইগুড়ির ডেপুটি ডিরেক্টরের সঙ্গে দেখা করে ওই দাবিপত্র তুলে দেন। পরে তপন বলেন, 'জলপাইগুড়িবাসীর বহু আন্দোলনের ফল চা নিলামকেন্দ্র। ২০১৫ থেকে এটি সম্পূর্ণ বন্ধ রয়েছে। অথচ জলপাইগুড়ি রাজ্যে সবচেয়ে বেশি চা উৎপাদন করে। তাঁর হুমকি, কেন্দ্রটি চালুর নির্ঘণ্ট ঘোষণা না করলে তাঁরা বৃহত্তর আন্দোলনে নামতে বাধ্য হবেন।

সই জালের অভিযোগ

জলপাইগুড়ি, ৩ সেপ্টেম্বর : জামিনদারের সই জাল করার গুরুতর অভিযোগ উঠল। আলিপুরদুয়ার থানার বীরপাড়ার বাসিন্দা সুখেন্দ্রনাথ বণিক এমন অভিযোগ করে জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চে রিট ফাইল করেন। সরকারি আইনজীবী হীরক বর্মন জানান, মঙ্গলবার বিচারপতি হরিশ্চন্দ্র ট্যান্ডন ও বিচারপতি অপূর্ব সিংহ রায় এ ব্যাপারে আলিপুরদুয়ারের জেলা জজকে তদন্ত করে রিপোর্ট দাখিলের নির্দেশ দিয়েছেন।

ঘরে তরুণীর

প্রথম পাতার পর

এরই মধ্যে সাধনা নদীতে ঝাঁপ দিয়ে আত্মঘাতী হওয়ার চেষ্টা করেন বলে অভিযোগ। পরে তাঁকে পুলিশি নজরদারিতে ময়নাগুড়ি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। সেখানে গিয়ে অবশ্য তাঁকে কথা বলার অবস্থায় পাওয়া যায়নি। জিজ্ঞাসাবাদ চালালে তাঁর কাছ থেকে অনেক কিছুই মিলতে পারে বলে তদন্তকারীরা মনে করছেন। অন্যদিকে, অঙ্কিতার কাকা ও জেঠুর বাড়ির সদস্যরা মণিকাকে ঘিরে বাড়ির মধ্যে বিক্ষোভ দেখান। ময়নাতদন্তের পর গ্রামেই ওই তরুণীর শেষকৃত্য সম্পন্ন করা হয়। পুলিশ ওই তরুণীর মোবাইল ফোন সহ বিভিন্ন সামগ্রী ও নমুনা সংগ্রহ করেছে। যে ঘর থেকে মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে সেখান থেকে একটি ডায়েরি উদ্ধার হয়েছে। সবই খুঁটিয়ে দেখা হচ্ছে।

পরিতোষ বললেন, 'আমার ধারণা, বোনকে খুন করা হয়ে থাকতে পারে। আমার বোন তাঁর মায়ের সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী ছিল। সেই সম্পত্তি হাতানোর জন্য আমার পিসেমশাই, পিসি, কাকা অরবিন্দ ঘোষ, সৎ কাকিমা মণিকা সরকার ঘোষ বোনের ওপর মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন চালাত।' অঙ্কিতার বাবা অরবিন্দের বক্তব্য, 'অঙ্কিতাকে মেরে ও নিজেও মারা যাবে বলে সোমবার রাতে খেতে বসার আগে সাধনা আমাকে বলেছিল।' এলাকায় এমন একটি ঘটনা ঘটে যাওয়ায় স্থানীয় বাসিন্দা বিপ্লব চন্দ, মনো ঘোষের মতো অনেকেই হতবাক হয়ে পড়েছেন। ঠিকমতো যাতে এই ঘটনার তদন্ত হয় সেই দাবিতে তাঁরা সরব হয়েছেন।

হাসপাতালের চিকিৎসা অনিশ্চয়তায়

হাউস স্টাফ নিয়োগ বাতিল

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৩ সেপ্টেম্বর : হাউস স্টাফ নিয়োগ নিয়ে নিজের দেওয়া বিজ্ঞপ্তি নিজেই বাতিল করলেন স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিকর্তা ডাঃ কৌস্তুভ নায়েক। ফলে গোটা রাজ্যেই মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল এবং জেলা হাসপাতালে বর্তমানে কর্মরত হাউস স্টাফদের ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, দার্জিলিং জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে শুরু করে উত্তরের জেলাগুলির মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের মাথায় হাত পড়েছে। এই নির্দেশের পর বুধবার থেকে হাউস স্টাফরা কাজ বন্ধ করে দিলে রোগী পরিষেবা ভেঙে পড়বে বলে স্বাস্থ্যকর্তারা জানিয়েছেন।

দার্জিলিংয়ের মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ তুলসী প্রামাণিকের বক্তব্য, 'নির্দেশিকা তো বাতিল হল, কিন্তু এই হাউস স্টাফদের বাদ দিয়ে আমরা হাসপাতালগুলি কীভাবে চালাব সেটা বলা হয়নি। বিকল্প ব্যবস্থা না হলে তো রোগী পরিষেবায় প্রভাব পড়বে।'

নির্দেশিকা বাতিলের কারণ জানতে রাজ্যের স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিকর্তা ডাঃ কৌস্তুভ নায়েকের সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তিনি সাড়া দেননি। তবে, চিকিৎসক মহলের দাবি, উত্তরবঙ্গ লবির মদতেই নিজেদের পছন্দের লোকজনকে সুযোগ পাইয়ে দিতেই এই নির্দেশিকা জারি হয়েছিল। যেখানে ১৫ নম্বরের মৌখিক পরীক্ষায় ব্যাপক কারচুপি হয়েছে। রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ ওঠায় বাধ্য হয়ে ওই নির্দেশ বাতিল হয়েছে।

রাজ্যের ২৩টি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল এবং প্রতিটি জেলা হাসপাতালে প্রায় ৩০০০ হাউস স্টাফের পদ রয়েছে। প্রতিবছর ডাক্তারি পরীক্ষার ফলাফল দেখে মেরিট লিস্ট তৈরি করে তার ভিত্তিতে শূন্যপদে হাউস স্টাফ নিয়োগ করা হত। এটা প্রতিটি মেডিকেল নিজের মতো করেই তৈরি করে নিত। একইভাবে জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরও নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দিতে আবেদনপত্র নিত। তারপর সেই আবেদনে প্রার্থীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা দেখে সরাসরি নিয়োগ প্যানেল তৈরি করা হত।

কিন্তু গত ২৪ এপ্রিল স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিকর্তা একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করেন। যার মেমো নম্বর HFW-23099/136/2024/M/1058। সেখানে বলা হয়, হাউস স্টাফ নিয়োগের জন্য এখন থেকে প্রতিটি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল এবং জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরে একটি করে কমিটি তৈরি করতে হবে। আগে পুরো মেধার ভিত্তিতে তালিকা তৈরি হলেও এখন থেকে পরীক্ষার ফলাফলের উপরে ৮৫ নম্বর এবং ১৫ নম্বরের মৌখিক পরীক্ষার কথা বলা হয়।

নির্দেশিকায় বলা হয়েছিল, মেডিকেলের কমিটিতে কলেজ অধ্যক্ষ, হাসপাতাল সুপার, অ্যাকাউন্টস অফিসার থাকবেন। জেলা স্তরের কমিটিতে মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক, সংশ্লিষ্ট হাসপাতালের সুপার, মেডিসিন, সার্জারি এবং দন্ত বিভাগের চিকিৎসকও কমিটিতে থাকবেন। এই নির্দেশিকা ঘিরে এর আগেই বিরোধী ছাত্র সংগঠনগুলি নিয়োগে দুর্নীতির আশঙ্কা প্রকাশ করে আন্দোলনে শামিল হয়েছিল। আন্দোলন হয়েছিল উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজেও। পুরোনো নিয়মে মেধাতালিকার ভিত্তিতে নিয়োগের দাবিতে সরব হয়েছিলেন পড়ুয়ারা।

তবে, নয়া নির্দেশিকা অনুযায়ী মেডিকেল কলেজ ও জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর কমিটি গঠন করে নিয়োগ প্রক্রিয়া গত এপ্রিলেই শেষ করেছে। ২ মে থেকে নতুন হাউস স্টাফরা কাজে যোগ দিয়েছেন। উত্তরবঙ্গ

> নির্দেশিকা তো বাতিল হল, কিন্তু এই হাউস স্টাফদের বাদ দিয়ে আমরা হাসপাতালগুলি কীভাবে চালাব সেটা বলা হয়নি। বিকল্প ব্যবস্থা না হলে তো রোগী পরিষেবায় প্রভাব পড়বে।
>
> **ডাঃ তুলসী প্রামাণিক,** *মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক, দার্জিলিং*

মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ৭০ জন হাউস স্টাফ বর্তমানে কাজ করছেন। জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ২৬ জন, কোচবিহার মহারাজা জিতেন্দ্রনারায়ণ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ৩৯ জন, মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ৬০ জন এবং রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ৩৮ জন হাউস স্টাফ রয়েছেন। পাশাপাশি দার্জিলিং জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরে ২৬ জন সহ উত্তরবঙ্গের প্রতিটি জেলা হাসপাতালেই হাউস স্টাফ কর্মরত রয়েছেন। এদিন স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিকর্তা নয়া নির্দেশিকা দিয়ে ২৪ এপ্রিলের বিজ্ঞপ্তি বাতিল করে দিয়েছেন।

রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ কৌশিক সমাজদারের কথায়, 'এখানে চিকিৎসা পরিষেবার অনেকটাই হাউস স্টাফরা সামাল দেন। বিকল্প ব্যবস্থা না করে হাউস স্টাফদের বসিয়ে দিলে তো সমস্যা বাড়বে।'

উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ ইন্দ্রজিৎ সাহা এবং জলপাইগুড়ি গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের সুপার ডাঃ কল্যাণ খানও একই কথা বলছেন। তাঁদের আক্ষেপ, 'বর্তমানে কর্মরত হাউস স্টাফদের কী হবে সেই বিষয়ে নির্দেশিকায় স্পষ্ট কিছু বলা নেই। ফলে আমরাও চিন্তায় রয়েছি।'

জেলার খেলা

চ্যাম্পিয়ন মোহিতনগর

মৌলানি, ৩ সেপ্টেম্বর : বিবেকানন্দ স্পোর্টিং ক্লাবের ডুয়ার্স কাপ মহিলা ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল জলপাইগুড়ি মোহিতনগর স্পোর্টিং অ্যাকাডেমি। ফাইনালে তারা ২-১ গোলে বিন্নাগুড়ি তেলিপাড়া একাদশকে হারিয়েছে। জোড়া গোল করেন ম্যাচের সেরা সঞ্জনা কেরকেট্টা। তেলিপাড়ার গোলটি জ্যোতি বারোয়ার। প্রতিযোগিতার সেরা বিন্নাগুড়ির সুজাতা রায়। সেরা গোলকিপার মোহিতনগরের সাকিনা কেরকাট্টা।

যুব শক্তির ফুটবল শুরু ৬ই

বেলাকোবা, ৩ সেপ্টেম্বর : যুব শক্তি অ্যাসোসিয়েশনের রণজিৎচন্দ্র দেব, মহিতোষ পাল ও খগেন রায় ট্রফি এবং স্বর্গীয় কেশবরঞ্জন চন্দ্র, প্রভাবতী পাল চৌধুরী, কালু রায় রানার্স ট্রফি ও রামকমল রায় চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স রেপ্লিকা ট্রফি ফুটবল ৬ সেপ্টেম্বর শুরু হবে। বেলাকোবা হাইস্কুল মাঠে উদ্বোধনী ম্যাচে নামবে রাজগঞ্জ ওয়েলফেয়ার ও সিঙ্গুর ক্লাব। বাকি দলগুলি হল গ্লোবাল এফসি, সামসেট এফসি, পুলিশ এসএপি ১২ ব্যাটালিয়ন শিলিগুড়ি, নেতাজি ইয়ুথ ক্লাব সেবক বাজার, বিএসকে ও গোর্খা রেজিমেন্ট শালুগাড়া। ফাইনাল ১৬ সেপ্টেম্বর।

ফাইনালে ফিনিক্স

চালসা, ৩ সেপ্টেম্বর : কলাবাড়ি জ্যোতি সংঘের গুণোবালা রায় ও ফুচু সোরেন ট্রফি ফুটবলে ফাইনালে উঠল বাতাবাড়ি ফিনিক্স স্পোর্টিং ক্লাব। মঙ্গলবার প্রথম সেমিফাইনালে তারা ১-০ গোলে কালিম্পং বুড়িখোলা এফসি-কে হারিয়েছে। গোল করেন নয়ন প্রধান। বৃহস্পতিবার দ্বিতীয় সেমিফাইনালে খেলবে সোনগাছি চা বাগান ও জলপাইগুড়ি ৭৩ মোড়ের রাইজিং স্টার জুনিয়ার ক্লাব।

জিতল কোহিনুর

নাগরাকাটা, ৩ সেপ্টেম্বর : গ্রাসমোড়ের ডুয়ার্স এমপি কাপ ফুটবলে মঙ্গলবার কোহিনুর এফসি টাইব্রেকারে ৪-২ গোলে লুকসান কাঞ্চন ক্লাবকে হারিয়েছে। নির্ধারিত সময়ে ম্যাচ গোলশূন্য ছিল। ম্যাচের সেরা কোহিনুরের গোলরক্ষক শুভ বর্মন। বৃহস্পতিবার খেলবে ব্ল্যাক প্যান্থার বানারহাট ও বিভান এমওয়াইবিসি মোহাবাড়ি।

সেরা যশোধর

রাজগঞ্জ, ৩ সেপ্টেম্বর : জলপাইগুড়ি সদর পশ্চিম কেন্দ্রের স্কুলগুলির নক আউট কাবাডিতে অনূর্ধ্ব-১৯ বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হল সারিয়াম যশোধর হাইস্কুল। রানার্স ফাটাপুকুর সারদামণি উচ্চবিদ্যালয়। অনূর্ধ্ব-১৭ বিভাগে চ্যাম্পিয়ন উত্তমেশ্বর হাইস্কুল। রানার্স হোলি ক্রস। দুইটি বিভাগের চ্যাম্পিয়ন দল জেলা পর্যায়ে অংশ নেবে।

জয়ী জর্জিয়ান

ওদলাবাড়ি, ৩ সেপ্টেম্বর : ওদলাবাড়ি শান্তি কলোনির মিলন সংঘ ক্লাবের বাইতুল আলম ও রাম বাহাদুর থাপা ট্রফি ফুটবলে মঙ্গলবার কালিম্পংয়ের জর্জিয়ান ৪-২ গোলে ৩/৯ জিআর আর্মি শালুগাড়াকে হারিয়েছে। নির্ধারিত সময়ে ম্যাচ ১-১ ছিল। ম্যাচের সেরা জর্জিয়ানের লাকপা তামাং। বুধবার খেলবে কালিম্পং পুলিশ ও পিকে কোচবিহার।

পদ্মের সমর্থন

প্রথম পাতার পর

উত্তরাখণ্ডে নার্সকে ধর্ষণ করা হয়েছে। মহারাষ্ট্রে নাবালিকা স্কুল ছাত্রীকে ধর্ষণ করা হল। যারা এটা করছে তাদের লজ্জা নেই। আমি প্রধানমন্ত্রীকে কঠোর আইন আনার জন্য দুটি চিঠি দিয়েছি। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী উত্তর দেননি।'

বিরোধী দলনেতা বিধানসভায় বলেন, 'দেশজুড়ে আরজি করের ঘটনায় রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে জনরোষ, ঘৃণা, ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ হল- উই ওয়ান্ট জাস্টিস। তাই কেন্দ্রীয় আইন থাকা সত্ত্বেও মানুষের দৃষ্টি ঘোরাতে নতুন আইন চাইছে সরকার। মানুষের ক্ষোভে মলম লাগাতে এই বিল এনেছেন মুখ্যমন্ত্রী।' তাঁর দাবি, 'আমি ৭টা সংশোধনী দিয়েছি। গ্রহণ না করলে বুঝব আপনারা কনভিকশন (দণ্ড) চান না। ওনলি আইওয়াশ।'

পালটা মমতা বলেন, 'আরজি কর নিয়ে নির্লজ্জ রাজনীতি হচ্ছে।' শুভেন্দুর দিকে তাকিয়ে তিনি বলেন, 'বাংলার বদনাম হলে যেমন আপনার গায়ে লাগবে, তেমন আমার গায়ে লাগবে। আমাকে ও বাংলাকে নিয়ে সারাক্ষণ কুৎসা চলছে। আমি যদি সবসময় নরেন্দ্র মোদি ও অমিত শা-কে নিয়ে বলি আপনার কেমন লাগবে?' শুভেন্দু বারবার তাঁর ভাষণে বাধা দেওয়ায় মমতা বলেন, 'আপনার থেকে জ্ঞান নেব না।'

রিং মাস্টার রণজিৎ

প্রথম পাতার পর

চিকিৎসকদের একাংশ বলছেন, রাজ্য আইএমএ অনুমোদন না দেওয়া সত্ত্বেও উত্তরবঙ্গ লবি বা সুশান্ত লবি কতটা শক্তিশালী তার প্রমাণ দিতে উত্তরবঙ্গের চিকিৎসকদের নিয়ে কোচবিহারের একটি বিলাসবহুল হোটেলে তিনদিনের কর্মশালা হয়। ২০২৩ সালের ২৪ থেকে ২৬ নভেম্বর পর্যন্ত চলা 'উত্তরণ' নামের সেই কর্মশালায় চা বাগানে কর্মরত চিকিৎসকরাও যোগ দিয়েছিলেন। সেই কর্মশালার অন্যতম হোতা হিসাবে এখন সামনে আসছে রণজিৎ এবং কোচবিহার মেডিকেলের সদ্য প্রাক্তন সুপার রাজীব প্রসাদের নাম। সেই কর্মশালার খরচ জোগানের দায়িত্ব ছিল রণজিৎ এবং রাজীবের উপরই।

কাগজে-কলমে দিনহাটা হাসপাতালের সুপার হলেও রণজিৎ বেশিরভাগ সময় অজ্ঞাতবাসে থাকেন। চলেন নিজের খেয়ালখুশিমতো। প্রভাবশালী হওয়ায় কেউই তাঁকে ছুঁতে পারেনি। দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালের রোগীকল্যাণ সমিতির সভাপতির দায়িত্বে রয়েছেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ। সমিতির একাধিক সভায় তিনি সুপারের অনুপস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। কয়েক মাস আগে অন্য চিকিৎসকদের সামনেই হাসপাতালে না থাকা নিয়ে সুপারকে ধমকও দেন মন্ত্রী। তাতেও কাজ হয়নি। মন্ত্রীর পরোয়া না করেই রণজিৎ চলছেন নিজের মর্জিমাফিকই।

২০২১-এর জানুয়ারি মাসে রণজিতের 'কাছের লোক' হিসাবে পরিচিত দিনহাটা হাসপাতালের এক চিকিৎসককে রামপুরহাটে বদলি করে স্বাস্থ্য দপ্তর। প্রভাব খাটিয়ে ঠিক দু'বছরের মাথায় ২০২৩-এর জানুয়ারিতে ওই চিকিৎসককে দিনহাটা হাসপাতালে ফিরিয়ে আনেন রণজিৎ। চিকিৎসকদের একাংশের দাবি, দিনহাটায় বসেই স্বাস্থ্য দপ্তরে কলকাঠি নাড়তেন তিনি। চিকিৎসকদের বদলি সহ নানা সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার ব্যাপারেও তাঁর সুপারিশ নাকি ম্যাজিকের কাজ করত।

চলতি বছর ১৬ মে স্বাস্থ্য দপ্তর পদোন্নতির ইন্টারভিউয়ের জন্য স্কোরশিট সহ স্বাস্থ্য আধিকারিকদের একটি তালিকা প্রকাশ করে। স্কোরশিটের নম্বর অনুসারে প্রথম ৫৪ জন পদোন্নতির সুযোগ পাবেন বলে উল্লেখ করা হয়। সেই তালিকাতে ২৪ নম্বরে নাম ছিল রণজিতের। অর্থাৎ দিনহাটা হাসপাতাল সুপারের পদোন্নতি একপ্রকার নিশ্চিতই ছিল। সুপার থেকে সহকারী মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক হতে পারতেন তিনি। স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে খবর, এর আগেও একবার সুযোগ পেয়েও পদোন্নতি নেননি রণজিৎ। কেন সুযোগ পেয়েও তা গ্রহণ করলেন না? প্রশ্ন এড়িয়ে রণজিৎ বলে ওঠেন, 'ওসব নিয়ে কী আর বলব?' তারপর তড়িঘড়ি ফোন কেটে দেন।

১৩ বছরে সুশান্ত গ্রুপের অন্যতম ওই সদস্যের শুধু যে প্রভাব-প্রতিপত্তি বেড়েছে তা নয়, বেড়েছে সম্পত্তির বহরও। এনিয়েও চর্চা শুরু হয়েছে চিকিৎসক মহলে।

ষড়যন্ত্রের তত্ত্ব

প্রথম পাতার পর

সুশান্তর অভিযোগ, আইএমএ'র নির্বাচন নিয়ে নাকি কাউকেই কিছু জানানো হয় না। তিনি বলেন 'আমাদের সঙ্গে থাকা ডাক্তাররা যাতে নির্বাচন প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে না পারেন তার জন্যই চক্রান্ত চলছে।'

সন্দীপ ঘোষের গ্রেপ্তার প্রসঙ্গে সুশান্তকে প্রশ্ন তিনি 'বিচারাধীন বিষয়' বিষয় বলে এ ব্যাপারে মন্তব্য করতে চাননি। সম্প্রতি কোচবিহার মেডিকেল কলেজের এমএসভিপি ডাঃ রাজীব প্রসাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। তাঁকেও দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। চিকিৎসক মহলের একাংশের অভিযোগ, রাজীবও সুশান্তর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। তাঁরা দুজনেই 'উত্তরবঙ্গ লবি'র অংশ। সুশান্ত অবশ্য বলছেন, 'লবির লোক বিষয়টিতে আমার আপত্তি রয়েছে। শুধুমাত্র কোচবিহারের বিদায়ি এমএসভিপি নন, রাজ্যের অনেক চিকিৎসক আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। লবি বলে কিছু নেই। ওঁকে বদলি করার বিষয়টি সম্পূর্ণ প্রশাসনিক এবং স্বাস্থ্য ভবনের বিষয়। এর সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক নেই।'

৪৪ বছরে ইউএস ওপেনের সেমিতে বোপান্না

কেরিয়ারের দ্বিতীয় মিক্সড ডাবলস গ্র্যান্ড স্ল্যাম থেকে দুই ধাপ দূরে বোপান্না।

নিউ ইয়র্ক, ৩ সেপ্টেম্বর : এবারের ইউএস ওপেন অনেকটাই আকর্ষণহীন। সেখানেই রং ছড়াচ্ছেন ৪৪ বছরের ভারতের রোহন বোপান্না। পুরুষদের ডাবলসে অভিযান শেষ হয়ে গেলেও চলতি ইউএস ওপেনে টিকে রয়েছেন তিনি। আলদিলা সুতজিয়াদিকে নিয়ে মিক্সড ডাবলসের সেমিফাইনালে উঠেছেন বোপান্না। বোপান্নারা ৭-৬ (৭/৪), ২-৬, ১০-৭ গেমে ম্যাথু এবডেন-বারবোরা ক্রেজিকোভাকে হারিয়েছেন।

নোভাক জকোভিচ, কার্লোস আলকারাজ গার্ফিয়ার মতো দুইটি বড় নাম সাততাড়াতাড়ি বিদায় নেওয়ায় পুরুষদের সিঙ্গলস এখন সত্যিই 'ওপেন'। আর এই ফাঁকা বাজারে খেতাব জয়ের প্রধান দাবিদার হিসেবে সামনে এসেছেন বিশ্বের এক নম্বর ইতালির জানিক সিনার ও রাশিয়ার ড্যানিল মেদভেদেভ। যাঁরা কোয়ার্টার ফাইনালে পরস্পরের মুখোমুখি হবেন। ফলে এই কোয়ার্টার ফাইনালই চলতি ইউএস ওপেনের 'দ্য ম্যাচ' হতে চলেছে। এই লড়াই যিনি জিতবেন তিনিই পুরুষদের সিঙ্গলসে চ্যাম্পিয়ন হতে চলেছেন- মঙ্গলবারের পর বিশেষজ্ঞদের অনুমান এমনই।

প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে সিনার ও মেদভেদেভের জয় নিয়ে কোনও সংশয় ছিল না। প্রত্যাশামতোই দুইজনে স্ট্রেট সেটে ম্যাচ বার করলেন। ২৩ বছরের সিনার ৭-৬ (৬/৩), ৭-৬ (৭-৫), ৬-১ গেমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টমি পলকে হারালেন। মেদভেদেভ ৬-০, ৬-১, ৬-৩ গেমে পর্তুগালের নুনো বর্জেসের বিরুদ্ধে জয় পেলেন। তবে দর্শকরা আনন্দ পেলেন সিনার-পলের দ্বৈরথে। দুইজনই বল স্ট্রাইকিংয়ের অসাধারণ নমুনা রাখায় ম্যাচ আলাদা উচ্চতায় পৌঁছাল। বিশেষ করে দ্বিতীয় সেটের টাইব্রেকারে ১৮ শটের র‍্যালির পর পাসিং শটে সিনারের পয়েন্ট জয়-মন ভালো করে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট।

তৃতীয় সেটে অবশ্য সিনারের টেনিসে পয়লা নম্বরের একচেটিয়া আধিপত্য চোখে পড়ল। চলতি বছরে একমাত্র খেলোয়াড় হিসেবে চারটি গ্র্যান্ড স্ল্যামের কোয়ার্টার ফাইনালে উঠলেন সিনার। ইউএস ওপেনে ২০২২ সালের পর আবারও শেষ আটের টিকিট পেলেন তিনি। বছর দুয়েক আগে পাঁচ সেটের থ্রিলারে সিনারের স্বপ্নভঙ্গ করেছিলেন আলকারাজ। এবার সামনে ২০২১ সালের চ্যাম্পিয়ন মেদভেদেভ। যাঁর বিরুদ্ধে টানা পাঁচ জয়ের পর চলতি বছরের কোয়ার্টার ফাইনালে হেরেছিলেন সিনার।

> অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে কী হয়েছিল, ভুলে গিয়েছি। উইম্বলডনের জয়কে মনে রাখার চেষ্টা করছি। জানি, সিনারকে হারাতে হলে সেরা টেনিস খেলতে হবে। দুর্দান্ত ম্যাচের অপেক্ষায় আছি।
>
> **ড্যানিল মেদভেদেভ**

মেদভেদেভের বিরুদ্ধে কঠিন ম্যাচের আশায় সিনার

কেরিয়ারের প্রথমবার ইউএস ওপেনের সেমিফাইনালে ওঠার স্বপ্নে মশগুল কোয়ার্টারে মেদভেদেভের আসন্ন চ্যালেঞ্জ প্রসঙ্গে বলেছেন, 'কঠিন ম্যাচ হবে। সন্দেহ নেই। দুইজনকেই প্রচুর র‍্যালি খেলতে হবে। এই ম্যাচ শারীরিক ও মানসিক পরীক্ষা নেবে। আমি অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে জিতেছিলাম। মেদভেদেভ উইম্বলডনে আমাকে হারিয়েছিল। তাই আরও একটা উপভোগ্য ম্যাচের আশা করাই যায়।'

সিনার, আলকারাজদের ভিড়ে গত দুই বছরে অনেকটাই আড়ালে চলে গিয়েছেন মেদভেদেভ। তবে চলতি বছরের অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের ফাইনালে উঠেছিলেন তিনি। কিন্তু সেদিন রড লেভার এরিনায় সিনারের কাছেই হারতে হয়েছিল ড্যানিলকে। সেই হারের বদলা অবশ্য উইম্বলডনের কোয়ার্টার ফাইনালে নিয়েছিলেন তিনি।

ইউএস ওপেনের কোয়ার্টার ফাইনালে সিনার-কাঁটা তুলতে উইম্বলডনের জয়কে হাতিয়ার করছেন মেদভেদেভ। বলেছেন, 'অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে কী হয়েছিল, ভুলে গিয়েছি। উইম্বলডনের জয়কে মনে রাখার চেষ্টা করছি। জানি, সিনারকে হারাতে হলে সেরা টেনিস খেলতে হবে। দুর্দান্ত ম্যাচের অপেক্ষায় আছি।'

মহিলাদের সিঙ্গলসে দ্বিতীয় বাছাই আরিয়ানা সাবালেঙ্কার সঙ্গে ফাইনালের লাইনআপ তৈরির চেষ্টা করছেন বিশ্বের পয়লা নম্বর ইগা সোয়াতেক। গ্র্যান্ড স্ল্যামে নিজের শততম ম্যাচে তিনি প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে ৬-৪, ৬-১ গেমে লুইডমিলা সামসোনোভাকে হারিয়েছেন। সব ঠিক থাকলে ফাইনালে সোয়াতেক-সাবালেঙ্কা দ্বৈরথ নিশ্চিত।

হোয়াইটওয়াশ করে ইতিহাস বাংলাদেশের

চরম লজ্জায় পাক ক্রিকেট

পাকিস্তান-২৭৪ ও ১৭২
বাংলাদেশ-২৬২ ও ১৮৫/৪

রাওয়ালপিন্ডি, ৩ সেপ্টেম্বর : ইতিহাস আগেই তৈরি হয়েছিল।

প্রথমবার পাকিস্তানকে টেস্ট আঙিনায় হারানোর স্বাদ সিরিজের প্রথম ম্যাচেই পেয়েছিল বাংলাদেশ। সেই ইতিহাসে আরও এক উজ্জ্বল অধ্যায়ের সংযোজন। পাকিস্তানকে তাদের ঘরের মাঠেই হোয়াইটওয়াশের নজির গড়ল নাজমুল হোসেন শান্তর নেতৃত্বাধীন টাইগার ব্রিগেড।

১৮৫ রানের জয়লক্ষ্যে গতকাল চতুর্থ দিনে বাংলাদেশের পথ আটকেছিল বৃষ্টি। পঞ্চম দিনে প্রকৃতি আর বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দেয়নি পাকিস্তানের দিকে। ৪২/০ থেকে শুরু করে কোনও অঘটন ঘটতে দেয়নি বাংলাদেশের টপ অর্ডার। প্রথমে ৫৮ রানের ওপেনিং জুটিতে রাস্তা সুগম করেন জাকির হাসান (৪০), সাদমান ইসলাম (২৪)।

কার্যকর ইনিংসে লক্ষ্যটাকে সহজ করে দেন নাজমুল (৩৮), মোমিনুল হক (৩৪)। বাকি কাজ সারেন অভিজ্ঞ দুই তারকা সাকিব আল হাসান (অপরাজিত ২১) ও মুশফিকুর রহিম (অপরাজিত ২২)। মাঝের সেশনে ইনিংসের ৫৬তম ওভারের শেষ বলটা বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ম্যাচে ইতি টানেন সাকিব আল হাসান।

নিট ফল, ৬ উইকেটে পাকিস্তানকে হারিয়ে ২-০ ব্যবধানে সিরিজ জয়ের রূপকথা। পাকিস্তানের ক্রিকেট-ঐতিহ্যে ফাটল ধরিয়ে ব্যাঘ্র-গর্জন। বাবর আজম, শান মাসুদদের নিয়ে চলতি তর্জায় যা ঘি ঢালবে। পয়লা নম্বর টার্গেট বাবর। সামাজিক মাধ্যমে রটেও যায় বাবর নাকি টেস্ট অবসর ঘোষণা করেছেন!

গতকাল খেলার শেষে কোচ জেসন গিলেসপি জানিয়েছিলেন, বাকি ১৪২ রানের পুঁজি নিয়ে (বাংলাদেশ তখন ৪২/০ ছিল) লড়বে তাঁর দল। যদিও দাবি আর বাস্তবের মধ্যে কোনওরকম মিল নেই। ফলস্বরূপ, গত সাত দশকে দ্বিতীয়বার ঘরের মাঠে হোয়াইটওয়াশের লজ্জা। ইংল্যান্ডের (২০২২) পর এবার বাংলাদেশ। সিরিজ সেরা মেহেদি হাসান মিরাজ, ম্যাচের সেরা লিটন দাসের রূপকথার ক্রিকেটের কথা মাথায় রেখেও পাক-ব্যর্থতা আড়াল করা যাচ্ছে না।

ডামাডোলের মধ্যে পাকিস্তানে পা রাখে টাইগাররা। গত কয়েক মাসে দেশজুড়ে ছাত্র আন্দোলন, রাজনৈতিক পালাবদলে ক্রিকেট কার্যত শিকেয় উঠেছিল। সেখান থেকে ক্রিকেটীয় ইতিহাস। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ পয়েন্ট তালিকায় লম্বা লাফে ইংল্যান্ডকে পিছনে ফেলে চার নম্বরে পৌঁছে যাওয়া। সাকিবদের পরবর্তী গন্তব্য ভারত সফর।

এদিন সকালের সেশনে দুই বাংলাদেশি ওপেনারকে ফিরিয়ে অঘটনের ক্ষীণ সম্ভাবনা তৈরি করেছিলেন খুররম শাহজাদ, মীর হামজা। স্কোর ৭০/২। তখনও বাংলাদেশের দরকার ১১৫ রান। যদিও পাক শিবিরের আশা স্থায়ী হয়নি নাজমুল, মোমিনুলদের ৫৭ রানের জুটির কাছে। শেষপর্যন্ত ৬ উইকেটে পাক-বধে সম্পন্ন বিদেশের মাটিতে তৃতীয় সিরিজ জয়।

টাইগারদের বিজয়-গর্জনের মাঝে হারের কারণ হাতড়ে বেড়ানোর অসহায় হাল পাক শিবিরের। বেচারা মাসুদ ফিরলেন নেতৃত্বের গুরুভার পাওয়ার পর টানা পাঁচ হারের হতাশা নিয়ে।

দেশের মাটিতে হোয়াইটওয়াশ হয়ে মাঠেই মুখ ঢাকলেন পাকিস্তান অধিনায়ক শান মাসুদ। মঙ্গলবার।

'ভারতে আরও ভালো খেলব'

পাকিস্তানকে হারিয়ে রোহিতদের বার্তা নাজমুলের

দ্বিতীয় টেস্টে বাংলাদেশকে জয় এনে দেওয়ার পর গর্জন মুশফিকুর রহিমের।

রাওয়ালপিন্ডি, ৩ সেপ্টেম্বর : স্বপ্নের প্রত্যাবর্তন। রূপকথার সিরিজ জয়। ২৪ বছরের টেস্ট ইতিহাসে স্মরণীয় সাফল্য। পাকিস্তানকে তাদেরই ঘরের মাঠে হোয়াইটওয়াশ! বাংলাদেশ অধিনায়ক ইতিহাসের পাতায় নাম তোলা নাজমুল হোসেন শান্তর গলায় দলগত ঐক্য, লড়াইয়ের কথা। জানান, ভীষণভাবে জিততে চেয়েছিলাম। সেই তাগিদের প্রতিফলন ঘটেছে মাঠে।

সাফল্যটা যে ফ্লুক নয়, সেপ্টেম্বরের ভারত সফরেও প্রমাণ করতে চান। ১৯ সেপ্টেম্বর দুই ম্যাচের সিরিজে রোহিত শর্মা ব্রিগেডের বিরুদ্ধে নামবে বাংলাদেশ। সাফল্যের রাওয়ালপিন্ডি স্টেডিয়াম থেকেই ভারতের উদ্দেশে বার্তা দিয়ে রাখলেন। নাজমুলের দাবি, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ যা পারফর্ম করেছে, তার থেকে ভারতে আরও ভালো খেলবে।

প্রথম ইনিংসে ২৬/৬ পরিস্থিতি থেকে ১৩৮ রানের স্বপ্নের ইনিংসে ম্যাচের নায়ক লিটন দাস বলেছেন, 'বিশাল প্রাপ্তি বাংলাদেশ ক্রিকেটের। এর অংশ হতে পেরে আমি খুশি। প্রথম ইনিংসে মেহেদি হাসান মিরাজ এবং আমার জুটির কৃতিত্বটা মিরাজের প্রাপ্য। পালটা আক্রমণে চাপ হালকা করে দেয়। সক্ষম হয়েছিলাম পাক বোলারদের ছন্দ বিগড়ে দিতে।'

পাকিস্তানের দ্বিতীয় ইনিংস ভাঙার নায়ক পেস-জুটি হাসান মাহমুদ ও নাহিদ রানা। দুজনের মিলিত শিকার ৯। বাকি উইকেট তাসকিন আহমেদের। সবমিলিয়ে ১০ উইকেটই পেসারদের দখলে, যা বাংলাদেশের টেস্ট ইতিহাসে প্রথম। মাহমুদের কথায়, পিচ-পরিস্থিতি পেস বোলিংয়ের অনুকূল ছিল। মরিয়া ছিলেন যার সদ্ব্যবহারে।

সিরিজ সেরা অবশ্য মিরাজ। ব্যাটে-বলে দাপট দেখানে মিরাজ তাঁর পুরস্কার উৎসর্গ করলেন সাম্প্রতিক আন্দোলনে প্রাণ হারানো ছাত্রদের। জানান, বাংলাদেশ কঠিন সময়ের মধ্যে রয়েছে। হিংসায় বহু মানুষের প্রাণ গিয়েছে। এই সম্মান তাদের জন্য।

অধিনায়ক শান্তর কথায়, এই সাফল্যের গুরুত্ব অপরিসীম। সফরে আসার আগে জয়ের জন্য সবাই উদগ্রীব ছিল। লক্ষ্যপূরণে সবাই ঝাঁপিয়েছে। প্রচুর

> বিশাল প্রাপ্তি বাংলাদেশ ক্রিকেটের। এর অংশ হতে পেরে আমি খুশি। প্রথম ইনিংসে মিরাজ এবং আমার জুটির কৃতিত্বটা মিরাজের প্রাপ্য। পালটা আক্রমণে চাপ হালকা করে দেয়। সক্ষম হয়েছিলাম পাক বোলারদের ছন্দ বিগড়ে দিতে।
>
> **লিটন দাস**

পরিশ্রম, ঘাম ঝরানোর ফল এই সাফল্য। মুশফিকুর রহিম, সাকিব আল হাসান, লিটন, মোমিনুল হকরা অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়েছে। আশাবাদী, ভারত-সিরিজে আরও ভালো খেলবে তাঁর দল।

উলটো ছবি পাকিস্তান শিবিরে। অধিনায়ক শান মাসুদ বলেছেন, 'ভীষণভাবে হতাশ। হোম সিজনের শুরু। সবাই খুব উত্তেজিত ছিলাম। মাস দশেক অপেক্ষার পর সুযোগ। এই সিরিজ বড় শিক্ষা আমাদের জন্য। আমাদের আরও পরিশ্রম করতে হবে।' আক্ষেপ, প্রতিপক্ষকে বাগে পেয়েও রাশ আলগা করার। মাসুদ বলেছেন, 'দুই টেস্টেই আমাদের কাছে সুযোগ এসেছিল। বিশেষত এই ম্যাচে ওরা একসময় ২৬/৬ ছিল। এরপরও ওদের ম্যাচে ফিরতে দিয়েছি। বারবার এরকম হচ্ছে, যা কাটিয়ে উঠতে হবে।'

খেলায় আজ

১৯৭৯ : টেস্ট কেরিয়ারে তৃতীয় দ্বিশতরান করলেন সুনীল গাভাসকার। দ্য ওভালে গাভাসকার ২২১ রান করলেও ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্টটি ড্র হয়।

সেরা অফবিট খবর

মানসিক সমস্যা!

একদিন আগেই নিজের ও ছেলে যুবরাজ সিংয়ের কেরিয়ার প্রত্যাশিত উচ্চতায় পৌঁছাতে না পারার জন্য কপিল দেব এবং মহেন্দ্র সিং ধোনিকে কাঠগড়ায় তুলেছিলেন যোগরাজ সিং। সামাজিক মাধ্যমে যুবরাজের একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। যেখানে তাঁকে বলতে শোনা গিয়েছে, 'আমার বাবার মানসিক সমস্যা আছে। কিন্তু তিনি তা স্বীকার করতে চান না। তাঁর উচিত এই বিষয়ে কথা বলা। তিনি স্বীকার না করলেও এটাই সত্যি।'

স্পোর্টস কুইজ

১. চ্যাম্পিয়ন্স লিগে সর্বাধিক হ্যাটট্রিকের নজির কার দখলে আছে ?

■ উত্তর পাঠান এই হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে ৯৩৩৯৬৮৬৭৫৯। আজ বিকাল ৫টার মধ্যে। ফোন করার প্রয়োজন নেই। সঠিক উত্তরদাতার নাম প্রকাশিত হবে উত্তরবঙ্গ সংবাদে।

সঠিক উত্তর

১. অশোক মেনারিয়া ও উন্মুক্ত চাঁদ।

সঠিক উত্তরদাতারা

শুভঙ্কর প্রামাণিক, রত্নদীপ দে।

এবার ভুল শুধরে নেব : কামিন্স

সিডনি, ৩ সেপ্টেম্বর : একবার, দুইবার নয়, টানা চারবার।

ভারতের কাছে একটানা টেস্ট সিরিজ হারের জ্বালা এবার জুড়োতে বদ্ধপরিকর অস্ট্রেলিয়া শিবির। ইতিমধ্যেই মৌখিক যুদ্ধ শুরু দুই শিবিরে। সিরিজ যত এগিয়ে আসছে 'দ্বৈরথের' উত্তাপ বাড়ছে। অজি অধিনায়ক প্যাট কামিন্স যেমন এদিন ফের হুংকার দিলেন ভারতের উদ্দেশে। দাবি, এবার ক্যাঙারু ব্রিগেড তাদের ভুল শুধরে নেবে। বদলে দেবে গত কয়েক সিরিজের ফলাফলকে।

সিরিজ নিয়ে প্রশ্নের জবাবে কামিন্সের আত্মবিশ্বাসী ঘোষণা, 'অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে শেষ দুই সিরিজে সাফল্য পাইনি আমরা। দীর্ঘ অপেক্ষা। আসন্ন সিরিজে ভুল শুধরে নেওয়ার এটাই সঠিক সময়। ভারতের বিরুদ্ধে সাম্প্রতিক অতীতে প্রচুর ম্যাচ খেলেছি আমরা। ওরা অনেকবার যেমন জিতেছে, তেমনই আমরাও সাফল্য পেয়েছি। আমাদের যা আত্মবিশ্বাস জোগাবে।'

কঠিন চ্যালেঞ্জ, মানছেন স্মিথ

গতবছর টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালে ভারত-বধের কথা তুলে ধরেন। কামিন্স বলেন, 'শেষবার আমরা ওয়ার্ল্ড টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল খেলেছিলাম নিরপেক্ষ কেন্দ্রে (ওভাল, ইংল্যান্ড)। নিজেদের সেরা খেলা তুলে ধরেছিলাম। ভারত-অস্ট্রেলিয়া দ্বৈরথ মানে সেয়ানে-সেয়ানে টক্কর এবং আকর্ষণীয় ক্রিকেট। ৫০-৫০ টক্কর। বর্ডার-গাভাসকার ট্রফিকে ১০-এর মধ্যে ১০ দেব।' স্টিভেন স্মিথও অধীর অপেক্ষায় ভারত সিরিজের জন্য। মুখিয়ে পাঁচ ম্যাচের টক্করের আঁচ নিতে। তবে হুংকার নয়, ভারতকে সমীহ করে স্মিথের প্রতিক্রিয়া, 'শেষ দুইবার যখন ভারত এসেছিল, তখন আমরা ওদের হারাতে পারিনি। খুব ভালো ক্রিকেট খেলেছিল ওরা। আমরা জানি, ভারতকে হারানো কতটা কঠিন। নিশ্চিতভাবে দুর্দান্ত আরেকটা গ্রীষ্মের হাতছানি। উত্তেজক সিরিজের দিকে তাকিয়ে রয়েছি।'

> জানি, অ্যাসেজের দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। কিন্তু বর্ডার-গাভাসকার ট্রফি ক্রমশ উত্তেজক, আকর্ষণীয় হচ্ছে। এবার তো পাঁচ টেস্টের লড়াই। অ্যাসেজের পাশেই রাখব এই সিরিজকে।
>
> **মিচেল স্টার্ক**

আইপিএল ইতিহাসের সবচেয়ে দামি ক্রিকেটার তথা অজি পেস ব্যাটারির প্রধান অস্ত্র মিচেল স্টার্ক অ্যাসেজের সঙ্গে একাসনে রাখছেন বর্ডার-গাভাসকার ট্রফিকে। বলেছেন, 'জানি, অ্যাসেজের দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। কিন্তু বর্ডার-গাভাসকার ট্রফি ক্রমশ উত্তেজক, আকর্ষণীয় হচ্ছে। এবার তো পাঁচ টেস্টের লড়াই। অ্যাসেজের পাশেই রাখব এই সিরিজকে।'

গ্লেন ম্যাক্সওয়েলের মতে, বাকি ক্রিকেট দুনিয়ার কাছে উদাহরণ ভারত-অজি সিরিজ। তিন ফরম্যাটেই দুই দলের লড়াই বাড়তি আকর্ষণ। ফর্ম্যাট যাই হোক, দুই দল মুখোমুখি হলে গোটা বিশ্বের ক্রিকেটপ্রেমীরা তাকিয়ে থাকেন সেদিকে। প্রসঙ্গত, ২২ নভেম্বর পারথে শুরু হচ্ছে বর্ডার-গাভাসকার ট্রফি।

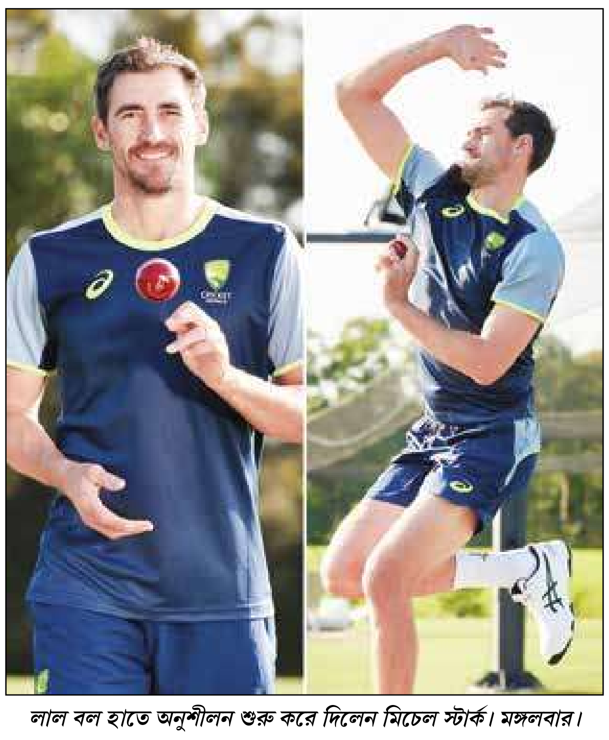

লাল বল হাতে অনুশীলন শুরু করে দিলেন মিচেল স্টার্ক। মঙ্গলবার।

অস্ট্রেলিয়ায় হ্যাটট্রিক জয় দেখছেন

ভারত যা করেছে, কেউ পারবে না, দাবি শাস্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ৩ সেপ্টেম্বর : পরপর জোড়া অস্ট্রেলিয়া সফরে টেস্ট সিরিজ জয়।

আগামী নভেম্বরে ফের অজি সফর। হ্যাটট্রিক জয়ের হাতছানি। রবি শাস্ত্রীর মতে, ভারতীয় দল ইতিমধ্যেই ইতিহাস তৈরি করেছে। অস্ট্রেলিয়ায় গিয়ে পরপর দুটি টেস্ট সিরিজ (২০১৮-'১৯ ও ২০২০-'২১) জেতার যে রেকর্ড আর কোনও দল করতে পারবে না।

শাস্ত্রী বলেছেন, 'বিশ্বকাপ নিয়ে মানুষ আলোচনা করে। যারা নিয়মিত খেলা দেখে, তারা কিন্তু ওই দুই সিরিজের কথাই বলবে। কয়টা টিম অস্ট্রেলিয়ায় গিয়ে সিরিজ জিতেছে? আটের দশকে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হারানোর মতোই কঠিন। মনে হয় না, আর কোনও দল করতে পারবে। ওদের মাঠে অজিদের হারাতে সবসময় স্পেশাল প্রয়াস প্রয়োজন।'

> বিশ্বকাপ নিয়ে মানুষ আলোচনা করে। যারা নিয়মিত খেলা দেখে, তারা কিন্তু ওই দুই সিরিজের কথাই বলবে। কয়টা টিম অস্ট্রেলিয়ায় গিয়ে সিরিজ জিতেছে?
>
> **রবি শাস্ত্রী**

১৯৮৩ সালের বিশ্বকাপ এবং ১৯৮৫-তে বেনসন অ্যান্ড হেজেস জয়ী দলের অন্যতম সদস্য শাস্ত্রী। যদিও এগিয়ে রাখছেন টেস্ট সিরিজ জয়কে। বিশ্বাস, এবারও জয়ের ধারা বজায় থাকবে। রিকি পন্টিংদের '৩-১ সিরিজ জিতবে প্যাট কামিন্সরা' ভবিষ্যদ্বাণী উড়িয়ে শাস্ত্রীর যুক্তি, 'আমাদের বোলাররা ফিট এবং ওদের চাপে রাখবে। অজি ব্যাটিংও এখন বিপজ্জনক নয়। কিছুটা অনভিজ্ঞও। তবে অস্ট্রেলিয়া কড়া টক্কর দেবে।'

লক্ষ্যপূরণে রবিচন্দ্রন অশ্বীন গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্র। নাথান লায়োন বনাম অশ্বীন, বর্তমান প্রজন্মের সেরা স্পিনারের অলিখিত যুদ্ধও অন্যতম আকর্ষণ। সেই অশ্বীনের মুখে পূর্বসূরি অনিল কুম্বলে, হরভজন সিংয়ের কথা। ৫১৬ টেস্ট উইকেটের মালিক বলেছেন, 'আমি ভাগ্যবান। অনিলভাই, হরভজন যে পরম্পরা রেখে গিয়েছে, তার থেকে প্রচুর শিখেছি। আজ আমি যেখানে দাঁড়িয়ে, তার নেপথ্যে ওঁরা দুইজন।'

ডব্লিউটিসি ফাইনাল ১১ জুন লর্ডসে শুরু

দুবাই, ৩ সেপ্টেম্বর : 'দ্য হোম অফ ক্রিকেট' লর্ডসে আগামী ১১ জুন শুরু হতে চলেছে চলতি পর্বের বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল। ক্রিকেটের মক্কায় কোন দুই দল পরস্পরের মুখোমুখি হবে, এখনও অজানা। আপাতত চলতি বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের পয়েন্ট তালিকায় শীর্ষে রয়েছে রোহিত শর্মার টিম ইন্ডিয়া। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে অস্ট্রেলিয়া। সেপ্টেম্বরের ১৯ থেকে চেন্নাইয়ে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে সিরিজ খেলবেন রোহিতরা। পরেই রয়েছে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজ। আর বছর শেষে অস্ট্রেলিয়ায় পাঁচ টেস্টের সিরিজ খেলতে যাবেন বিরাট কোহলিরা। ক্রিকেট বিশেষজ্ঞদের ধারণা, টিম ইন্ডিয়ার আসন্ন এই তিন সিরিজের মধ্যে দিয়েই স্পষ্ট হয়ে যাবে রোহিত-বিরাটদের ফাইনালের টিকিট নিশ্চিত করার বিষয়টি। বিশেষ করে ২২ নভেম্বর থেকে পারথে শুরু হতে চলা বর্ডার-গাভাসকার ট্রফির ফলাফলের উপরই নির্ভর করে থাকবে টিম ইন্ডিয়ার ডব্লিউটিসি ফাইনাল খেলার বিষয়টি।

জাতীয় নির্বাচক কমিটিতে অজয়

নয়াদিল্লি, ৩ সেপ্টেম্বর : জাতীয় নির্বাচক কমিটিতে ঢুকে পড়লেন প্রাক্তন ক্রিকেটার অজয় রাতরা। চেয়ারম্যান অজিত আগরকারের নেতৃত্বাধীন কমিটির অন্যতম সদস্য হিসেবে কাজ করবেন তিনি। সন্ধ্যার দিকে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের তরফে এই খবর জানানো হয়েছে। দেশের হয়ে মোট ৬টি টেস্ট, ১২টি ওয়ান ডে খেলেছেন হরিয়ানার অজয়। মূলত উইকেটকিপার ব্যাটার হিসেবে একসময় তিনি বেশ পরিচিত নাম ছিলেন। পরবর্তী সময়ে ঘরোয়া ক্রিকেটে কোচিংও করিয়েছেন তিনি। সলিল আঙ্কোলার স্থলাভিষিক্ত হলেন উত্তরাঞ্চলের অজয়। পরিবার নিয়ে ছুটি কাটাতে আপাতত দেশের বাইরে রয়েছেন রাতরা। ফেরার পরই তিনি জাতীয় নির্বাচক কমিটির বাকি সদস্যদের সঙ্গে বসবেন। ১৯ সেপ্টেম্বর থেকে চেন্নাইয়ে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে টেস্ট খেলবে টিম ইন্ডিয়া। সেই সিরিজের দল নির্বাচনই রাতরার প্রথম পরীক্ষা হতে চলেছে।

তিলোত্তমাকে বর্ষসেরা ট্রফি উৎসর্গ করতে চান অনুষ্টুপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩ সেপ্টেম্বর : বাংলার বর্ষসেরা ক্রিকেটার মনোনীত হয়েছেন অনুষ্টুপ মজুমদার। আগামী ১৪ সেপ্টেম্বর দক্ষিণ কলকাতার ধনধান্য অডিটোরিয়ামে তাঁর হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হবে।

আজই উত্তরবঙ্গ সংবাদে এই প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। আর আজই জানা গিয়েছে আরও চমকপ্রদ তথ্য। বাংলা ক্রিকেট সংস্থার তরফে বর্ষসেরা ক্রিকেটার রুকুকে (অনুষ্টুপের ডাকনাম) যে ট্রফি তুলে দেওয়া হবে, সেই পুরস্কার তিনি উৎসর্গ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিলোত্তমাকে।

আরজি কর কাণ্ড নিয়ে এখনও তোলপাড় চলছে। পড়ুয়া চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনের প্রতিবাদে বাংলাজুড়ে প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে। সাধারণ মানুষ চাইছেন বিচার। সেই দলে নাম লেখানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন অনুষ্টুপ। আজ বিকেলে বাংলার অন্যতম অভিজ্ঞ ব্যাটার বলেছেন, 'আরজি কর হাসপাতালে ঘটে যাওয়া নৃশংস ঘটনা মেনে নিতে পারিনি। জানি না শেষপর্যন্ত কী হবে। দোষীরা শাস্তি পাবে কি না, আমার জানা নেই। কিন্তু তার আগে আমি সিএবির বর্ষসেরা পুরস্কার তিলোত্তমাকে উৎসর্গ করতে চাই। এমন ঘটনা যেন কোথাও না ঘটে।' তিলোত্তমাকে ট্রফি উৎসর্গ করার পাশে ১৪ সেপ্টেম্বরের অনুষ্ঠানে 'উই ওয়ান্ট জাস্টিস' লেখা জামা পরে হাজির থাকার কথাও ভাবছেন অনুষ্টুপ। এদিকে, গতকাল থেকে আগামী মরশুমের লক্ষ্যে ফের অনুশীলন শুরু হয়েছে বাংলা দলের।

এভাবেই বারবার মরিশাস ডিফেন্সে আটকে গেলেন লিস্টন কোলাসো।

দিশাহীন ফুটবল

শুরু মানোলো জমানা

ভারত-০ মরিশাস-০

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ৩ সেপ্টেম্বর : এদিন সকালেই তাঁর প্রাক্তন ছাত্রদের এবং নয়া কোচ মানোলো মার্কুয়েজকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সামাজিক মাধ্যমে একটি পোস্ট করেন ইগর স্টিমাক। কিন্তু তাঁর তৈরি করা দলটার এক অসহ্য দিশাহীন ফুটবল নিশ্চিতভাবেই হতাশ করেছে প্রাক্তন ক্রোট বিশ্বকাপারকে। ইন্টারকন্টিনেন্টাল কাপের প্রথম ম্যাচ মরিশাসের সঙ্গে ড্র করে কঠিন হল চ্যাম্পিয়নশিপ ধরে রাখা।

গত কয়েক বছরে স্টিমাকের সময়ে নিয়মিত গুরপ্রীত সিং সান্ধু, নিখিল পূজারি, আনোয়ার আলি, শুভাশিস বসু, সাহাল আব্দুল সামাদদের মতো একাধিক ফুটবলারকে বাইরে রেখে এদিন প্রথম একাদশ নামান মার্কুয়েজ। এটা ফুটবলারদের প্রতি বার্তা নাকি নতুন করে সবাইকে দেখে নেওয়ার ভাবনা, সেই উত্তর অবশ্য কোচই দিতে পারবেন। চিঙ্গলেসানা সিং বা আশিস রাইরা বহুকাল বাদে জাতীয় দলের জার্সি গায়ে মাঠে নামার সুযোগ পেলেন। ওঁরা চেষ্টা করলেন যথাসাধ্য কিন্তু প্রায় মাস আড়াই পরে জাতীয় দলের হয়ে মাঠে নামা এবং বোঝাপড়ার একেবারেই সময় না পাওয়ার জন্যই সম্ভবত ডিফেন্ডারদের সঙ্গে অমরিন্দার সিংয়ের অন্তত শুরুর দিকে বেশ কয়েকবার ভুল বোঝাবুঝি হল। গুরপ্রীতের অনুপস্থিতিতে এদিন দলকে নেতৃত্ব দেন রাহুল ভেকে।

মাত্র ৬ মিনিটে অনিরুদ্ধ থাপার কর্নার মাথায় করে দ্বিতীয় পোস্টে মনবীর সিং ঘুরিয়ে দিলেও চিঙ্গলেসানা অল্পের জন্য হেডটা ফসকান। তিনি মাথায় লাগাতে পারলে তখনই এগিয়ে যায় ভারত। গত মরশুম থেকেই নিজের জীবনের সেরা সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন লালিয়ানজুয়ালা ছাঙ্গতে। কিন্তু ক্লাব দলে একাধিক বিদেশির পাশে খেলা আর জাতীয় দলকে জেতানোর একক দায়িত্ব নেওয়ার মধ্যে পার্থক্য আছে। এতদিন দায়িত্বটা একার কাঁধে তুলে নিয়ে বাকিদের হালকাচালে খেলতে দিতেন সুনীল ছেত্রী। তাঁর অনুপস্থিতিতে দায়িত্ব নেবে কে? মনবীর বারবার বিপজ্জনক জায়গায় বল পেয়েও তা কাজে লাগাতে ব্যর্থ! প্রথমার্ধে অনিরুদ্ধর থেকে পাওয়া বলে তাঁর একটা শট অবশ্য মরিশাস গোলরক্ষক ভালো বাঁচান। একইভাবে ৪৬ মিনিটে ছাঙ্গতের ক্রস কোনওক্রমে গোলরক্ষক বার করলে সেটাও ঠিকঠাক অনুসরণ করে গোলে রাখতে পারেননি মনবীর। বিরতির পরে সাহাল ও নন্দকুমার শেখরকে নামালেও পরিস্থিতিতে বদল আসেনি।

শারীরিক সক্ষমতায় মরিশাস যথেষ্ট ভালো হলেও ফিফা ক্রমতালিকায় ১৭৯ নম্বরে থাকা দলটার খেলা অবশ্য আহামরি কিছু নয়। সেই তারাও বেশ কয়েকবার ভারতীয় বক্সে হানা দিয়ে ফেলে। ভারতের শেষ ম্যাচ সিরিয়ার বিরুদ্ধে। সেই ম্যাচ জিততে হলে দল নিয়ে প্রচুর খাটতে হবে মানোলোকে।

ভারত : অমরিন্দার, আশিস (নিখিল), ভেকে, চিঙ্গলেসানা, জয় (শুভাশিস), থাপা (সাহাল), আপুইয়া (সুরেশ), জিকসন, লিস্টন (নন্দ), মনবীর ও ছাঙ্গতে।

আত্মত্যাগেই সাফল্য : সুমিত

প্যারিস, ৩ সেপ্টেম্বর : তিন বছর আগে টোকিওতে সোনা জয়ের পথে কয়েক মিনিটের মধ্যে তিনবার প্যারালিম্পিক রেকর্ড ভেঙেছিলেন। সোমবার রাতে ভাঙলেন দুইবার। নিটফল, টোকিওর মতো চলতি প্যারিস প্যারালিম্পিকেও পুরুষদের জ্যাভলিন থ্রোয়ে এফ-৬৪ ক্যাটিগোরিতে সোনার পদক ঝুলল সুমিত আন্টিলের গলায়।

প্রথম থ্রোয়ে ৬৯.১১ মিটার ছুড়ে দেওয়ার পরই বোঝা গিয়েছিল, ২৬ বছরের সুমিত চেনা ছন্দে রয়েছে। তাঁর দ্বিতীয় থ্রো অতিক্রম করে ৭০.৫৯ মিটার। এই দৈত্যাকার থ্রোয়ের পর সুমিতের সোনার পদক প্রায় নিশ্চিত হয়ে যায়। রুপোজয়ী শ্রীলঙ্কার দুলান কোদিতহুওয়াকু চাপ বাড়ালেও প্যারালিম্পিকে সুমিতের দ্বিতীয় সোনা আটকায়নি। সুমিতের টেকনিক বিশেষজ্ঞদের প্রশংসা কুড়িয়েছে। সাফল্যের পিছনে কষ্টের কাহিনী এবার সামনে আনলেন সুমিত।

গত বছর প্যারা এশিয়ান গেমসের আগে শিরদাঁড়ায় চোট পেয়েছিলেন সুমিত। যা কাটিয়ে উঠতে রিহ্যাবের সঙ্গে যথাযথ ডায়েট করতে হয়েছিল তাঁকে। যার জন্য পছন্দের খাবার মিষ্টিও ত্যাগ করতে হয় সুমিতকে। প্যারিসে সোনার পদক হাতে নিয়ে এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, 'রিহ্যাবের সময় ১০-১২ কিলোগ্রাম ওজন কমাতে হয়েছিল। ফিজিও বিপিনভাই বলেছিল, বাড়তি ওজন আমার শিরদাঁড়ায় সমস্যা তৈরি করছে। আমি মিষ্টি খেতে ভালোবাসি। সেটাও ত্যাগ করতে হয়েছিল।'

> গত তিন রাত ঘুমোতে পারিনি। প্রত্যাশার চাপ এতটাই ছিল। টোকিওতে আমাকে কেউ চিনত না। কিন্তু এবার আমাকে নিয়ে সবার প্রত্যাশা ছিল। শেষ কয়েকদিন প্রচণ্ড চাপে ছিলাম।
>
> **সুমিত আন্টিল**

পুরুষদের জ্যাভলিন থ্রোয়ে এফ-৬৪ ক্যাটিগোরিতে সোনা জিতে পোডিয়ামে সুমিত আন্টিল।

যোগেশ্বর দত্তর মতো কুস্তিগির হতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ২০১৫ সালে ট্র্যাক্টর দুর্ঘটনায় বাঁ পা কাটা পড়ে সুমিতের। সেই প্রতিবন্ধকতা টপকে টোকিওতে সোনা জিতেছিলেন তিনি। তবে সোনা ধরে রাখার চাপ প্যারিস প্যারালিম্পিকে টের পেয়েছেন সুমিত। তাঁর কথায়, 'গত তিন রাত ঘুমোতে পারিনি। প্রত্যাশার চাপ এতটাই ছিল। টোকিওতে আমাকে কেউ চিনত না। কিন্তু এবার আমাকে নিয়ে সবার প্রত্যাশা ছিল। শেষ কয়েকদিন প্রচণ্ড চাপে ছিলাম।'

এদিকে, ১০ মিটার রাইফেলে সোনা জয়ের পর আরও একটি পদকের স্বপ্ন দেখাচ্ছিলেন অবনী লেখারা। মঙ্গলবার তিনি মহিলাদের ৫০ মিটার রাইফেলের থ্রি পজিশনে এসএইচ-১ ক্যাটিগোরিতে ফাইনালে উঠেছিলেন। কিন্তু ফাইনালে পঞ্চম হওয়ায় এবারের প্যারালিম্পিকে অবনীর দ্বিতীয় পদক আসেনি। তিনি ৪২০.৬ স্কোর করেন। কোয়ালিফায়িং রাউন্ডে অবনী ১১৫৯ পয়েন্ট নিয়ে সপ্তম হয়েছিলেন। তবে ১০ মিটারে ব্রোঞ্জজয়ী মোনা আগরওয়াল অবশ্য ১৩ নম্বরে শেষ করে ফাইনালে জায়গা করতে পারেননি। নিয়মানুযায়ী সেরা আট শুটার ফাইনালে জায়গা পান।

ব্রোঞ্জ জয় দীপ্তির

সেই হতাশা অনেকটাই ঢেকে দেন দীপ্তি জীবনজি। মহিলাদের টি-২০ ক্যাটিগোরিতে ৪০০ মিটার দৌড়ে তিনি ব্রোঞ্জ জিতেছেন। ৫৫.৮২ সেকেন্ডে দৌড় শেষ করে তিনি তৃতীয় হয়েছেন।

নরহরির নজির

কলকাতা, ৩ সেপ্টেম্বর : আই লিগ তৃতীয় ডিভিশনের প্রথম ম্যাচেই জয় পেল ডায়মন্ড হারবার এফসি। তারা ৩-০ গোলে হারাল গাজিয়াবাদ সিটি এফসি-কে। ১০ সেকেন্ডে গোল করে ডায়মন্ডকে এগিয়ে দেন নরহরি শ্রেষ্ঠা। এটাই প্রতিযোগিতার ইতিহাসে সবচেয়ে দ্রুততম গোল। ৯ মিনিটে ব্যবধান বাড়ান জবি জাস্টিন। ৫৬ মিনিটে দলের হয়ে তৃতীয় গোল গিরিক খোসলার।

e-Tender Notice
Office Damdim Gram Panchayat
Mal Development
Block : Jalpaiguri
Notice inviting e-Tender by the undersigned for different works vide NIT No. **eNIT-06/DAMDIM GP/2024-25** Dated 30-08-2024. For further information you may visit **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- Pradhan
Damdim Gram Panchayat

শ্রদ্ধা

দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি গত ৮ই ভাদ্র ১৪৩১ (ইং ২৫ শে আগষ্ট, ২০২৪) রবিবার সকাল ৯ টা ৪৮ মিঃ আমাদের পরমারাধ্য পিতৃদেব **দেবাসিস সরকার** (করুদা) ইহজগতের মায়া ত্যাগ করিয়া স্বজ্ঞানে সাধনোচিত ধামে গমন করিয়াছেন।

তাহার পরলোকগত আত্মার শান্তি কামনায় আগামী ২০শে ভাদ্র ১৪৩১ (ইং ৬ই সেপ্টেম্বর, ২০২৪) শুক্রবার পারলৌকিক ক্রিয়া (শ্রাদ্ধকার্য্য) নিজ বাসভবন স্বামিজী সরণী, শিলিগুড়িতে সম্পন্ন হইবে।

শোকাহত -
কাকলি সরকার (স্ত্রী) অনির্বাণ সরকার (পুত্র)
কথাকলি দাসভৌমিক (পুত্র বধূ) অরিজিত সরকার (পুত্র)
ডেইসি লেভি (পুত্র বধূ)
অশী সরকার (নাতনি) / ভিভেক সরকার (নাতি) / মার্সেল সরকার (নাতি)

আন্তর্জাতিক ফুটবলকে বিদায় সুয়ারেজের

মন্টেভিডিও, ৩ সেপ্টেম্বর : দেশের জার্সিতে আর দেখা যাবে না উরুগুয়ের তারকা ফুটবলার লুই সুয়ারেজকে। ৩৭ বছরের এই স্ট্রাইকার জানিয়েছেন, শনিবার প্যারাগুয়ের বিরুদ্ধে বিশ্বকাপের বাছাই পর্বের ম্যাচটাই তাঁর শেষ আন্তর্জাতিক ম্যাচ হতে চলেছে। নিজের অবসর ঘোষণা করতে গিয়ে সুয়ারেজ বলেছেন, 'আমি অনেকদিন ধরে নিজের অবসর নিয়ে ভাবছিলাম। আমার বিশ্বাস এটাই সেরা সময় বিদায় জানানোর।' তিনি আরও বলেছেন, 'আমি জীবনের প্রথম আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলতে নামার সময় যতটা উত্তেজিত ছিলাম, কেরিয়ারের শেষ ম্যাচ খেলার সময় ততটাই উত্তেজিত। তবে আমি এই ম্যাচে অনেক চাপমুক্ত হয়ে খেলব।' উরুগুয়ের জার্সিতে সুয়ারেজ ১৪২টি ম্যাচ খেলেছেন। করেছেন ৬৯টি গোল। এছাড়াও নয়টি বড় প্রতিযোগিতায় দেশের জার্সিতে প্রতিনিধিত্ব করেছেন। তবে সাফল্য বলতে ২০১১ সালের কোপা আমেরিকা জয়। সেবার সুয়ারেজ গোটা প্রতিযোগিতায় ৪টি গোল করে দলকে চ্যাম্পিয়ন হতে সাহায্য করেন। তবে গোটা কেরিয়ারজুড়ে বিতর্ক তাঁকে তাড়া করে বেড়িয়েছে। কখনও বিশ্বকাপের মঞ্চে ইতালির ডিফেন্ডার জিওর্জিও চিয়েলিনিকে কামড় কিংবা ঘানার স্ট্রাইকার আসামোয়া গিয়ানের শট হাত দিয়ে আটকানো। যদিও চিয়েলিনিকে কামড় দেওয়াটা তাঁর বড় ভুল বলে জানিয়েছেন সুয়ারেজ। জাতীয় দল থেকে অবসর নিলেও এখনও ক্লাব ফুটবলে খেলা চালিয়ে যাবেন তিনি। এই মুহূর্তে মেজর সকার লিগের দল ইন্টার মায়ামির হয়ে খেলছেন তিনি।

অবসর ঘোষণায় লুইস সুয়ারেজ।

দায়িত্ব বাড়ল ম্যাককুলামের

লন্ডন, ৩ সেপ্টেম্বর : লাল বলের টেস্ট ক্রিকেটে কোচ হিসেবে তিনি ২০২২ সাল থেকেই ইংল্যান্ড দলের দায়িত্বে। তাঁর কোচিংয়ে বাজবল ক্রিকেট দুনিয়ায় হইচই ফেলেছিল। এহেন ইংল্যান্ড কোচ ব্রেন্ডন ম্যাককুলামের এবার দায়িত্ব বাড়ল। বেন স্টোকসের টেস্ট দলের পাশে জস বাটলারের ওয়ান ডে ও টি২০ দলেরও কোচ হলেন তিনি। আজ ভারতীয় সময় রাতের দিকে ইসিবি-র তরফে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তি মারফত এই ঘোষণা হয়েছে। বাড়তি দায়িত্ব প্রসঙ্গে ম্যাককুলাম আজ বলেছেন, 'গত দুই বছর ধরে ইংল্যান্ড টেস্ট দলের সঙ্গে প্রতিটা মুহূর্ত দারুণ উপভোগ করেছি আমি। এবার বাড়তি দায়িত্ব ও চ্যালেঞ্জও উপভোগ করতে চাই। একজন ক্রিকেটার ও মানুষ হিসেবে সবসময় আমি চ্যালেঞ্জ পছন্দ করি। যেভাবে টেস্ট দল পরিচালনা করেছি, সেই একই আগ্রাসন ও মানসিকতা নিয়ে ইংল্যান্ডের সাদা বলের ক্রিকেটের দায়িত্বও নিচ্ছি।'

Honda Exclusive Authorized Dealerships: SILIGURI: Kaysons Honda (Sevoke Road) - 9800026026, 8145601235, 8145601236; **ETHELBARI:** Shree Honda - 9333331093; Shree Shanti Honda (Burdwan Road) - 08101913751, 0801913753; **JALPAIGURI:** Ratna Automobiles - 9434199165; **MALBAZAR:** Gitanjali Automotives - 8637345924; **MAYNAGURI:** Binaa Automobiles - 7384289555, 9832461613; **HASIMARA:** Manoj Auto Service - 8101112777; **ISLAMPUR:** Sunny Sanitary Mart - 973315651, 9775991084; **HALDIBARI:** Rajib Automobiles - 8016426165; **NAXALBARI:** Sunil Motors - 9933829999; **MALDA:** Narayani Honda - 9733089898, 9733006339; Mehi Honda - 9593555111, 9734164466; **RAIGANJ:** Mira Honda - (03523)-253474, 9749059763; **DALKHOLA:** Sarala Honda - 9153038380; **KALIYAGANJ:** Shyamali Honda - 9800418203, 8016296782; **PAKUA:** Laxmi Honda - 8016444505; **RATUA:** Paresh Honda - 9382757248; **SAMSI:** Puja Honda - 9635292872; **BALURGHAT:** G.D. Honda - 7602831916, 8900776111; **CHANCHOL:** Santosh Honda - 9933479841; **COOCH BEHAR:** Debnath Honda - 9800505897, 9733530202; Maa Mahalaxmi Honda - 8116058201, 9832778168; Aman honda - 9679285012, 9832457812; Dishan Honda - 7479012072, 9614560006; **HARISHCHANDRAPUR:** Raj Honda - 9851647224; **KALIACHAK:** M.A. Honda - 9733140140; **KUSHMANDI:** Paul Honda - 9733015894, 9434325197; **BUNIADPUR:** SA Honda - 7980943436; **MANIKCHAK:** Shrikanta Honda - 8637526361; **ALIPURDUAR:** Kaysons Honda - 9800089052, 9800087468; **BAROBISHA:** Shila Honda - 8918005224,7001163030; **FALAKATA:** Dooars Honda - 9083279221, 8927232998.

For Bulk/Institutional enquiries, please write us at: institutionalsales@honda2wheelersindia.com